পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 124 Saturday, 5 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা ❋ ২২ চৈত্র ১৪৩১, শনিবার, ৫ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

যোগ্য বঞ্চিতদের পাশে মানবিকভাবে- রাজনৈতিকভাবে পাশে থাকব ব্রাত্য বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ 'মানবিকভাবে থাকব, রাজনৈতিকভাবেও থাকব, ভরসা রাখুন', চাকরিহারাদের প্রসঙ্গ উঠতেই এদিন বারবার এ কথাই শোনা গেল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মুখে। বারবার বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা রাখুন। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের এক খোঁচায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক থেকে শিক্ষাকর্মীর চাকরি যেতেই তড়িঘড়ি প্রশাসনের উপর মহলের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ডাকেন ব্রাত্যকেও। পরবর্তীতে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যে চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন সে কথাও বলেন। তুলোধনা করেন বিরোধীদের। এদিনও ব্রাত্য বললেন, ''গতকালই মুখ্যমন্ত্রী এটা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। বিশদে অনেককিছু বলেছেন। আমার আর কিছু বলার পরিসর আছে বলে মনে করি না।'' সঙ্গে এও বলেন, ''আমি আমার বিভাগীয় দায়িত্ব থেকে বলতে পারি মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন যাঁরা বঞ্চিত এবং যোগ্য তাঁদের পাশে আমরা সর্বতভাবে থাকব। মানবিকভাবে থাকব, রাজনৈতিকভাবেও থাকব।'' প্রসঙ্গত, একই ইস্যুতে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। তিনি আবার বলেন, ''আইনি ব্যাখ্যা না নিয়ে পদক্ষেপ করতে পারব না। প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি।'' যদিও ব্রাত্য বলছেন, এসএসসি তাঁদের কাছে কোনও সাহায্য চাইলে তাঁরা করতে প্রস্তুত। কিন্তু, সব সাহায্যেই করা হবে আইনি পরামর্শ নিয়ে। তিনি বলেন, ''যাঁরা যোগ্য এবং বঞ্চিত তাঁদের জন্য একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে সব তরফ থেকে বের হয় আমি সেই আবেদনও এই সূত্রে করব। রিভিউ পিটিশনের মতো টেকনিক্যাল, লিগ্যাল বিষয়গুলি এসএসসি-র ব্যাপার। ওরা ওদের মতো আইনি প্রক্রিয়ায় করবে। যদি আমাদের কাছে আইনি সাহায্য চায় তাহলে আমরা এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই দেব। কিন্তু আইনি সাহায্য নিয়েই দেব।'' একদম শেষে ফের একবার বললেন, ''আমি সমস্ত শিক্ষককে বলব মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উপর ভরসা রাখুন।''

অন্যদিকে এদিনই চাকরি বাতিল ইস্যুতে বিকাশ ভবন অভিযানে নেমেছেন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একটা বড় অংশ। সেখান থেকেই গর্জে উঠলেন এক বিক্ষোভকারী। সুর চড়িয়েই বললেন, ''রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাতেই এই পৃথকীকরণ সম্ভব হয়নি। যে কারণে সুপ্রিম কোর্টকে এই রায় দিতে হয়েছে। এই রায়ের কারণে অসংখ্য শিক্ষকের জীবন বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারকে এর পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব নিতে হবে। যোগ্যদের পুর্নবহাল করা না পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে।'' সুপ্রিমো কোর্টের এই রায়ের পর থেকেই গোটা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে জোরদার চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে। কীভাবে চলবে স্কুলগুলির পঠনপাঠন? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। কিন্তু যতদিন না নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্চে তার আগে পর্যন্ত কী এই শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারবেন? প্রশ্ন শুনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বললেন, ''তাঁরা স্কুলে যাচ্ছেন না বলে আমাদের কাছে এমন কোনও তথ্য নেই। স্কুলে না যাওয়ার তথ্য আমার মনে হয় ঠিক নয়। বিশেষত গতকাল মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার করে তাঁদের কী করণীয় আর কী করণীয় নয় তা বলে দিয়েছেন।'' অন্যদিকে চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতন ফেরত নিয়ে বলতে গিয়ে ব্রাত্য বলেন, ''একদলের বেতন ফেরত হবে, এর একদলের বেতন ফেরত হবে না। এটা তো আমার কথা নয়। এগুলি মাহামান্য প্রধান বিচারপতির রায়ের প্রতিটা পাতায় আছে। ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে খুবই স্পষ্ট করে আছে। তাই এ ভাগ এসএসসি-র দেওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই বলা হচ্ছে।'' এদিকে বিরোধী থেকে চাকরিহারাদের অনেকেই গোটা ডামাডোলের জন্য বারবার কাঠগড়ায় তুলছে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। যদিও ব্রাত্য বলছেন, ''এসএসসি যোগ্য ও অযোগ্য এসএসসি ভাগ করতে পারেনি তা নয়। হয়তো বলতে পারেন কোর্ট তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। কিন্তু, যোগ্য অযোগ্যের ভাগাভাগি আমরা প্রধান বিচারপতির রায়ের পর আমরা বুঝতে পারছি।'' কিন্তু তাঁরা কী স্কুলে যেতে পারেন? কোনও বাধা রয়েছে? ব্রাত্য বলছেন, ''আমি তো এরকম কথা বলতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রী, মহামান্য বিচারপতি যা বলেছেন তারপরে যদি কোনও টেকনিক্যাল বা কোনও লিগ্যাল ক্লারিফিকেশন থাকে সেটা তো আজ এসএসসি জানিয়েছে। ওরা বলছে, তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটা লিগ্যাল ক্ল্যারিফিকেশন চাইবে। আমি সমস্ত শিক্ষককে বলব মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যখ্যা দিয়েছেন তার উপর ভরসা রাখুন।''

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে ইউনূসকে বড় বার্তা মোদির

ব্যাঙ্কক, ৪ এপ্রিলঃ বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে ফের স্পষ্ট করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্যাঙ্ককে বিমস্টেক সম্মেলনের মাঝে ইউনূসের সঙ্গে পার্শ্ব বৈঠকে মোদি জানালেন, বাংলাদেশের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। গত বছরের ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছাড়েন শেখ হাসিন। দিন তিনেক পর বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর

হামলার ঘটনা বাড়তে থাকে। প্রতিবাদে পথে নামে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুরা। বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নয়াদিল্লি। গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। সেখানে তিনি স্পষ্ট করে দেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় ভারত। একইসঙ্গে বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এবং বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানান। এই পরিস্থিতিতে এদিন ব্যাঙ্ককে ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করলেন মোদি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হওয়ার পর মোদির সঙ্গে এটাই প্রথম বৈঠক ইউনূসের। আর এই বৈঠকের পর এক্স হ্যান্ডলে এদিন মোদি লেখেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। বাংলাদেশে গণতন্ত্র, স্থায়িত্ব ও শান্তি বজায় রাখতে ভারতের সমর্থনের কথা তাঁকে জানিয়েছি। সীমান্তে অনুপ্রবেশ আটকানো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়েও আমাদের গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছি।'

তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ সম্ভব নয়, বললেন এসএসসি চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার সকালে রায় ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি গিয়েছে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর। বেতন ফেরত দিতে হবে কয়েক হাজার শিক্ষককে। যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব না হওয়ায় এমন রায় শীর্ষ আদালতের। সেই রায় ঘোষণার ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর মুখ খুলল স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে, রায় নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি কমিশনের। তেমনটাই বললেন এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বসে

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, ''আইনি ব্যাখ্যা না নিয়ে পদক্ষেপ করতে পারব না। প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি।'' সুপ্রিম রায়ে বলা হয়েছে, চাকরিহারাদের জন্য নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন করে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। কবে সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন চাকরিহারারা। তবে, এখনও সেই উত্তর নেই এসএসসি-র কাছে। সিদ্ধার্থ মজুমদার এদিন জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে আগামী কিছু কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যেই বৈঠকও হয়েছে কমিশনে। সরকারের কাছ থেকে একটি চিঠিও এসেছে তাদের কাছে। তবে আইনি বিষয়গুলো স্পষ্ট হলে তবেই নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত। এসএসসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ''কারা নিয়োগে অংশ নেবে, কাদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে কিছু সংশয় আছে। রায়ের বয়ান এখনও ১০০ শতাংশ স্পষ্ট নয়।'' তাই আইনি পথ নেবে এসএসসি। সপ্তাহান্তে বসে আলোচনা হবে। তবে তিন মাসের মধ্যে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়া সম্ভব নয়, তা সাফ জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য, ''তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার কথা রায়ের বয়ানে বলা নেই। কতজন, পরীক্ষা দেবে, তার উপর নির্ভর করছে, ঠিক কত সময় লাগবে।''

এবার রাজ্যের প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে বড় রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট, স্বস্তিতে নবান্ন!

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যের ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে গিয়েছে। আর শুক্রবার এ রাজ্যের প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০২২ সালের নিয়োগে কাদের অংশগ্রহণ বৈধ, তা নিয়েই একটি মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। পরে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গড়ায় সেই মামলা। শুক্রবার রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নরসিংহ ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। ২০২২ সালে রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১১ হাজার ৭৬৫টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টেট উত্তীর্ণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডিএলএড প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে ডিএলএড কোর্সে যাঁরা প্রশিক্ষণরত তথা প্রথম বর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। পর্ষদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ পর্ষদের সিদ্ধান্তেই সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিলেন। পরে সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দেয়। ডিভিশন জানায়, পাঠরত বা প্রশিক্ষণরত প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। পাঠ বা প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়। এরপর মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ৯৫৩৩ জন চাকরিতে যোগ দিলেও বাকি ২২৩২টি পদে নিয়োগে অগ্রাধিকার পাবেন কারা, সেই বিতর্ক থেকেই নতুন মামলা হয়। সেই মামলার রায়ে এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয় মামলাকারীরা নিয়োগ পাবেন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল, ২০২২ সালে প্রাথমিক নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন ডিএলএড কোর্সে প্রশিক্ষণরত প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণরাও। প্রায় ৯৬০ জন মামলাকারীর ইতিমধ্যেই নিয়োগের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আদৌ নিয়োগের যোগ্য কি না, তা রায়ের উপর নির্ভর করছিল। এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল,তাদের নিয়োগ করা যাবে।

রাম কারও একার নন, প্রচারের জন্য রাজনীতি করছে বিজেপি, বললেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ রামনবমী নিয়ে রাজনৈতিক তরজা হবে, এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আগামী রবিবার এই উৎসবের আগে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীকে খোঁচা দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁকে একা নয়, রামনবমী নিয়ে বিজেপি যে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, এমন অভিযোগও ফের করেন তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রামনবমীর পোস্টার, ব্যানার পড়েছে। অনেক জায়গায় তাতে রয়েছে শুভেন্দু অধিকারী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবিও। ফিরহাদের অভিযোগ, নিজেদের রাজনৈতিক প্রচারের জন্য রাম এবং রামনবমীকে ব্যবহার করছে বিজেপি। তাঁর প্রশ্ন, 'বিরোধী দলনেতা এবং মোদির প্রচারের জন্য রামের ছবি কেন লাগছে? রাম তাঁর প্রচারের জন্য নিজেই যথেষ্ট।' রামনবমী নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি যে তৎপরতা দেখিয়েছে তাকেও কটাক্ষ করেছেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর কথায়, ''রামনবমী নতুন নয়। কয়েকশো বছর ধরে চলছে, এবং চলবেও। এনাদের পাবলিসিটির জন্য রামনবমী নয়। ভগবান রামের প্রতি আস্থা রেখে সকলে এই উৎসব পালন করেন। রাম তো সবার। শুধু শুভেন্দুরও না, আবার ববি হাকিমেরও নয়।'' বিজেপির বিরুদ্ধে ফের একবার ধর্মীয় বিভাজনের অভিযোগ তুলে ফিরহাদ এও বলেছেন, ''যখন রাজশক্তি পেটে ভাত, হাতে কাজ দিতে পারে না, তখন ধর্ম দেখিয়ে বেড়ায়। আগে জমিদাররা বা অত্যাচারী নবাব-রাজারা যা করত, আজ বিজেপি তাই করছে। দেশের মূল্যবৃদ্ধি যখন আকাশছোঁয়া, বেকারত্ব বেশি, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, টাকার দাম কমে যাচ্ছে, ওষুধের দাম বেড়ে যাচ্ছে, তখন ওরা ধর্ম ধর্ম করে চলেছে।'' প্রসঙ্গত, রামনবমী নিয়ে অনেক আগে থেকে সতর্ক রাজ্য সরকার। কারণ অতীতে এই উৎসবের দিন রাজ্যে নানা জায়গায় অশান্তি হয়েছে। তাই এবার গত ২ এপ্রিল থেকে আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশের সব কর্মীর ছুটি বাতিল করেছে রাজ্য। একই সঙ্গে, ৫ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলির কোথায় কোন পুলিশ অফিসার দায়িত্বে থাকবে, তার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবান্ন থেকে জানিয়েছিলেন, ইদ যেমন শান্তিপূর্ণভাবে কেটেছে, তিনি চান রামনবমী সহ বাকি উৎসবগুলিও শান্তিপূর্ণভাবে কাটুক। আর তার জন্য একদিকে যেমন রাজ্য সরকার প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন, অপরদিকে সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক দল বা সংগঠনগুলিকেও সংবেদনশীল হওয়ার অনুরোধ করেছেন।

মধ্য রাতে রাজ্যসভাতেও পাশ ওয়াকফ সংশোধনী বিল

আইনে পরিণত হবে কবে? কী কী পরিবর্তন হবে ওয়াকফ আইনে?

রাষ্ট্রপতির সই পেলেই ওয়াকফ সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হবে। নতুন আইনে-

- ওয়াকফ বোর্ড চাইলেই কোনও সম্পত্তিকে ওয়াকফের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারবে না। জেলা কালেক্টর বা তার থেকে উচ্চপদস্থ কোনও কর্তা আগে খতিয়ে দেখবেন যে ওই জমি আদৌ ওয়াকফের কি না।
- ওয়াকফে সম্পত্তি দানের নিয়মও বদলাবে। অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্মাচরণ করলে তবেই ওয়াকফে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করা যাবে।
- মুসলিম মহিলাদের সম্পত্তিতে কোনও অধিকার ছিল না। এই সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, ওয়াকফে সম্পত্তি দানের আগে পরিবারের মহিলাদের তাদের নায্য উত্তরাধিকার দিতে হবে। বিশেষ ধারা রয়েছে বিধবা, বিবাহ বিচ্ছিন্না ও অনাথদের জন্য।
- এবার থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রের ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিম প্রতিনিধিত্ব থাকা বাধ্যতামূলক।
- ওয়াকফ বোর্ডকে যে বাধ্যতামূলক অনুদান দিতে হত ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলিকে, তাও ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- যে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলির আয় ১ লাখ টাকার উপরে, রাজ্য সরকার তাদের অডিট করবে।
- ওয়াকফ সম্পত্তি ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করা হবে।

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিলঃ ১২ ঘণ্টার ম্যারাথন আলোচনা, ফল মিলল অবশেষে। লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে গেল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিলের পক্ষে পড়ল ১২৮টি ভোট। বিপক্ষে ভোট পড়ল ৯৫টি। নতুন আইন প্রণয়ন হতে আর কোনও সমস্যা রইল না। এবার এই বিলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্বাক্ষর করলেই তা আইনে পরিণত হবে। বুধবার রাত ২টোয় লোকসভায় পাশ হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিলের পক্ষে ২৮৮ জন সাংসদ ভোট দিয়েছিলেন, বিপক্ষে পড়েছিল ২৩২টি ভোট। পরের দিন, বৃহস্পতিবারই রাজ্যসভায় এই বিল পেশ করা হয়। দুপুর ১টা থেকে ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ৮ ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের আলোচনার জন্য, কিন্তু সেই আলোচনা যখন শেষ হল, তখন ঘড়ির কাটা রাত ১টা পার করে গিয়েছে। রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজুর বক্তব্য দিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছিল। বিতর্ক ছিল ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অ-মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। তিনি বলেন, ''ওয়াকফ বোর্ড একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। সমস্ত সরকারি সংস্থার ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত।'' কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ওয়াকফে ২২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪ জন অ-মুসলিম প্রতিনিধি থাকবে। কংগ্রেস সহ বিরোধীদলগুলিকে আক্রমণ করে রিজিজু বলেন, ''আপনারা (বিরোধী) মুসলিমদের সমাজের মূলস্রোত থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ৬০ বছর ধরে কংগ্রেস ও অন্যান্য দল দেশ শাসন করেছে, কিন্তু তারা মুসলিমদের জন্য কিছু করেনি। মুসলিমরা গরিব, এর জন্য দায়ী কে? আপনারা (কংগ্রেস)। মোদি সরকার এখন তাদের তুলে ধরার প্রচেষ্টা করছে।''

রামনবমী নিয়ে আরও সতর্ক পুলিশ! কোন কোন এলাকায় কড়া নজর নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ আগামী ৬ এপ্রিল রবিবার রাম নবমী। ইতিমধ্যে রাম নবমীকে কেন্দ্র করে গত ২ এপ্রিল থেকে আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশের সব কর্মীর ছুটি বাতিল করেছে রাজ্য। এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে আগেই। এবার এডিজির (আইন ও শৃঙ্খলা) তরফে রাম নবমীকে কেন্দ্র করে ৫ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল, রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলির কোথায় কোন পুলিশ অফিসার দায়িত্বে থাকবে, তার তালিকা প্রকাশ করা হল। ভবানীভবন থেকে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, হাওড়া শহর ও গ্রামীণ, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, শিলিগুড়ি, মালদহ, ইসলামপুর ও কোচবিহারের জন্য বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশের তরফে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, আগামী ৫ থেকে ৭ এপ্রিল, টানা তিনদিন হাওড়া সদরের দায়িত্বে থাকবেন মোট ৬ জন অফিসার। এদের মধ্যে থাকবে আইজি পদ মর্যাদার একজন অফিসার, তিনজন ডিআইজি এবং একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। একইভাবে ব্যারাকপুর, চন্দননগর, শিলিগুড়ি, মালদহ, ইসলামপুর ও কোচবিহারের নজরদারিতে থাকবেন বিশেষ পদ মর্যাদার অফিসাররা। প্রসঙ্গত, অতীতে রাম নবমীর দিন রাজ্যের একাধিক এলাকায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। মূলত, সেই এলাকাগুলিতেই এবারে বাড়তি পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থা করেছে নবান্ন। এর আগে ২ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশের ছুটিও বাতিল করেছে রাজ্য। কেন? পর্যবেক্ষকদের মতে, বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা ভোট। তার আগে রাম নবমীকে কেন্দ্র করে এবারে বাড়তি কর্মসূচি নিয়েছে পদ্মশিবির। এমন পরিস্থিতিতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কাও করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। সে কারণেই পুলিশের বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

কোন অস্ত্র নিয়ে রাম নবনীতে মিছিল করা যাবে না জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলে সায় কলকাতা হাইকোর্টের। তবে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন মিলেছে। হাইকোর্ট বলছে, ধাতুর তৈরি কোনও হাতিয়ার নিয়ে মিছিল করা যাবে না। কিন্তু, পিভিসি দিয়ে তৈরি যে কোনও ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে মিছিল করা যাবে। ক'টা থেকে মিছিল হবে, সেখানে কতজন থাকতে পারবেন তাও বলে দিয়েছে আদালত। আদালত বলছে, দুই সংগঠনের ৫০০ জন করে মোট ১০০০ লোক নিয়ে মিছিল করা যাবে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১টা পর্যন্ত মিছিল করবে অঞ্জনী পুত্র সেনা। বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত মিছিল করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তবে যাঁরা মিছিলে অংশ নেবেন তাঁদের সকলের কাছে পরিচয়পত্র থাকতে হবে। তবে আদালত সাফ বলছে, কোনও সংগঠনই ৫০০ জনের বেশি লোক আনতে পারবে না। অঞ্জনী পুত্রদের মিছিল হবে সকালে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল বিকেলে। এদিন মিছিল নয়ে সওয়াল জবারের মধ্যে নিজের পর্যবেক্ষণও জানান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। অনুমতি দিলেও তাঁর স্পষ্ট কথা, ''আমি থামালে সবাইকে থামাব। শুধু রাজনৈতিক দল নয়। আমি সিবিআই দিলে আগে পুলিশের তদন্ত দেখি। তাই সবাইকে থামাব।'' তবে এদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় বিচারপতিকে। তিনি বলেন, ''এর আগে বাঁকুড়ায় অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা অন্য ইস্যু ছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুমতি দেব না। পুলিশের অবশ্যই ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা থাকা আর প্রয়োগের উপর আকাশ পাতাল পার্থক্য।'' তবে ২০২২ সালের পর অশান্তি অনেকটাই

কমেছে বলে মনে করছেন তিনি। বলছেন, ''২০২২ এর পর আরও ভায়োলেশন কমেছে। আশা করা হচ্ছে হিংসা আরও কমবে।'' রাম নবমীর মিছিলের অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গে টানেন দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গও। কেন অনুমতি দেওয়া হচ্ছে তার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, ''দুর্গাপুজোয় কোথাও গন্ডগোল হলে কি দুর্গাপুজোই বন্ধ করে দেব?'' একইসঙ্গে রাজ্যেকেও মনে করান দায়িত্ব। খানিক পরামর্শ দিয়েই বলেন, ''কোনও এলাকা নিয়ে পুলিশ যদি আশঙ্কা প্রকাশ করে তাহলে সেটা রাজ্যের পক্ষে ভাল দেখায় না।'' এদিকে যে রুটে মিছিল করতে চেয়েছিল গেরুয়া শিবির সেই রুট বদলে দেওয়া হয় রাজ্যের তরফে। কিন্তু, আগের রুটেই মিছিল করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল অঞ্জনী পুত্র সেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। অন্যদিকে এলাকায় মিটিং মিছিল নিয়ে টানাপোড়েন নিয়ে হাওড়ার ওই এলাকার বাসিন্দারাও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের হয়ে লড়ছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। হাওড়ার বাসিন্দাদের দাবি, এত টানাপোড়েনের মধ্যে আদতে তাঁদের অবস্থা স্যান্ডউইচের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই দ্রুত সমাধান হোক। এদিন সমস্ত সওয়াল জবাব শোনা পর ওই এলাকায় প্রায় প্রতিদিন ঝামেলা-গন্ডগোল হয় কিনা জানতে চান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পাল্টা আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের কোর্টে বল ঠেলেন। বলেন, ''রাজ্য চাইলে সব কিছু কমতে পারে..কোন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই প্রসেশনে অংশ নিতে দেবেন না।'' এরপরই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত রুট না বদলালেও একদলকে সকালে অন্যদলকে বিকালে মিছিলের অনুমতি দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। শেষ পর্যন্ত তাতেই মান্যতা দেয় কোর্ট।

মনোজ কুমারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার সকালে বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ কুমার প্রয়াত হলেন। ৮৭ বছরের অভিনেতা মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে শোকের ছায়া নেমেছে বলিউডে ও রাজনৈতিক মহলেও।তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, কিংবদন্তি অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী মনোজ কুমার জির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন আইকন, যাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হত তাঁর দেশপ্রেমের জন্য, যা তাঁর চলচ্চিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। মনোজ জির কাজ রাষ্ট্রীয় গৌরবের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করবে। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের আমার সমবেদনা। ওম শান্তি। অন্যদিকে কলকাতাতে বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ কুমার প্রয়াত হলেন শুক্রবার সকালে। ৮৭ বছরের অভিনেতা মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বলিউডে ও রাজনৈতিক মহলেও। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, আজ প্রবীণ অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মনোজ কুমারের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্রের জন্য 'ভারত কুমার' নামেও তাঁকে ডাকা হত। তাঁর মৃত্যু আমাদের চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই।

গভীর রাতে খিদিরপুরের ফ্যান্সি টেন্ড সেন্টারে আগুন আতঙ্ক

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ কলকাতায় ফের আগুন-আতঙ্ক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে খিদিরপুরের ফ্যান্সি ট্রেড সেন্টারের একটি মিটারবক্সে আগুন লাগে। মিটারবক্সের ভিতর থেকে স্পার্ক করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন।

লরেটো কলেজ এবং ইএসইডিএস স্কুল অফ ডিজাইনের মউ স্বাক্ষর

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ লরেটো কলেজের ছাত্রীদের জন্য হাতেকলমে পরিবেশকে জানা এবং পুনর্ব্যবহার পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের দক্ষতা ও উন্নযনের দিকে অগ্রসর হল। সম্প্রতি ইকোএভিড স্কুল অফ এথিকাল ডিজাইন স্টাডিজ (ইএসইডিএস স্কুল অফ ডিজাইন)-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (মউ) স্বাক্ষর করে লরেটো কলেজ।লরেটো কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, এই মউ স্বাক্ষরের ফলে পড়ুয়াদের প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতামূলক কর্মসংস্থানের পথ দেখানো যাবে। তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, এই মউ স্বাক্ষরিত হওয়ায় একদিকে যেমন ছাত্রীদের বিশেষ দক্ষতার বিকাশ ঘটবে, তেমনই পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন নতুন সৃষ্টি জীবনের মানকে উন্নত করবে। পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ পড়ুয়াদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদানেও সহায়তা করবে বলে মত কলেজ কর্তৃপক্ষের।উল্লেখ্য, যে সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই ইএসইডিএস হলো ইন্টিরিয়র ও ফ্যাশন ডিজাইনিং এর একটি প্রতিষ্ঠান। তারা এমন কিছু অত্যাধুনিক কোর্সের পরিকল্পনা করেছে, যাতে আধুনিক জীবনের অপচয়কে রোধ করে, আপাতভাবে বর্জিত অথচ পরিবেশবান্ধব ও স্থায়ী, এমন সব আসবাব বা পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যায়।

শুধুমাত্র জমির জন্য ওয়াকফ বিল আনা হয়েছে, মন্তব্য উদ্ধব ঠাকরের

মুম্বই,৪ এপ্রিল ঃ শুধুমাত্র জমির জন্য ওয়াকফ বিল আনা হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। তিনি ভারতের ওপর আমেরিকার চাপানো শুল্ক নিয়েও মন্তব্য করেছেন। গত বৃহস্পতিবার ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, তাঁরা কেবল জমির জন্য এই বিল এনেছে। আমরা বিলের বিরোধিতা করিনি, আমরা দুর্নীতির বিরোধিতা করেছি। আমরা তাঁদের নাটকের বিরোধিতা করেছি।উদ্ধব ঠাকরে বলেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারত-সহ সকল দেশের জন্য নতুন শুল্ক ঘোষণা করেছে এবং সম্ভবত এটি দেশে কিছুটা আর্থিক সংকট ডেকে আনবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন শুল্ক ঘোষণার পর সরকারের কর্তব্য হলো নিজেদের কৌশল স্পষ্ট করা। সংসদের অধিবেশন চলছে, তাই সরকারের উচিত এগিয়ে এসে এই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করা। অন্যদিকে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধীরা বিভ্রান্ত করছে, এমনটাই অভিযোগ করেছেন রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-র প্রধান রামদাস অঠাওয়ালে। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, আমি মনে করি বিরোধীরা বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং এই বিলটি মুসলমানদের উপর আক্রমণ নয়। বিলটি লোকসভায় ২৮৮ ভোটে পাস হয়েছে।রামদাস আরও বলেছেন, বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করা হবে এবং আমিও এটি নিয়ে কথা বলব। আমার দল বিলটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। এটি রাজ্যসভায় পাস হবে। এটি মুসলিমদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেওয়া একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। আমি এর জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। অন্যদিকে রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিল পাস হলে আদালতে যাবে মুসলিম ল বোর্ড। জানিয়ে দিলেন মৌলানা খালিদ রশিদ। বৃহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মৌলানা খালিদ রশিদ ফারাঙ্গি মাহালি বলেছেন, যদি রাজ্যসভা ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলটি পাস করে, তাহলে তারা আদালতে এটিকে চ্যালেঞ্জ করবে।তিনি বলেছেন, যদি এই বিলটি রাজ্যসভায় পাস হয়, তাহলে আমরা আদালতে এটিকে চ্যালেঞ্জ করব। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে সাংবিধানিক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই বিষয়ে ন্যায়বিচার এবং স্বস্তি পাব। আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম যে জেডি(ইউ) এবং টিডিপি এই বিলের বিরোধিতা করবে, কারণ এই দু'টি দলই তাদের নিজ নিজ রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা সমর্থিত। আমরা আরও মনে করি, অন্যান্য দলগুলি যদি আরও তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে এই বিলের বিরোধিতা করত, তবে এটি আরও ভাল হত। বিরোধীরা এই বিলের বিরোধিতা করেছিল এবং নিজেদের আপত্তি তুলেছিল।অন্যদিকে ভোপাল ও মুম্বইতে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের সমর্থনে পথে নামলেন মুসলিমরাই, গত বুধবার লোকসভায় যখন ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ হয়, তখন মুম্বই ও ভোপাল-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই বিলের সমর্থনে পথে নামেন মুসলিমরা। বাজি ফাটানো হয়, মিষ্টিমুখ করা হয়, পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের একজন সমর্থক বলছেন, আমরা মোদীজিকে সমর্থন করি তিনি যা করছেন তা সঠিক।

ইরানের প্রতি ফিলিস্তিনের কৃতজ্ঞতা, পশ্চিমাদের নীরবতার বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুল মেয়রের সমালোচনা

ইরাক,৪এপ্রিলঃইরাকের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস বা পিএমএফকে একটি সরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে কেউই তার দেশকে পিএমএফ ভেঙে দিতে বাধ্য করতে পারে না।জেনেভায় ইরান এবং তিনটি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত,ইয়েমেনে মার্কিন উন্মাত্ত হামলা তার গ্রেপ্তারের বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর নীরবতার বিষয়ে ইমামোগলুর সমালোচনা,কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে থাকা মার্কিন পদক্ষেপ,ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে খনিজ চুক্তির বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাপক কুদস দিবসের মিছিল-ইরান এবং বিশ্বের সাম্প্রতিক সংবাদের সংক্ষিপ্ত অংশ পার্সটুডের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো।জেনেভায় ইরান এবং ৩টি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত।ইরানের আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গারিবাদি গত শুক্রবার রাতে ঘোষণা করেছেন যে জেনেভায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এবং তিনটি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গারিবাবাদি X সোশ্যাল নেটওয়ার্কে লিখেছেন, ইরানের পারমাণকিক ইস্যু এবং তেহরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে ইরান এবং তিনটি ইউরোপীয় দেশের কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের মধ্যে চতুর্থ দফার আলোচনা গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইয়েমেনের উপর আমেরিকার উন্মত্ত আক্রমণ।গত ২৪ ঘন্টায় ইয়েমেনে কয়েক ডজন

হামলা চালিয়েছে মার্কিন যুদ্ধবিমান। ইয়েমেনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে,গত ২৪ ঘন্টায় দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে কমপক্ষে ৭১টি বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী।আল-হুথিঃইয়েমেনি জনগণ কখনই মার্কিন চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।গত শুক্রবার রাতে ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ আন্দোলনের মহাসচিব আব্দুল মালিক বদরুদ্দিন আল-হুথি আন্তর্জাতিক কুদস দিবসের মিছিলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতির প্রশংসা করে বলেছেন যে ইয়েমেনি জনগণ কখনই আমেরিকান চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না এবং ফিলিস্তিনকে সমর্থন দেয়া অব্যাহত রাখবে।বিশ্বজুড়ে কুদস দিবসের বিশাল মিছিল ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতির স্লোগান-পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবারের সাথে মিল রেখে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আন্তর্জাতিক কুদস দিবসের পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করেছেন। ইরান, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, পাকিস্তান এবং যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। কুদস দিবসের মিছিল ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে এবং ইহুদিবাদী সরকারের দখলদারিত্বের নিন্দায়. বিশ্বজুড়ে মুসলিম জাতি এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের ঐক্যের প্রতীক।রাশিয়া ও চীনঃমার্কিন পদক্ষেপই কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ-শুক্রবার রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে যে মস্কো এবং বেইজিং বিশ্বাস করে যে মার্কিন পদক্ষেপই কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ। উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই রুডেনকো এবং কোরীয় উপদ্বীপের জন্য চীনা সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি লিউ জিয়াওমিংয়ের মধ্যে আলোচনার পর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে মস্কো এবং বেইজিং ওয়াশিংটন এবং তার মিত্রদের সামরিক কার্যকলাপকে কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে মনে করে।আন্তর্জাতিক কুদস দিবসে ইরানের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে আল-নাসের সালাহউদ্দিন ব্রিগেডস-আন্তর্জাতিক কুদস দিবস উপলক্ষে জারি করা এক বিবৃতিতে,ফিলিস্তিনি প্রতিরোধকামী সংগঠন আন-নাসের সালাহ আদ দিন ব্রিগেড কুদস ফিলিস্তিন,গাজা এবং প্রতিরোধের সমর্থনে সাহসী ও নীতিগত অবস্থান গ্রহণের জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নেতৃত্ব,জনগণ এবং সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।ইমামোগলুঃআমার গ্রেপ্তারের বিষয়ে. পশ্চিমাদের নীরবতা বধির করে দিচ্ছেইস্তাম্বুলের গ্রেফতারকৃত মেয়র একরেম ইমামোগলু নিউ হয়র্ক টাইমসে একটি উপ-সম্পাদকীয় কলাম লিখেছেন যেখানে তিনি তার গ্রেপ্তারের বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর নীরবতার সমালোচনা করেছেন এবং এটিকে বধির নীরবতা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রবন্ধে লিখেছেন, বিশ্বজুড়ে সরকারগুলো কী করেছে? তাদের নীরবতা এক ধরনের বধিরতা। ওয়াশিংটন কেবল তুর্কিয়েতে সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার এবং বিক্ষোভের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইউরোপীয় নেতারাও জোরালোভাবে প্রতিক্রিয়া জানাননি।আস-সুদানি কোনো পক্ষই পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস ভেঙে দিতে ইরাককে বাধ্য করতে পারে নাইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শিয়া আস-সুদানি জোর দিয়ে বলেছেন যে পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস বা পিএমএফ একটি সরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো পক্ষই ইরাকি সরকারকে পিএমএফ ভেঙে দিতে বাধ্য করতে পারে না।

কেশম থেকে মাকু ইরানে বিনিয়োগের সোনালী দ্বারঃ৮টি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের ভূমিকা

ইরান,৪ এপ্রিলঃ-ইরানে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় সকল দেশেরই মূল লক্ষ্য হলো অন্যান্য দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। ইরানও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। পার্সটুডে'র এই নিবন্ধে আমরা এই অঞ্চলগুলোর কয়েকটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবঃ কেশম পারস্য উপসাগরের বৃহত্তম দ্বীপে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-পারস্য উপসাগরের বৃহত্তম দ্বীপে অবস্থিত কেশম মুক্ত বাণিজ্য ও শিল্প অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হরমুজ প্রণালীতে কৌশলগত অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় সরাসরি প্রবেশাধিকারের কারণে, কেশম দ্বীপ বাণিজ্যিক, শিল্প এবং পর্যটন কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান করে। কেশম জৈবপ্রযুক্তি, সামুদ্রিক সম্পদ, তেল সহায়ক শিল্প এবং পর্যটন উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পারস্য উপসাগর, কমনওয়েলথ এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর ভোক্তা বাজারে সহজ প্রবেশাধিকারের কারণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।কেশম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-চ'বাহার মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ইরানের একমাত্র সমুদ্র বন্দর-দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের সিস্তান ও বালুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত চ'বাহার মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলটি উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম ট্রানজিট রুটের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হিসেবে পরিচিত। ১৪০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই অঞ্চলটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইরানের একমাত্র মহাসাগরীয় বন্দর হিসেবে, বিস্তীর্ণ জলসীমায় সরাসরি প্রবেশাধিকার রয়েছে। চাবাহার মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-৭১ হাজার হেক্টরেরও বেশি আয়তনের আরাস মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-৭১,০০০ হেক্টরেরও বেশি আয়তনের 'আরাস' মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলটি উত্তর-পশ্চিম ইরান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র এবং নাখচিভান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সীমান্তের শূন্য বিন্দুতে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এবং এর সীমান্ত অবস্থানের কারণে আরাস পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগকারী রুটের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও শিল্প কেন্দ্রগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে ধাতু, মোটরগাড়ি, ইলেকট্রনিক্স, তেল ও গ্যাস এবং কৃষি শিল্প, যা দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।আরাস মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-আনজালি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশীদের সাথে বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার-গিলান প্রদেশে এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত আনজালি শিল্প মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলটি ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশীদের, বিশেষ করে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে কৌশলগত অবস্থানের কারণে, এই অঞ্চলটি পূর্ব এশিয় দেশগুলো এবং ইউরোপের মধ্যে পণ্য পরিবহন সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আনজালি কেবল তার বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্যই নয় বরং পর্যটন আকর্ষণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যও বিখ্যাত। এই অঞ্চলে দুটি শিল্প নগর এবং ১৪৩টি কারখানা রয়েছে যা উৎপাদন, পর্যটন এবং পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে। আনজালি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-আরভান্দ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ইরান-ইরাক সীমান্তে কৌশলগত এলাকাপারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম এবং খুজেস্তান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরভান্দ মুক্ত বাণিজ্য শিল্প অঞ্চলটি আরভান্দ এবং কারুন নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। ৩৭,৪০০ হেক্টরেরও বেশি আয়তনের এই অঞ্চলে আবাদান, খোররামশাহর এবং মিনু দ্বীপ শহর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইরাক ও কুয়েতের সীমান্তে কৌশলগত অবস্থান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থল, আকাশ ও সমুদ্র পরিবহন রুটে প্রবেশাধিকারের কারণে এই মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলটিকে ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলগুলোর একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।আরভান্দ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল- কিশ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ও পরিবহনের প্রধান কেন্দ্র-ইরানের কিশ দ্বীপ বিনোদন ও পর্যটনের জন্য একটি অঞ্চল হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। এই দ্বীপে ইরানের প্রথম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এটি পারস্য উপসাগরের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। সারা বছর ধরে দশ লক্ষেরও বেশি দেশি-বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করার পাশাপাশি এখানে সক্রিয় রয়েছে বহু রকমের শিল্প-কারখানা। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স, পোশাক, খাদ্য ও ওষুধ, রাসায়নিক ও সেলুলোজ উপাদনসহ অফশোর ড্রিলিং ইত্যাদি আরও অনেক শিল্প। পর্যটকদের ভিসা-মুক্ত প্রবেশের কারণে এই দ্বীপটি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত।কিশ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-মাকো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-উত্তর-পশ্চিম ইরানে অবস্থিত, তুর্কিয়ে এবং নাখচিভান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সীমান্ত সংলগ্ন মাকু মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলটি ইরানের বৃহত্তম মুক্ত অঞ্চলগুলোর। এই মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হিসেবে পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণ ট্রানজিট করিডোরের সাথে অবস্থিত এই অঞ্চলটি এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তৃত সীমান্ত এবং পরিবহন অ্যাক্সেসের কারণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক হাব হিসাবেও বিবেচিত হয়।মাকো মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-ইমাম খোমেনি বিমানবন্দর মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ইরানের রাজধানী শহরে বিমানের প্রবেশদ্বারদক্ষিণ-পশ্চিম তেহরানে অবস্থিত ইমাম খোমেনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলটি ইরানের রাজধানী শহরের অন্যতম বিমান প্রবেশদ্বার। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই এলাকায় এখন দুটি টার্মিনাল রয়েছে যার বার্ষিক ধারণক্ষমতা ১ কোটি ১৫ লক্ষ যাত্রী এবং ১২০,০০০ টন পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা রয়েছে। এই বিমানবন্দরটিকে এ অঞ্চলের প্রথম বিমান পণ্য পরিবহন কেন্দ্র এবং ইরানের দ্বিতীয় যাত্রী পরিবহন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও ব্যাঙ্কক, ৪ এপ্রিলঃ ব্যাঙ্ককে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে ভবিষ্যত পরিকল্পনা 'ব্যাঙ্কক ভিশন ২০৩০' গৃহীত হবে। বিমসটেকের ভবিষ্যতের দিশা নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিমসটেক বিশিষ্ট জনেদের রিপোর্টও এতে স্বীকৃত হবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিমসটেকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন। জানান, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। আমাদের প্রচেষ্টা মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনুক।

শ্রীভূমি জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি

শ্রীভূমি (অসম) ৪ এপ্রিল ঃ শ্রীভূমি জেলায় ৩ এপ্রিল তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। জারি করা এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৬ টি জেলা পরিষদ আসনের জন্য ১৬ জন সদস্য, ৯৫ জন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য ও ৯৫০ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচনের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।এতে ১-মাইজগ্রাম সুপ্রাকান্দি, ২-রাজাটিল্লা উমরপুর, ৩-শ্রীগৌরী, ৪-শ্রীমন্ত কানিশাইল বাশাইল, ১৩-কালিগঞ্জ, ১৪-লক্ষীবাজার,১৫-নিলাম বাজার, ১৬-টিলাবাড়ী বান্দরকোনা জেলা পরিষদ আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ৫-চান্দখিরা, ৬-কানাইনগর ফাকুয়া, ৭-লোয়াইরপোয়া, ৮-রাধাপ্যারী জেলা পরিষদ আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র পাথারকান্দি সমজেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ে এবং ৯-আনিপুর, ১০-ভৈরবনগর, ১১-চেরাগী, ১২- দুল্লভছড়া জেলা পরিষদ আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র রামকৃষ্ণ নগর সমজেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।এতে মনোনয়ন পত্র সরকারি ছুটির দিন ছাড়া আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে প্রার্থী নিজে অথবা তার প্রস্তাবকের মাধ্যমে ওই কার্যালয়ে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে জমা দিতে পারবেন। পাশাপাশি মনোনয়ন পত্রগুলি ওই একই স্থানে ১২ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে যাচাই করা হবে। প্রার্থীত্ব প্রত্যাহারের জন্য ১৭ এপ্রিল বিকাল ৩টার মধ্যে ওই একই স্থানে আবেদন করা যাবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে ২ মে তারিখে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টার মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হবে। অনুরুপভাবে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্যও একই সময় ধার্য করা হয়েছে।

মায়ানমারের সিনিয়র জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর, পাশে থাকার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও ব্যাঙ্কক, ৪ এপ্রিল ঃ ব্যাঙ্ককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের মাঝে মায়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং-এর সঙ্গে দেখা করেন নরেন্দ্র মোদী।শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী জানান, ব্যাঙ্ককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের মাঝে মায়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য আবারও সমবেদনা জানিয়েছি। এই সংকটময় সময়ে ভারত মায়ানমারকে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আমরা ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বিশেষ করে যোগাযোগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আরও অনেক কিছু নিয়েও আলোচনা করেছি।

"যারা যোগ্য, তাদের প্রতি এই রায়ে অবিচার হল", মন্তব্য কুণালের

কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ' যারা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছে, তারা উচ্ছন্নে যাক! কিন্তু যারা যোগ্য, তাদের প্রতি এই রায়ে অবিচার হল।''বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় জেনে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।শাসকদলের এক প্রথম সারির নেতার বক্তব্য, দ্রুততার সঙ্গে সেই সময়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া ছিল নবান্নের ' রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কারণ, চাকরিরতদের নবান্ন ' বার্তা দিতে পেরেছিল, যোগ্যদের চাকরি চলে যাক, তা রাজ্য সরকার চায় না।গত এক বছর ধরে একাধিক শুনানি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ' যোগ্য এবং 'অযোগ্য বাছাই করার কথা বলা হয়েছিল আদালতের তরফে থেকে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ফলে হাই কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ

করেনি প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।তবে একান্ত আলোচনায় তৃণমূলের অনেকেই বলছেন, এই নির্দেশ শুধুমাত্র ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থী বা তাঁদের পরিবার-পরিজনের বিষয় নয়। সার্বিক ভাবে এই রায় জনমানসে রাজ্য সরকার, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এবং কমিশনের ভূমিকা নিয়ে 'বিরূপ' ধারণাকে আরও শক্তিশালী করবে।

সমাজসেবা সকল মানুষের এক পবিত্র কর্তব্য

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃসভ্যতার ঊষা লগ্নে মানুষ ছিল অরণ্যচারী। গাছের ছাল -বাকল পরিধান করত। গুহায় বসবাস করত। বনের ফলমূল ও কাঁচা মাংস খেত। তারপর মানুষ পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখল। বনের হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচতে জোট বাঁধল। গড়ে তুলেছিল সমাজ।মানুষের সেবা করা হল সমাজ সেবার বীজ মন্ত্র। সমাজসেবার প্রকৃত সময় ছাত্র জীবন। এ সময়ে সাংসারিক দায় থাকে না। মন থাকে উদার। সেবা বা সাহায্য করার আকুলতাই সমাজ সেবায় পরিণত হয়। এভাবেই তরুণ মনে সমাজসেবার আদর্শ বিকশিত হয়।সমাজসেবা মানুষের কাছে এক মহান ব্রত। এই ব্রত পালনের জন্য এগিয়ে এসেছেন দেশ-বিদেশের কত মানুষ ।আর সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য ভারতের খ্যাতি চিরদিনের। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্যসেন ছিলেন একজন সমাজসেবী। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা , মাদার টেরিজা -সমাজসেবী হিসেবে জগত বিখ্যাত।সারা বিশ্বে দুস্থ, আর্ত মানুষের সেবা করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে নানা সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান। মানুষের জন্য শর্তহীন ভালোবাসা হল এসব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান দেশের যেকোনো বিপর্যয়ে বন্ধুর মত পাশে দাঁড়ায়।সমাজসেবা সকল মানুষের এক পবিত্র কর্তব্য। এই ভাবনা মানুষকে মহ করে। আর এই সেবা মূলক কাজের জন্য যুগে যুগে মানুষ অমরত্বের শিলালিপিতে স্বাক্ষর করে চলেছেন।

ডিএলএড মামলাঃ কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ প্রাথমিকের ডিএলএড মামলায় হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।শুক্রবার বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানায়, বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করা হচ্ছে। তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের রায় মেনেই নিয়োগ করা যাবে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২২চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৫ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২১ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহঃবার থেকে গরম বাড়বে এবং সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। এদিন পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম বাড়বে বলে জানা গেছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা । কলকাতায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, উভয়ই ঊর্ধ্বমুখী। রোদের তেজ ও তীব্র গরমে অস্বস্তিকর আবহাওয়া সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তরবঙ্গেও বাড়ছে তাপমাত্রা। এদিন সকাল থেকেই তীব্র রোদের তেজ অনুভূত হয়েছে। গরমের কাহিল হয়ে পড়েছেন মানুষ। যদিও, বৃষ্টির এখন কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৯ টা ৫০মনিট এবং রাত ৮ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৯মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫১মনিট

দক্ষিন গোবিন্দপুরের এস ভি আই এস টির ক্যাম্পাসে হ্যাম রেডিও বিষয়ক কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৪ এপ্রিল ঃ হ্যাম রেডিও হারিয়ে যাওয়া মানুষকে তাঁর পরিজনদের কাছে ফিরিয়ে দিতে কাজ করে চলেছে।পাশাপাশি দুর্যোগের সময় তাঁরা সরকারের পাশে থেকে সঠিক ভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করে।আর সেই হ্যাম রেডিও কিভাবে এই কাজ করে তা ছাত্র ছাত্রীদের সামনে এক দিনের কর্মশালার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরলো শুক্রবার।এদিন সোনারপুর থানার দক্ষিন গোবিন্দপুরে স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ক্যাম্পাসে হ্যাম রেডিও বিষয়ক এক কর্মশালা হয়ে গেল। এস ভি আই এস টির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সহযোগিতায় এবং ইন্ডিয়ানএকাডেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের সমর্থনে হ্যাম রেডিওতে উদ্ভাবন এবং সাধারণ সচেতনতা বিষয়ক একদিনের এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই কর্মশালায় অংশ নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক তথা ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের চেয়ারম্যান অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস হ্যাম রেডিওর গুরুত্ব তুলে ধরেন ও সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিভাবে কাজ করা হয় তার ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া এদিন এই কর্মশালায় অংশ নেন ই আর এইচ কিউ এর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনচার্জ সিতাংশু শেখর ঘোষ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ দিব্যাস মন্ডল,প্রশিক্ষক শুভঙ্কর সাহা, রেডিও বিশেষজ্ঞ সন্দীপন বসু মল্লিক,এসভিআই এসটির ডিন সন্দীপ দত্ত,শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য ঘোষ,এস ভি আই এস টির অধ্যক্ষ ডক্টর সোনালী ঘোষ, উক্ত অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মোঃ আতাউর সাফি রহমান লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন এই কর্মশালাতে হাতে কলমে হ্যাম রেডিও র কার্যকলাপ দেখানো হয় ছাত্র ছাত্রীদের।আর এই ধরনের কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে খুশি ছাত্র ছাত্রীরা।

রিষড়ার উচ্চ বিদ্যাপীঠ ইউনিট টু হিন্দি স্কুলে হাজির হলেন সদ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও

বনস্পতি দে, হুগলি, ৪ এপ্রিল ঃ এসএসসি-র ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের কারণে যে স্কুলে বেশি সংখ্যক শিক্ষকরা চাকরিহারা হয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম রিষড়ার উচ্চ বিদ্যাপীঠ ইউনিট টু হিন্দি মাধ্যম স্কুল। কার্যত শুক্রবার থেকেই নিতে হবে না ক্লাস, পাবেন না বেতনও। কিন্তু ওই কচিকাঁচাগুলোর সঙ্গে যে চিরন্তন ভালোবাসার সম্পর্ক, তা নিয়মের বে।াজালে আটকানো যায় না। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, ' আর নেই।' খুদেদের শিক্ষার আলো দেখানোর দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁরাই চাকরি থেকে ' গৌণ হয়ে যায় টাকাও। তাইই প্রমাণ করলেন রিষড়া বিদ্যাপীঠ হিন্দি স্কুল-এর চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আদালতের রায়ে এক লহমায় বদলে গিয়েছিল গোটা বিদ্যালয়ের চিত্র। ১৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২ জনই চাকরি হারিয়েছেন। স্কুল চালানোই দায়। যার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন তিন জন , ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক রয়েছেন দু'জন, ইতিহাসের দু'জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একজন, ভূগোলের একজন ও জীবন বিজ্ঞানে দু'জন শিক্ষক। শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলের দরজা খোলে। হাজির হয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২৫০০। পড়ুয়াদের কথা ভেবে স্কুলে হাজির হলেন সদ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। সল্টলেক থেকে রোজ রিষড়া স্কুলে আসেন ইতিহাসের শিক্ষক দেবদত্তা বৈদ্য। কর্মস্থলে এসে বলেন, ' স্কুলে আসি, পড়ুয়াদের ক্লাস নিই। আমি বাড়িতে বসে থাকতে পারিনি। অনেকে অনেক কথা বলেছে, কিন্তু আমি শুনিনি। শুধুমাত্র ছাত্রদের ভালবেসে আজ আমি স্কুলে এসেছি। কোনও পারিশ্রমিক হযত় পাবো না। কিন্তু ওদের ভালোবাসাটা পাবো। সেটা অমূল্য।' চাকরিহারা অন্য এক শিক্ষক রাজু পাণ্ডে বলেন, ' ধরে এই স্কুলে আসছি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

১১ জন শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ায় সমস্যায় কুলতলি ভগবান চন্দ্র হাইস্কুল

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৪ এপ্রিল ঃ চাকরি গেল এবার সুন্দরবনের কুলতলির একটি স্কুলের ১১ জন শিক্ষকের। সু ন্দরবনের প্রত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসাবে পরিচিত কুলতলি ব্লক। তফসিলি অধ্যুষিত এলাকায় একমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে বিজ্ঞান পড়ানো হয় কুলতলির জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলে।বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে সেই স্কুলে এখন শ্মশানের নিরবতা।এই স্কুলের ৪৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে এক ঝটকায় ১১ জনই চাকরি চলে গেছে। কুলতলি ব্লকে সবচেয়ে বড় এই স্কুলে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পড়ুয়া। সেখানে ১১ জন শিক্ষকের চাকরি হারানোর ঘটনায় রীতিমতো মাথায় বজ্রপাত পড়ার মতো অবস্থা প্রধান শিক্ষকের। সুন্দরবন এলাকার মধ্যে এই স্কুল ২০১৬ সালেবিজ্ঞান পড়ানোর অ্যাফিলেশন পেলেও শিক্ষকের অভাবে বিজ্ঞান বিভাগ শুরু করা যায়নি। এর পর ২০১৮ ও ১৯ সালে স্কুলে ১১ জন নতুন শিক্ষক ও শিক্ষিকা যোগ দেন। যাঁদের মধ্যে ৬ জন শিক্ষক ও ৫ জন শিক্ষিকা। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের ভরসায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই স্কুলে বিজ্ঞান শাখার পথচলা শুরু হয়। প্রথম বছরে একাদশ শ্রেণিতে একজন। পরের বছর দু'জন। তার পর বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭ জন।একটা সময় স্কুলের পক্ষ থেকেই এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করা হয় শুধুমাত্র বিজ্ঞান পড়ার জন্য কুলতলি ছেড়ে দূরের জয়নগর কিংবা মথুরাপুরের স্কুলে গিয়ে.পড়াশোনা করার দরকার নেই। শিক্ষকদের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক অভিভাবক ভরসা রাখতে শুরু করেছিলেন। সেই কারণেই তিন বছরেই বিজ্ঞান শাখায় পড়ুয়ার সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। ঠিক তখনই সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে স্কুলের পড়াশোনা। বৃহস্পতিবার স্কুলে এসেও একে একে ওই ১১ জন শিক্ষকশিক্ষিকা স্কুল ছেড়ে ফিরে গিয়েছেন যে যাঁর বাড়িতে। অসহায় অবস্থায় তাঁদের চলে যেতে দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে সহশিক্ষিকারা। বৃহস্পতিবার থেকেই স্কুলের পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন সেই রায় ঘোষণায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে ওই ১১ জন শিক্ষক শিক্ষিকার। পরীক্ষার হল ছেড়ে তাঁরা ব্যাগ গুছিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্কুল ছাড়েন। স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীরা বলে,ওই ১১ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদের খুব ভালো ভাবে পড়াতেন। যে কারণে আমাদের বাইরের টিউশন পড়ার দরকারই হতো না। জানি না এখন আমাদের কী হবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল বলেন,সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে মান্যতা দিয়েও বলছি, আজকে আমার স্কুলের ১১ জন যোগ্যতম শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে হারালাম। যাদের ভরসায় সুন্দরবনের এই অজ পাড়াগাঁয়ে স্কুল পড়ুয়ারা বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পেতে শুরু করে ছিল, জানি না তাদের এখন কী হবে।এমনিতেই আমার স্কুলের পড়ুযার় সংখ্যা অনেক বেশি। এক সঙ্গে এতজন শিক্ষক চলে যাওয়ায় বাকি প্রত্যেকটা ক্লাসের পঠন পাঠনে ও বিস্তর সমস্যায় পড়তে হবে আমাদের।এখন স্কুল শিক্ষা দপ্তর কি করে সেটাই দেখার।

সাওতালডিহি তাপবিদ্যুত কেন্দ্র দেশের সেরার শিরোপা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে রাজ্যের সাওতালডিহি তাপবিদ্যুত কেন্দ্র দেশের সেরার শিরোপা পেয়েছে। বিদ্যুত মন্ত্রকের অধীনে থাকা সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি দেশের ২০১টি তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের মধ্যে এই কেন্দ্রটিকে সেরার মর্যাদা দিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। এছাড়াও বক্রেশ্বর দ্বিতীয়, সাগরদিঘী চতুর্থ এবং ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুত কেন্দ্র নবম স্থানে রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এছাড়াও এনটিপিসি, ডিভিসি, আদানি পাওয়ার, রিলায়েন্স পাওয়ার, টাটা পাওয়ারের মত সংস্থাগুলিকে ছাড়িয়ে কর্মক্ষমতার বিচারে রাজ্য পাওয়ার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সংস্থার মর্যাদা পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সব আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার, অন্যান্য কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৪ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ বিল ২০২৫ প্রত্যাহারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশে কলকাতার পাশাপাশি জেলায় জেলায় কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ও পদযাত্রা করা হয়।শুক্রবার বিকেলে আমতা বিধানসভার বাইনান মোড়ে আমতা কেন্দ্র কংগ্রেস পরিবার এর উদ্যোগে ওয়াকফ বিল ২০২৫ প্রত্যাহারের দাবিতে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে বহু মানুষ যোগ দেন। জেলা কিষান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবিলম্বে লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হওয়া ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের ১৩১ তম আবির্ভাব তিথি পূজা চৈতন্য মঠে

সৌরভ দত্ত, ৪ এপ্রিল ঃ ১৯১৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে দীক্ষা প্রদান করেন, দীক্ষার নাম হয় কুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ। তখন শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে শ্রীগৌর হরির অভিন্ন ব্রজলীলা স্থলে বিবিক্তা নন্দীর লীলায় একাকী ভজন করিতেন। জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থান, মাঠের আইল ধরিয়া আসিতে হইত, এখানে শ্রীল প্রভুপাদের মুখনিঃসৃত বীর্যবতী ভগবৎ কথা কয়জন বা শুনিবে তিনি জগতে প্রকাশ ও প্রচার করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদনে এক নং উল্টো ডিঙি জংশন রোডে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেবা, ভগবৎ কথা প্রচার এবং বিভিন্ন স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎ শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা জগৎবাসী সর্বদাই কীর্তন করেন। আজ ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের ১৩১ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে কলকাতায় চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মহামন্ত্র, মহাজন পদাবলী কীর্তন ও ধর্মসভা পূজাপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভ ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি কুমুদ পুরী মহারাজ , শ্রীল তুর্যাশ্রমী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পার্থসখা দত্ত জানান, ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মানব জাতিকে ঈশ্বর সেবায় নিমজ্জিত করার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ জানান, চৈতন্যমঠ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ।

রবিবার গ্রিন লাইন-২-এ পরিষেবা উপলব্ধ হবে

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে ০৬.০৪.২০২৫ (রবিবার) তারিখে গ্রিন লাইন-২ (হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড) এর জন্য পূর্বে অবহিত ট্র্যাফিক ব্লক বাতিল করে পরিষেবা পরিচালনা করতে চলেছে। গ্রিন লাইন-২-এ স্বাভাবিক রবিবার পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে। প্রথম পরিষেবা হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের উদ্দেশ্যে দুপুর ২,১৫ মিনিটে। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দানের উদ্দেশ্যে দুপুর ২,১৫ মিনিটে। শেষ পরিষেবা হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের উদ্দেশ্যে রাত ২১,৪৫ মিনিটে।এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া মযদ়ানের উদ্দেশ্যে রাত ২১,৪৫ মিনিটে।গ্রিন লাইন-১ করিডোরে স্বাভাবিকভাবে কোনও পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে না।

চাকরি চলে গেলে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক

সমীর দাস, ৪ এপ্রিল ঃ সরকারি চাকরি বাতিলের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে যখন চরম উত্তেজনা, তখন তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। যদিও পোস্টে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, চাকরি হারানো ২৬ হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে এই বার্তা নয় । ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা টেনে 'চাকরি চলে গেলে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়' সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । এখানেই প্রশ্ন, একজন বিধায়ক কি পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে এমন মন্তব্য করতে পারেন? বিধায়ক নিজেই তাঁর পোস্টে লিখেছেন, দয়া করে কেউ ভাববেন না, ২৬ হাজার চাকরি হারানো মানুষের জন্য এই পোস্ট দিচ্ছি। এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এরপর তিনি ফিরে যান নিজের জীবনের পুরনো দিনগুলিতে। যাদবপুরে রিকশা চালানো থেকে শুরু করে টেলিভিশনের নাইট গার্ডের চাকরি পাওয়া এবং মাত্র ৮ মাসে সেই চাকরি হারানোর কাহিনি শোনাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, চাকরি আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। তখন কী করব, সেই প্রস্তুতি আগে থেকে নিয়ে রাখতাম বলেই কোনও দিন পস্তাইনি। তৃণমূল বিধায়ক আরও লিখেছেন, চাকরি পেয়েও রিকশা বিক্রি করিনি। অনেকেই বলেছিল বিক্রি করে দিতে, পরে কেউ কিলো দরেও কিনবে না। আমি শুনিনি। কারণ জানতাম, চাকরি আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। তিনি বলেন, সিপিএমের আন্দোলনের ধাক্কায় মাত্র ৮ মাসে ভারত টেলিভিশন বাংলা ছেড়ে হায়দরাবাদ চলে গেল।

আজ দলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে ৭৪৮টি জীবনদায়ী ওষুধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় নরেন্দ্র মোদির সরকারের বিরুদ্ধে টালিগঞ্জ বিধানসভার ১১১ ওয়ার্ডের ব্রহ্মপুর প্লেস থেকে আতাবাগান পর্যন্ত এক দীর্ঘ প্রতিবাদ মিছিলে মাননীয় মন্ত্রী তথা দলের সাধারন সম্পাদক শ্রী অরূপ বিশ্বাস ও পৌরপ্রিতিনিধি শ্রী সন্দীপ দাস। ছবি সুবল সাহা।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরক্ষপুর, ০৪ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৬৫২৯০৬৫৩০ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু-গোরখপুর-স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১২, ১৯ এবং ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে প্রতি সোমবার স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু থেকে এবং ১৬, ২৩ এবং ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে প্রতি শুক্রবার গোরক্ষপুর থেকে নিম্নলিখিতভাবে ৩টি ভ্রমণের জন্য পরিচালনা করবে।০৬৫২৯ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাস, বেঙ্গালুরু-গোরখপুর সামার উইকলি স্পেশাল ট্রেন স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাস, বেঙ্গালুরু থেকে ১২, ১৯ এবং ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে ১৯.০০ টায় ছেড়ে যাবে, ২০২০ ২০২০ এ তুমকুরে পৌঁছাবে। ঘন্টায়, কাদুরু ২২.৫৫ টায়, দাভানাগেরে পরের দিন ০০.২৫ টায়, হাভেরি ০১.৪০ টায়, হুব্বালি জং। ০৪.০৫ ঘন্টা থেকে, ঘড়ওয়াদ থেকে ০৪.৩০ ঘন্টায়, বেলগাঁও থেকে ০৬.৪৫ ঘন্টায়, ঘাটপ্রভা থেকে ০৭.৩৭ ঘন্টায়, মিরাজ থেকে ১০.০০ ঘন্টায়, সাতারা থেকে ১৩.৩৫ ঘন্টায়, পুনে থেকে ১৭.১০ ঘন্টায়, দৌন্ড কর্ড লাইন থেকে ১৮.২৫ ঘন্টায়, তৃতীয় দিনে মনমাদ জংশন থেকে। ০১.১৫ ঘন্টা থেকে, ভুসাবল থেকে ০৩.৪০ ঘন্টায়, খান্ডোয়া থেকে ০৬.০৫ ঘন্টায়, রানী কমলাপতি থেকে ১০.০০ ঘন্টায়, বিনা থেকে ১২.৩০ ঘন্টায়, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই (ঝাঁসি) থেকে ১৪.৫০ ঘন্টায়, ওরাই থেকে ১৬.১২ ঘন্টায়।

স্কুলে চাকরি যাবার পর আত্মহত্যার চেষ্টা এক স্কুল শিক্ষিকার ক্যানিং এ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৪ এপ্রিল ঃ এবার আত্মহত্যার চেষ্টা এক স্কুল শিক্ষিকার। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি যেতেই পাওনাদাররা রীতিমতো জুলুম শুরু করেছিল বাড়িতে। চাপ সহ্য করতে না পেরে চরম সিদ্ধান্ত ক্যানিংয়ের এক শিক্ষিকার। সুইসাইড নোটের ছত্রেছত্রে সমস্যার কথা লিখেছেন তিনি। ক্ষমা চেয়েছেন বাবা-মা ও প্রেমিকের কাছে। তবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ওই শিক্ষিকা। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষিকার নাম রুম্পা সিং। মেদিনীপুরের বাসিন্দা তিনি। চাকরি করতেন ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনি হাইস্কুলে। ইতিহাসের শিক্ষিকা ছিলেন তিনি। ২০১৬ সালের প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রুম্পা। প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে একাই ক্যানিংয়ের নবপল্লি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিতেই ভেঙে পড়েন তিনি। পরবর্তীতে বাড়ির মালিক বুঝতে পারেন, কিছু সমস্যা হয়েছে। এরপরই ঘর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার হন রুম্পা। তড়িঘড়ি তাঁকে

উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। ঘর থেকে মিলেছে একটি সুইসাইড নোট। সেখানেই নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন রুম্পা। রুম্পাদেবী লিখেছেন, প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নিজের মতো করে নিজেকে গুছিয়ে নিতে চেয়ে ছিলেন। শূন্য থেকে শুরু করে ছিলেন। জীবনে নতুন মানুষ এসেছিলেন। মা-বাবা, প্রেমিককে নিয়ে সময় কাটলে ও মাথায় দেনা ছিল অনেক। চাকরি যাওয়ার খবর পাওয়ার পরই নাকি পাওনাদাররা বাড়িতে হামলা শুরু করেছিলেন। তাঁরা তখনই পাওনা ফেরতের দাবি করেন বলে অভিযোগ। একে চাকরি হারানোর যন্ত্রণা, তার উপর পাওনাদারের চাপ, সবমিলিয়ে প্রবল মানসিক চাপে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। চিঠিতে লিখেছেন কয়েক জনের নাম ও ফোন নম্বর।

শিক্ষানুরাগীদের উন্নীত করনের আশা পূরণ

চলতি শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠন পাঠন শুরু টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে

সৌরভ দাশ,বসিরহাট, ৪ এপ্রিল ঃ টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠনপাঠনের জন্য নির্মিত নতুন ভবনের

উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বেলুড় মঠের সহ সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। ১৯৩১ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হওয়ার পর, ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হওয়া টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। চলতি শিক্ষাবর্ষেই এই বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে পড়াশুনার সুযোগ পাবে ছাত্ররা। প্রায় প্রতিবছর ই মাধ্যমিকে নজর কানা ফল সহ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় বিদ্যালয়ের ছাত্র দের নাম এই বিদ্যালয়ের গরিমা কে বৃদ্ধি করেছে। প্রতিনিয়ত দুর দুরান্ত থেকে এই বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের জন্য আসে ছাত্ররা। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলায় ঘেরাটপে অভিজ্ঞ মহারাজ ও শিক্ষক দের তত্ত্বাবধানে পঠন পাঠনের জন্য অনেকেই এই বিদ্যালয়কে বেছে নিতে চান। মাধ্যমিকের পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনার জন্য, দীর্ঘদিন ধরেই এই বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করনের আশা পোষন করছিলেন ছাত্রদের অভিভাবক, অভিভাবিকা সহ স্থানীয় মানুষজন ও শিক্ষানুরাগীরা। অবশেষে সেই আশা পূরণ, কয়েকমাস আগে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের অনুমোদন পায় এই বিদ্যালয়। সেই মতো শুক্রবার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার নব নির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ বেলুড়মঠের সহ সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। এবছর থেকে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে র পঠনপাঠন শুরু হচ্ছে এই বিদ্যালয়ে। ইতিমধ্যেই ছাত্র ভর্তির স্ক্রিনিং টেস্টও সম্পন্ন হয়েছে। দিব্যানন্দজী মহারাজ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক পরিশুদ্ধা নন্দজী মহারাজ,প্রধান শিক্ষক পূর্ণমায়ানন্দজী মহারাজ সহ, বিদ্যাদলেয়র শিক্ষক তুষার মন্ডল,ধনঞ্জয় কোনার,স্বপন নন্দী, নুরুজ্জামান, প্রদীপ কর, আজগার আলি মোল্লা সহ ছাত্র, অভিভাবক সহ অন্যান্যরা।

অবশেষে গ্রেফতার পাথরপ্রতিমার বাজি বিস্ফোরনের আরেক মালিক তুষার বণিক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৪ এপ্রিল ঃ অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লো পাথরপ্রতিমার বাজি বিস্ফোরণ ঘটনার মূল অভিযুক্ত আরেক মালিক। ৪ দিন গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না। পাথরপ্রতিমা বিস্ফোরণে এবার গ্রেপ্তার কারখানার আরেক মালিক তুষার বণিক।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। বাসন্তী পুজো উপলক্ষে গত সোমবার রাতে পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাট থানা এলাকার বাসিন্দা চন্দ্রকান্ত বণিকের বাড়িতে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি হচ্ছিল বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। রাত ন'টা নাগাদ আচমকাই বাজির স্তূপে আগুন ধরে যায়। তা থেকেই বিপত্তি। জানা যায়, বাড়িতে একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। আগুনের তাপে সেগুলি ফাটতে শুরু করে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে

গোটা এলাকা। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা বাড়ি। বাজি তৈরির সময় বাড়ির শিশুরা ঘুমোচ্ছিল। মহিলারা ও তাদের সঙ্গেই ছিল। আচমকা বিস্ফোরণ ঘটায় বাড়িতে থেকে কেউ বেরতে পারেননি। জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হন পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই। রাতেই শিশু-সহ ৭ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে পুলিশ। একজনকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। ভোর রাতে মৃত্যু হয় আরও একজনের। ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন কারখানার দুই মালিক চন্দ্রকান্ত বণিক ও তুষার বণিক। মঙ্গলবার সকালে চন্দ্রকান্ত কে আটক করে পুলিশ। দিনভর জেরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে বেপাত্তা ছিলেন তাঁর ভাই তুষার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে ধৃতকে তোলা হয় আদালতে।নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

পাম্বান সেতুর মধ্য দিয়ে দেশের গৌরব উজ্জ্বল হয়

৪ এপ্রিল ঃ পাম্বান সেতুর মধ্য দিয়ে ভারতের গৌরব ফুটে ওঠে যখন একটি জাতি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শক্তিশালী নেতৃত্বের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তখন নতুন মাইলফলক অর্জন করা হয়। এই ধরনের বিশাল সাফল্য দেশকে গর্বে ভরিয়ে দেয়, প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সম্মানের গভীর অনুভূতি জাগায় এবং জাতির অগ্রগতির জন্য তাদের সেরাটা দেওয়ার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করে। ভারতও শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন শক্তিশালী এবং দূরদর্শী নেতার আশীর্বাদ পেয়েছে। তার দূরদর্শী নেতৃত্বে, গত ১০ বছরে জাতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, দেশের জীবনরেখা ভারতীয় রেলওয়ে উৎকর্ষতার জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এবং নমো ভারত এই ত্রয়ী দেশের রেলপথকে রূপান্তরিত করেছে, দক্ষতা এবং সংযোগের একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। কাশ্মীরের সাথে সরাসরি ট্রেন সংযোগ সক্ষম করার জন্য চেনাব এবং অঞ্জি সেতু নির্মাণ ভারতের মর্যাদাকে শক্তিশালী করেছে। একইভাবে, রামেশ্বরমকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করে নবনির্মিত পাম্বান সেতু ভারতীয় অবকাঠামোকে একটি নতুন পরিচয় দিয়েছে। অবকাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বড় বড় প্রকল্পগুলির সফল সমাপ্তি প্রমাণ করেছে যে জাতির উন্নয়নের পথ সঠিক দিকে এগিয়ে চলেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে মনে করা হয়। এই ধরনের প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করতে সাধারণত কয়েক দশক সময় লাগে, যার ফলে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, 'তিনি যে প্রকল্পগুলির ভিত্তি স্থাপন করেন সেগুলি উদ্বোধন করেন', দেশের আমলাতন্ত্র এবং প্রযুক্তিবিদদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৯ সালে পাম্বান সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এবং মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে, রামেশ্বরম এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডকে সংযুক্তকারী সমুদ্রের উপর নতুন সেতুটি প্রস্তুত। এখন, মোদী নিজেই এই সেতুটি উদ্বোধন করতে প্রস্তুত, যা সারা দেশে উত্তেজনার ঢেউ তুলেছে।২.০৮ কিলোমিটার বিস্তৃত, সেতুটিতে বেশ কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এতে ১৮.৩ মিটারের ৯৯টি স্প্যান এবং ৭২.৫ মিটার উল্লম্ব লিফট স্প্যান রয়েছে। এটি পুরানো সেতুর চেয়ে তিন মিটার উঁচু, যা বৃহত্তর জাহাজগুলিকে সহজেই যাতায়াত করতে সহায়তা করে। এই কাঠামোটিতে ৩৩৩টি পাইল রয়েছে, যা স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে। দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য তৈরি, সেতুটিতে জারা-বিরোধী প্রযুক্তি, পলিসিলোক্সেন পেইন্ট, উচ্চমানের স্টেইনলেস স্টিল এবং ফাইবার-রিইনফোর্সড প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে, যা এটিকে অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক করে তুলেছে। পাম্বান সেতু নির্মাণ নকশা এবং সার্টিফিকেশন প্রযুক্তিতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্ব এখন স্বীকার করে যে আইআইটি চেন্নাই এবং আইআইটি বোম্বের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সমুদ্র সেতু ডিজাইনের চ্যালেঞ্জিং কাজটি নির্ভুলতা এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।রামেশ্বরম দ্বীপ ভারতের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পবিত্র রামেশ্বরম লিঙ্গম প্রতিষ্ঠা রামায়ণ যুগে শুরু হয়েছিল যখন ভগবান রাম মাতা সীতার সন্ধানে লঙ্কা যাত্রা শুরু করার আগে এটি স্থাপন করেছিলেন। শিবলিঙ্গ এবং রামেশ্বরম মন্দির লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের গভীর বিশ্বাসের প্রতীক। প্রতি বছর, লক্ষ লক্ষ ভক্ত তীর্থযাত্রার জন্য রামেশ্বরমে আসেন। নতুন পাম্বান সেতু নির্মাণের সাথে সাথে, সারা দেশ থেকে রামেশ্বরমের সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে, যা তীর্থযাত্রীদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে। এটি রামেশ্বরমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও উৎসাহিত করবে, স্থানীয়দের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। মূলত, নতুন পাম্বান সেতু, যা একই সাথে ভারতের অগ্রগতি, উদ্ভাবন এবং ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, জাতির প্রকৌশল উৎকর্ষতা এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২৪ সংখ্যা, শনিবার, ২২ চৈত্র , ১৪৩১

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব

সম্পাদকীয়

জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আজকে গোটা বিশ্ব একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তাকে রোখ করতে হবে। তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেপ্রাধান্য দিতে না পারলে কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী বৃদ্ধি লাভ করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ তখন একটি পুতুলে পরিণত হতে থাকবে। আজকে নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য কারিগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে শক্তিকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সারা বিশ্ব একদিকে যেমন উত্তপ্ত আবার অন্য দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু মানুষ ক্ষুধার .তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসেপ্রথম শরনার্থী দেখতে পাওয়া গেল। বহু লোকেরা আজকে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে হবে। তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। জি-২০ সম্মেলন ব্যর্থ হবে যদি এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা না যায়। তাহলে এত টাকা ব্যয় করে সম্মেলন থেকে কোনও বার্তা কি উঠে আসবে না বিশ্ববাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? মানব শক্তিকে ধ্বংস করার যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাকে এখনই দমন করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাজ হচ্ছে সব রাষ্ট্রকে পথ দেখানো। কিন্তু তারাই এখন শক্তি পরীক্ষা দিতে শুরু করেছে। রাজার অর্থনীতি ত্যাগ করে অস্ত্র নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম াচহিদা সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি, তেল এবং খদ্যের সঙ্কট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে জি-২০ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পথ রচনা করতে হবে। এই বার্তা উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমেরিকার বিদেশ সচিব স্টেট সেক্রেটারি. উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে কী বার্তা উঠে আসে তার দিকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বেশি করেপ্রাধান্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে বেশি করেপ্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে মর্যাদা দিতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে বিশ্বাসকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিশ্বাস এবং কূটনীতিক বিশ্বাসের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। তবেই বিশ্বের বর্তমান যে ভযাবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এদিকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করার ফলে বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে হাতিয়ার করে এখন অস্ত্রের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি । এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তৈরি করতে হবে। উস্কানি অস্ত্র বিরোধী আইনপ্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে এগিয়ে আসার খুবইপ্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জকে এড়িয়ে যেভাবে শক্তিশালী দেশগুলি ইউক্রেনকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভারত কাউকে সরাসরি বলতে পারছে না যুদ্ধ থামান। কারণ এই সব শক্তিশালী দেশগুলি ভারতের কথায় কান দেবে না। তারা নেটোর নেতাদের কথায় কান দেবে। যারা যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ করে তাদের কথায় কান দেবে। পৃথিবীতে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে সব অস্ত্র কারখানাগুলি তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। অস্ত্র উৎপাদন তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে বহু রাষ্ট্রকে ভিক্ষার থালা নিয়ে গুরে বেড়াতে হবে দ্বারে দ্বারে। শক্তি দিয়ে বিশ্ব জয় করারপ্রবণতা একন এই সব শক্তিশালী দেশগুলির মনের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটি শক্তিশালী দেশ যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টাা করছে। সেই সব শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। এদেরকে থামানো সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র নেতারা অস্ত্র সরবরাহ করার আশ্বাস দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে যুদ্ধ থমবে না।

বরং আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যুদ্ধকে পাশে রেখে শান্তির কথা বলা যায় না। আর্থিক উন্নয়নের কথা বলা যায় না। সমস্যার সমাধানের সূত্র বের করা যায় না। কবে যুদ্ধ থামবে তার কোনও উত্তর কেউ দিতে পারছে না। সবাই মুখ বন্ধ করে রয়েছে। একমাত্র ভারত বলতে পেরেছে, এটা যুদ্ধের সময় নয়। বাংলাদেশেরপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহু দেশ আজকে সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। বহু দেশের বাসিঃদারা আজকে অনাহারে থাকছে। মানবাধিকার .লঙ্ঘিত হতে শুরু করেছে। তার সমাধান করার কোনও পথ তৈরি করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃত্রিম চাহিদার .সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করেপ্রতি পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। তারপ্রভাব পড়তে শুরু করেছে মানুষের দৈনঃদিন জীবনে। বিশ্বের কোনও মানুষ আজকে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারছে না। তারা সবাই আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। খাদ্যে আক্রান্ত হচ্ছে। বসবাসস্থান না পাওয়ার ফলে মানসিক আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। সুস্থ নাগরিক জীবন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে সবাই সচেষ্ট হলেও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি শুধু মাত্র রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে একের পর এক সমস্যার সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করছে। তার সমাধান করা ইচ্ছাপ্রকাশ করছে না। তার ফলে আজকে গোটা বিশ্ব নানা রকম সমস্যার জর্জরিত। এর হাত থেকে মুক্তি পেতেই জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন। সেই লক্ষ্য রেখে ভারত এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে সব কিছুর .সমাধান করার পথ তৈরি করা দিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। জি-২০ সম্মেলনে ভারত পথ দেখানোর ব্যাপারে আগ্রহপ্রকাশ করেছে। ভারতই আগামি দিনে নয়া বিশ্ব রচনা করার পথ তৈরি করতে থাকবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

লোভী মানুষের মন অনেকটা নর্দমায় বেড়ে ওঠা কীটের মত, তাকে যতই ভাল যায়গায় রাখো না কেন, সে তো ফিরে নর্দমাতে যাবেই। যদি তুমি মনের মধ্যে অহংকার কালো মেঘ পুষে রাখো, স্বয়ং ঈশ্বরও আলোর পথ দেখাতে পারবে না। যতক্ষন তোমার সঙ্গে বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা, আর এই ভাবনাই হল তোমার দু ঃখ কষ্ট মোহ মাযার কারণ। তোমার জীবনের লক্ষ্য শুধুই অর্থ উপার্জন নয়, তোমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরমেশ্বর সেবা ও মনের শান্তি লাভ। জীবনে শান্তি পেতে মনের মযলা গুলো ধুযে ফেলতে হবে যে বাবা, মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ।মন কে শান্ত করতে হলে, তোমার কাছে যা আছে তার জন্য ঈশ্বর কে মন থেকে ধন্যবাদ জানাও, তাঁর সাথে প্রেমের বন্ধন তৈরি করো, দেখবে মনের অশান্তি কোথায় হারিয়ে গেছে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

এখনকার স্রোতারা আরও অনেক গুনী শিল্পীর বহু স্বরনীয় গানগুলো শোনার সুযোগ পেল না

সম্বুদ্ধ দত্ত

এখনকার স্রোতারা আরও অনেক গুনী শিল্পীর বহু স্বরনীয় গান শোনার সুযোগ পেল না। বাংলা গানের অতীত নিয়ে আলোচনা করলে এইসব শিল্পীদের বাদ রেখে কখনো সম্ভব নয়। এই শিল্পরা সকলেই নিজের নিজের মতন করে বাংলা সংগীতের রত্ন মালাকে সাজিয়ে গেছেন। এনাদের সৃষ্টি বাংলা সংগীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। (যেসব শিল্পরা আজও সমান ভাবে তাদের সংগীত ও গানের মধ্যেদিয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়ে গেছেন তদের কথা নতুন করে বলার প্রায়োজন রাখে না। স্মৃতির দীনতায় সেকালের যে সব শিল্পীদের সৃষ্টি ও নাম অনুল্লেখিত রয়ে গেল তাদের আছে ক্ষমা প্রার্থী)। সংগীত প্রিয় বাঙালি কাছে বাংলা গান হল জীবনের অঙ্গ, বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বনও বলতে পারি। বাংলা সংগীতের মাধুর্যের এমন ব্যপ্তি যা শুধু বাংলাকেই নয় সারা ভারতবর্ষকে মহিত করেছে। বাংলার সংগীতের নানা ধারা যেমন বিষ্ণু পুরের টপ্পা, মানভূমের পঞ্চকোট রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেহাতি ঘরানা, টুসু, ভাদু বাউল থেকে শুরু করে উত্তর বঙ্গের ভাওয়াই এবং পূর্ববাংলার নরম মাটির গন্ধ মাখা নদীর উজান ভাটার ভাটিয়ালির বিভিন্ন ধারা সমৃদ্ধ করেছে বাংলার সংগীতের স্বর্ন ভান্ডারকে। ঠিক একই ভাবে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিক থেকে শুরু করে পরবর্তী কালে গীতিকাররা যেমন তাদের লেখনী উজার করে দিয়েছেন, তেমনি সুরকাররাও তাঁদের অন্তরের নির্জাস থেকে সুরারোপ করে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক অমর গান। শেষ পর্যন্ত সেই সব গান গুলো চুরান্ত রূপে প্রান পেয়েছে এক একজন গুনী শিল্পীদের অপরূপ গায়ন মুন্সীয়ানার মধ্যে দিয়ে। এমন অনেক গান রয়েছে যেগুলির গায়ক, গায়িকা, এবং গীতিকার ও সুরকারা আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টি গান আজও অমর হয়ে আছে । এমন অনেক শিল্পী রয়েছে যারা সামান্য একয়েকটি গান গেয়েছেন তবুও তাদের গাওয়া গান গুলো এতোটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যা আজও মানুষের মনে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। কিন্তু গায়ক গায়িকা হারিয়ে গেছে স্মৃতির অতলে। কেউ তাঁদের কথা মনে রাখেনি।

এমন গান এবং শিল্পীদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে অতল জলের আহ্বানে ছবির সেই বিখ্যাত গানটির কথা। ভুল সবই ভুল এ জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সব ভুল। অসামন্য দক্ষতায় ছবির দৃশ্যের উপযোগী গানটা গেয়ে ছিলেন শিল্পী সুজাতা চক্রবর্ত্তী। সে যুগে অনেক শিল্পী জলসায় এই গানটা গাইতেন। এমনই ছিল গানটির জনপ্রিয়তা । দুর্ভাগ্যের বিষয় এই গানটার পর আর সেভাবে কোনদিন শিল্পী সুজাতা চক্রবর্ত্তীকে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ও তন্দ্রা বর্মন অভিনীত ছবিটা সেই সময় ভীষণ সাফল্য পেয়েছিল।

টগবগ টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে , ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলমিল নেশা ধরিয়ে শৈশবে এই গানটা শোনেনি এমন কোন বাঙালি নেই। এই গানের মধ্যে দিয়ে .আমাদের শৈশবের মনের ঘোড়াটা ছুটে বেড়াত। কিন্তু এই গানটার গায়কের নাম আমরা কি আজ কেউ বলতে পারব? গায়কের নাম অমল মুখোপাধ্যায়। শিল্পী অমল মুখোপাধ্যায় কে আজ আর কেউ মনে রাখে নি।

আমরা স্বপ্ন দেখা দুটি নয়ন হারিয়ে গেছে কোথায় কখন, কেউ তা জানেনা। দূরে থেকো না আরও কাছে এস কিম্বা, তোরা হাত ধরে প্রতিজ্ঞা কর চিরদিন তোলা বন্ধু হয়ে থাকবি, বন্ধু কথার মর্যাদাটা রাখবি। এই বিখ্যাত গান গুলোর গায়িকা সুমন কল্যানপুর। যিনি এক সময় হিন্দি গানের জগতে সংগীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রতিবন্ধী ছিলেন। আজ কেউ জানেইনা এই বিখ্যাত গান গুলোর গায়িকার নাম। সুমন কল্যানপুরের নাম আজ বিস্মৃত হলেও গান গুলো কোন দিনই বিস্মৃত হবে না।

দক্ষিন ভারতের বিখ্যাত গায়িকা বানী জয়রামের কথা মনে আছে। শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ছিল । অতি অল্প সময়যে. তিনি বাঙালির করছেন মানুষ হয়ে উঠেছিল। সেই গান কেন আমি পারি না শুনাতে। আমার রাধা হওয়া হলনা। সীতাহার যে দিয়েছে, দিয়েছে রতনচুড় এই গান গুলি এক সময় .বাংলা স্রোতাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের তোমায় আমার প্রথম দেখা প্রথম গানের কলিতে এ গান কোন প্রেমিক প্রমিকা পক্ষে ভোলা সম্ভব। সে যুগে বাংলা ছবির নায়করা এক একজন অসাধারণ গায়ক ছিলেন । মৃনাল মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং মহানায়ক উত্তম কুমার আমাদের এমন সব গান উপহার দিয়ে গেছেন যা শুনলে আজও আমদের অবাক হতে হয়। অথচ তারা কিন্তু (উত্তম কুমার ছাড়া) কেউই সেই অর্থে প্রথাগত গানের তালিম নেন নি । তবুও তাদের গাওয়া গান আজও বার বার শুনেও প্রায় কেউই বলতে পারি না গান গুলির প্রকৃত গায়ক কে ?বন্ধু তোমার আসার আশাতে , বসে আছি সাঁঝরাতে , তবু তোমার দেখা হল না, হল না-হল না হল না। বা তপন সিনহার কথা ও সুরে রাত কেন তন্দ্রা হারা গায়ক মৃনাল মুখার্জি যে এই গান গুলোর গায়ক তা আজ কে বলতে পারে। বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া, তোমার চোখের কাজলে আমার ভালোবাসর কথা লেখা থাকবে , আমায় ভালোবাসবে আর মনে রাখবে । এছাড়াও ও পাহাড় ও পাহাড় চলনা হারাই তোমার সাথে ,ও নদী ও নদী চলনা তোমার সাথে এই গানগুলো আজও বাঙালি কানে বার বার বেজে মধুর আবেশে মন ভরে ওঠে ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রানু বাঙালি শ্রোতা ভুলে গেলেও তাঁর গাওয়া লাল ঝুটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না বা একেবারে অন্য মেজাজে গাওয়া, হুহিপল হুসিপল তুমি যে আমার গান গুলো কিন্তু বাংলা সংগীতে এক অন্য ধারা বয়ে এনে ছিল। তখন কার দিনে ছড়ার গান মানেই আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জপমালা ঘোষ। এই দুই শিল্পী মিলে কি অসাধারণ ভঙ্গীমায .ছড়ার গান পরিবেশন করতেন । আলপনা বঙেদ্যাপাধ্যায়ের ও আমরা ছোট্ট পাখি চন্দনা। হাট্টীমাটিম টিম , তারা মাঠে পারে ডিম। আমাদের শৈশবে এই গান গুলো ছিল মনের স্বপ্নের উড়ান।

শম্ভু মুখোপাধ্যায় নামটি আজ আর কেউ ভুলেও মনে করতে পারবে না। অথচ বাংলা সংগীত দুনিয়ায় একসময় এই মানুষটি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন। ভরাট গলা এবং অসাধারণ গাইকি নিয়ে বাংলা গানে যথেষ্ট আশাওৎ জাগিয়ে ছিলেন। কিন্তু অল্প কিছু গান গেয়ে তিনি কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন । তার গাওয়া কখনো কখনো ভাবি ছোট্ট এ ঘর পেরিয়ে দূরে কোথাও চলে যাই গানটা ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছায়া তাঁর গানে ভীষন ভাবে অনুভুত হত। পরবর্তী কালে শম্ভু মুখোপাধ্যায় আধ্যাতিক গানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

ইলা বসু আর এক অন্তরালে চলে যাওয়া নাম। অথচ এক সময় তার বেশ কিছু গান শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। ইলা বসুর গান শুনলে আশা করি বাঙালি আবার তাদের যৌবনে ফিরে যাবে। ইলা বসুর বিখ্যাত গান গুলোর মধ্যে গান ফুরালো জলসা ঘরে অমন করে আর ডেকনা। কত রাজপথ জনপথ ঘুরেছি , মরুভূমি সাগরের সীমানায় সেযুগে অনুরোধের আসরে স্রতারা বার বার শুনতে চাইত।

দুর্গাপূজা আসলেই নির্দিষ্ট কিছু গান আমরা শুনতে পাই। তার মধ্যে এক এক্কে এক দুই এক্কে দুই ,নামতা পড়ে ছেলেরা সব পাঠশালার ঐ ঘরে , নন্দী বাড়ির আটচালাতে কুমোর ঠাকুর গড়ে, মন বসে কি আর , আহাহা চন্ডীতলায় বদ্যি বাজে , কুরুর কুরুর তাক। বলতে পারিস মা পুজোর ছুটির পরে কেন পরীক্ষাটা আসে এখনকার প্রজন্ম এই গান দুটো নিয়ম করে প্রতিবারই পুজোর সময়য .শুনে থাকে । কিম্বা এক ছাত্রের দেবী সরস্বতীর কাছে প্রশ্ন করে গান- সরস্বতী বিদ্যেবতী তোমায .দিলাম খেলা চিঠি, । তবুও কেউ এই গান গুলোর গাযক্ সনৎ সিংহর নাম শুধু মাত্র জানেনা বললে ভুল হবে না সম্ভবত শোনেইনি । অথচ সনৎ সিংহ সংগীতের বিভিন্ন ধারায় অসম্ভব একজন পারদর্শী শিল্পী ছিলেন। বাংলা গানের আর এক প্রতিভাময়ী শিল্পীর নাম ললিতা ধরচৌধুরী। অসাধারণ প্রতিভাধর এই শিল্পী একের পর এক অনবদ্য বাংলা গান উপহার দিয়েছেন। যেমনি মধুর তাঁর কন্ঠ, তেমনি ছিল তাঁর কেতাবি ঢঙ এর গায়কি। সন্ধ্য মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলার অদ্ভুত মিল থাকলেও ললিতা ধর চৌধুরীর গানে একটা আলাদা মাদকতা ছিল। আমার সাদা রংটা নাও,তোমার কালো রংটা দাও। অথবা ঐ লাল গোলাপটা দাওনা আমায. দাওনা তোমার ভালোবাসার একটুখানি বৃষ্টি আমার কাছে অনেক। ছোট্ট চিঠি লাগে তবু মিষ্টি এই মাদকতা জড়ানো গান গুলো বাংলার শ্রোতাদের মনে এক সময় নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। এদিন আমার চিরদিন জানি থাকবে না। তোমার ও চোখে কি দেখে যেন ভরেছে মন, কি ছন্দে যে ভোলালে সারাক্ষন। তুমি যে আমার নও কখনও যে ভাবতে ও পারি না, আজ মন থেকে ছুটী নিয়ে যাচ্ছি যেখানে এর মতো অসাধারন সব শ্রুতিমধুর গান গুলির গায়ক সুপ্রকাশ চাকী। এখনকার শ্রতা থেকে অনেক গায়ক , গায়িকারা সুপ্রকাশ চাকীর মতো গুনী এবং দক্ষ গীতিকার ,সুরকার এবং গায়ককে সে ভাবে জানতেই পারলনা।

মীনা মুখোপাধ্যায়ের নাম বাঙালির আজ আর নিশ্চয়ই মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর গাওয়া মাদার ছবির আমার তুমি আছো, আছো আমার মনেতে এই গানটা কি আমাদের মন থেকে কোন দিন মুছতে পারে? এছাড়াও শিল্পীর রাজ নন্দিনী ছবির এসেছি তোমার রাধা মঞ্জুল মধুবনে গানটিও যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল ।

মহালযার বাজল তোমার আলোর বেনু গানটাই যেন সুপ্রীতি ঘোষের পরিচয় হয়ে রইল । এর বাইরেও তাঁর গাওয়া বিখ্যাত গান গুলোর মধ্যে রয়েছে, এই ফুলের দেশে কোন ভ্রমর এসে এবং পদ্মকলি সকাল খোঁজে রাতের আকাশ খোঁজে তারা অসামান্য সব গান। শিপ্রা বসুর মতো উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী বাংলা সংগীত জগতে খুব একটা আসেনি। অমন সুরেলা দরাজ কন্ঠস্বর , কঠিন গান গুলো সহজ ভাবে কি অসাধারন ভাবেইনা তিনি উপস্থপন করতেন। রাগাশ্রয়ী গান কে তিনি এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে আমার কবার মরন হবে বল ঘুম আসেনা দুচোখে আমার। আমারও বাদল দিন আমাকে যে একা রেখে যায়। মনের দুয়ার খুলে কে , কে গো এলে তুমি বলোনা থেকে আরও কত গান তিনি যে দক্ষতায় এবং কথার আবেদনকে উপস্থাপনা করে গেছেন যা বাংলা সংগীতের স্বর্ণ ভান্ডার হিসেবে রয়ে গেছে। শিপ্রা বসুর মতো উচ্চ মার্গ এর শিল্পীকে আজ আর ক'জন মনে রেখেছে । তাঁর গাওয়া যমুনা কি বলতে পারে । কেন অন্তহীন বিরহেরও সুর গজল অঙ্গের এই গান গুলো বাংলা গানের একটা নতুন রূপের দিক খুলে দিয়েছিল ।

অংশুমান রায় , যার গান এক সময়য় গোটা বাঙালির মুখে মুখে ফিরত। তাঁর গান ছিল গ্রাম থেকে শহরে, হাট থেকে বাজারে মজার আড্ডার উপাদান। সাধারণ মানুষের মনের কথার চকটদারি উপস্থাপনা।

স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া আর এক শিল্পী , গায়িত্রী বসু। শ্রদ্ধেয় পন্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের লেখা ও সুরে ময়ূরী নাচ ময়ূরী নাচ প্রান ভরে । ছাড়াও তুমি আসবে বলে সারা বেলা দুয়ার খুলে রাখি ভোর বেলায় ঘুম কে আমায় ভাঙিয়ে গেল । এমন সব কালজয়ী গান তিনি গেয়ে গেছেন। এছাড়াও গৌরী কেদার ভট্টাচার্য- সেই মধু রাতে আধখানা চাঁদ । গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়- খেয়ালি মন কবে কখন। সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়- দুরে থাক তবে সুখে থাক। মলয় মুখোপাধ্যায়-কিছু নেই তবু দিতে চাই। সুবীর সেনের এত সুর আর এত গান এক সময় বাংলা গানের জগতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অনেক গান গাইলেও তাঁর পরিচিতি কেন জানিনা ঐ একটা মধ্যেই আটকে রইল। অথচ সুবীর সেন মুম্বাইতে লতা মঙ্গেশকর থেকে শুরু করে আরও অনেক শিল্পীর সঙ্গে বেশ কিছু ছবিতে গান গাওয়ার পরেও সেই ভাবে স্থায়ী জায়গা বানাতে পারলেন না।

মৃনাল চক্রবর্তীর কন্ঠে কেন জানিনা যে শুধু তোমার কথাই মনে পড়ে। কথা দাও ভুলবে না গো সেযুগে এই গান গুলো ছিল সদ্য যৌবন যৌবনা বাঙালির অন্তরের কথা। শিল্পী তাঁর মায়া ভরা কন্ঠে যেভাবে গান পরিবেশন করতেন তা আজকের শিল্পীদের আছে অনুকরনীয় হয়ে আছে।

বনবাসর ছবির ভালোবাসা চোখেরও বালি অধীর বাগচীর এই গানটা শুনলে যেকোন মানুষের অন্তরকে নাড়িয়ে দেয়। অন্তরালে চলে যাওয়া আর শিল্পীর নাম অনাথ বন্ধু দাস। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং অখিলবন্ধু ঘোষে কথা না বললে বাংলা সংগীতের একটা আধ্যায .অপূর্ন রযে .যাবে । জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও অখখিলবন্ধু ঘোষের গান যেন বৃষ্টি শেষে এক দমকা হিমেল বাতাস। সংগীত রসিক বাঙালি এই দুজনের গানে এক নতুন চলন ও ছন্দের মিশেল খুজে পেল। গানের সুরের সঙ্গে কথার এমন মর্মস্পর্শী উচ্চারন বাঙালি আগে কখনও শোনেনি। তোমার ভুবনে ফুলের মেলা আমি কাঁদি সাহারায়। কেন তুমি বদলে গেছ বলোনা। ঐ যে আকাশের গায় দুরের বলাকা উড়ে যায়। অখখিলবন্ধু ঘোষের নাম হয়ত এখনকার প্রজন্ম না শুনতে পারে কিন্তু তাঁর গাওয়া এই গান গুলো শোনেনি এমন সম্ভবত কেউ নেই।

শিল্পী জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নিজের লেখা, সুরে ও গাওয়া এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার গানটা কত বার যে সংবাদের শিরনাম হিসাবে ব্যবহার হয়েছে তার হিসাব নেই। আমার স্বপন কিনতে পারে এমন আমীর কই , আমার জল ছবিতে রঙ মেলাবে এমন আবির কই। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে ভালোবাসার দেশটা আমার দেখা হত না। এ গুলো তো শুধু গান নয় তার থেকেও অনেক বেশি জীবনের সুক্ষ সুক্ষ অনুভূতির সমাহার। আজকের অনেক শিল্পী এই সব ভুলে যাওয়া শিল্পীদের কালজয়ী গান গেয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এমনই সব মনিমুক্ত রয়েছে এই গান গুলির মধ্যে। (পুনঃ প্রকাশিত)

আন্তর্জাতিক জনমত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন

মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এবং জি-৭ ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন কর্মকর্তারা ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলে ফিলিস্তিনি অর্থনীতির জীবন রক্ষাকারী ধমনি অচল হয়ে যাবে। ২২ মে গ্যালান্ট পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলের সুরক্ষায় ২০০৫ সালে প্রণয়ন করা ইসরায়েলি ‘ আইন’ প্রত্যাহার করেছেন। তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের প্রণয়ন করা আইনটিতে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলের দখলদারি সরিয়ে নেওয়া এবং পশ্চিম তীরে চারটি ইহুদি বসতি সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এখন সেই আইন বাতিলের ফলে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা সেই সরিয়ে নেওয়া বসতিগুলোকে আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন। ২২ মে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ‘ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা’ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের প্রাপ্য রাজস্ব আটকে দেওয়া, ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোকে বাইরের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, পশ্চিম তীরে ইহুদিদের জন্য আরও কয়েক হাজার হাউজিং ইউনিট নির্মাণের অনুমোদন করা, ‘ একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় এমন প্রতিটি দেশের’ সঙ্গে নতুন বন্দোবস্তে যাওয়া ইত্যাদি। মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এবং জি-৭ ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন কর্মকর্তারা ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলে ফিলিস্তিনি অর্থনীতির জীবন রক্ষাকারী ধমনি অচল হয়ে যাবে। ২২ মে গ্যালান্ট পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলের সুরক্ষায় ২০০৫ সালে প্রণয়ন করা ইসরায়েলি ‘ আইন’ প্রত্যাহার করেছেন। একই দিনে ইসরায়েলের পার্লামেন্টে একটি বিল পাস হয়েছে যা দখলকৃত দক্ষিণ হেবরন পাহাড়কে ইসরায়েলি নাকাব অঞ্চলের সঙ্গে জুড়ে দেবে। এগুলো ইসরায়েলের ঔদ্ধত্যকে সামনে আনে। ইসরায়েল যে নিজেকে আন্তর্জাতিক আইনের উর্ধ্বে বলে ভাবে এবং তারা যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তার সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে মা।ায়ে যাচ্ছে, তা তাদের কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত হয়ে গেছে। একই দিনে, ইসরায়েলের পার্লামেন্টে একটি বিল পাস হয়েছে, যা দখলকৃত দক্ষিণ হেবরন পাহা।কে ইসরায়েলি নাকাব অঞ্চলের সঙ্গে জুড়ে দেবে। এগুলো ইসরায়েলের ঔদ্ধত্যকে সামনে আনে। ইসরায়েল যে নিজেকে আন্তর্জাতিক আইনের উর্ধ্বে বলে ভাবে এবং তারা যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তার সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে মা।ায়ে যাচ্ছে, তা তাদের কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত হয়ে গেছে। বিশ্বে নতুন বাস্তবতা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট ইসরায়েলকে খারিজ করার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই নতুন বাস্তবতা দখলদারি এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ক্রমবর্ধমানভাবে সংহত করছে। ব্যক্তি, রাষ্ট্র কিংবা প্রতিষ্ঠান-যে যখনই ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড বা নীতির সমালোচনা করেছে, ইসরায়েল তখনই তার বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ তুলে তাকে আক্রমণ করেছে। ইসরায়েলের এই চরমপন্থী অবস্থানে সব সময় তার সবচেয়ে বড় মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পাশে ছিল। তাদের ওপরই দেশটি সব সময় নির্ভর করে এসেছে। ইসরায়েলের বাইরে শুধু এই দুই দেশ আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। এই ‘ ব্যবস্থা’ ইসরায়েলের বর্তমান ও পূর্ববর্তী সরকারগুলোর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছে। এগুলো তাদের পরিকল্পনার অংশ। একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানো এবং একটি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে যাতে অসম্ভব করে তোলা যায়, সেই লক্ষ্যেই তারা কাজ করে যাচ্ছে। অনেক ফিলিস্তিনি এখন মনে করছেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা ও দখলদারির থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হবে না। তাঁরা মনে করেন, গাজায় যে নারকীয় তাণ্ডব চালানো হচ্ছে, তাতে বিশ্ববাসী বিক্ষুব্ধ হচ্ছেন এবং সেই ক্ষোভকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করার রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সত্যিকার অর্থে কার্যকর পদক্ষেপের (যেমন ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করা, ইসরায়েলকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে বর্জন করা এবং ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা) দিকে মনোনিবেশ না করে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাঁদের এই ধারণা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। তবে একই সঙ্গে আমি দেখতে পাচ্ছি, ফিলিস্তিনিরা ধাপে ধাপে যা অর্জন করছেন, তা ইসরায়েলি দখলদারির অবসান ও ন্যায়বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি প্রতিপক্ষকে এক ঘুষিতে ফেলে দেওয়ার মতো ব্যাপার নয় বরং বারবার আঘাত করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলার মতো ব্যাপার। বিশ্বে নতুন বাস্তবতা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট ইসরায়েলকে খারিজ করার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই নতুন বাস্তবতা দখলদারি এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আঃেদালনকে ক্রমবর্ধমানভাবে সংহত করছে। আন্তর্জাতিক জনমত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন গণহত্যা বন্ধ করা, দখলদারি অবসান ঘটানো এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। আমাদের আশা, এই ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ঐকমত্য জনমতের একটি বিশ্ব সুনামি ঘটাবে এবং সেই সুনামির তোড়ে ইসরায়েলি দখলদারি ভেসে যাবে। সেই সুনামি ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য ন্যায়বিচার ও মর্যাদা নিয়ে আসবে।

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ জীবনদায়ী ওষুধের লাগাম ছাড়া মূল্য বৃদ্ধি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জামালপুরে ৬ টি অঞ্চল নিয়ে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলটি চৌবেরিয়া তৃণমূল কার্যালয়

থেকে শুরু হয়ে ভেরিলিপুলে শেষ হয়। মিছিলে প্রায় ৫০০০ কর্মী সমর্থক পা মেলান। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব সহ তৃণমূলের সকল শাখা সংগঠনের সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক অলোক মাঝি বলেন, কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন নীতিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মানুষ যাদের জীবনদায়ী ওষুধ অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত তারও দাম এমন ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার যে তাদের জীবন মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে। বাংলার মানুষ এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছে। তাই দলনেত্রীর নির্দেশে তারা এই প্রতিবাদ মিছিল করেছেন। মেহেমুদ খাঁন বলেন, তাদের নেত্রী যখন যা নির্দেশ দেবেন তারা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলবেন। তার নির্দেশেই এই প্রতিবাদ মিছিল করছেন তারা। মিছিল শেষে একটি পথসভাও করা হবে। যে ভাবে জীবনদায়ী ওষুধের দাম কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাড়াচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। না বছরে দু কোটি বেকারের চাকরি হয়েছে না ১৫ লক্ষ করে টাকা মানুষ পেয়েছে। এই ভাওতা বাজী সরকার আর চায় না বাংলার মানুষ।

জল সমস্যা, জেলা হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি বিল্ডিং গুলিতে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ এপ্রিল ঃ কোথাও পানীয় জল সরবরাহের ট্যাপকল ভেঙে গেছে, আবার কোথাও একাধিক ট্যাপকল থাকলেও সেগুলো বিকল হয়ে রয়েছে। এই চিত্র বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি বিল্ডিংয়ের বাইরে থাকা ট্যাপ কলের। তবে শুধু বাইরে নয়, বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন তলাতেও পানীয় জলের ট্যাপ বিকল। কোথাও আবার ভেঙে রয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি পানীয় জলের কোয়ালিটি নিয়েও বিস্তর সমস্যা রয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আশা রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের দাম দিয়ে বেশিরভাগ সময় বাইরে থেকে পানীয় জলের বোতল কিনতে হচ্ছে। যা নিয়ে প্রতিদিনই রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা দুর্ভোগে পড়ছেন বলে অভিযোগ। দ্রুত জলের ট্যাপ মেরামত করার দাবী জানিয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। গ্রীষ্মকালে জলের সব থেকে বেশি প্রয়োজন হয়। সেই জায়গা থেকে এই সমস্যার সমাধান চাইছেন সকলে। যদিও বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানান হাসপাতাল সুপার। তবে শুধুমাত্র বালুরঘাট নয়, গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালেও নেই পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। সমস্যায় রোগীর পরিজনেরা। হাসপাতাল চত্বরে জলের ব্যবস্থা থাকলেও সেই জল কতটা পানের যোগ্য তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তাই বাধ্য হয়ে খরচ করে বাইরে থেকে পরিশ্রুত পানীয় জল কিনে খেতে হচ্ছে রোগী ও তাদের পরিজনদের। এমত অবস্থায় হাসপাতাল চত্বরে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থার দাবি তুলছেন রোগীর পরিজনেরা। ফলে বহু কোটি টাকা খরচ করে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হলেও রোগী ও তাদের পরিবারের লোকেদের দুর্ভোগ কাটেনি!

আদালতের রায়ে চাকরি হারা হয়ে কার্যত দিশেহারা ক্যান্সারে আক্রান্ত সোমনাথ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ এপ্রিল ঃ বিদেশের মাটিতে গিয়ে দেশের জন্য সোনার মেডেল এনেছিলেন তিনি। বিদেশে উড়িয়েছিলেন ভারতের জাতীয় পতাকা। তারপর জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই এসেছে। বর্তমানে ক্যান্সারে আক্রান্ত নদীয়ার সোমনাথ মালো। ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাতেন সরকারি চাকরির টাকায়। সেটাও আর রইল না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে, সেই তালিকাতেই নাম রয়েছে সোমনাথ মালোর। ২০০২ সালে হাই জাম্পে জিতে সোনার মেডেল জিতেছিলেন সোমনাথ। দক্ষিণ কোরিয়ায় উড়িয়েছিলেন ভারতের পতাকা। পরে মারণরোগ ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হন তিনি। এরপর ২০১৬ সালে চাকরি পান সরকারি স্কুলের করণিক বা ক্লার্ক পদে। চাকরি হারিয়ে হতাশ সোমনাথ। কীভাবে সংসার চলবে, মারণ রোগের চিকিৎসাই বা কীভাবে করাবেন, ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। নদীয়ার বীরনগর হাইস্কুলের গ্রুপ সি পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। পরিবারে রয়েছে কন্যাসন্তান ও স্ত্রী। মাত্র তিন বছর বয়সে ভুল চিকিৎসায় প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন তিনি। থেমে থাকেনি জীবনযুদ্ধের লড়াই। যা বেতন পেতেন, তাতেই সংসার চালিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন সোমনাথ। এখন কী হবে? স্ত্রী'র চোখের জল বাধ মানছে না। নদীয়ার তাহেরপুর পুরসভার অন্তর্গত ডি ব্লকের বাসিন্দা সোমনাথ চাইছেন, সোমা পালের মতো তাঁর ক্ষেত্রেও চাকরির সুযোগ দেওয়া হোক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর আর্জি, তাঁর পরিবারকে যেন বাঁচান তিনি। সোনার মেডেলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে সোমনাথ বলেন, দেশের জন্য মেডেল এনেছিলাম। আজ আমার চাকরি নেই। এ তো দেশের লজ্জা।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজে দিয়েছে রাজ্য

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্যসরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। ২০৫০ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কলকাতা মহানগরির জলপথ পরিবহণকে আরও আধুনিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ও পরিবহণ দফতর যৌথ ভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণ করবে। পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নে আনুমানিক খরচের সম্ভাব্য উৎস সংক্রান্ত রূপরেখাও থাকবে মাস্টার প্ল্যানে থাকবে। অন্যদিকে স্থলপথে দূষণ কমাতে ব্যাটারি, বায়ো ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা, কলকাতা বন্দরকে কাজে লাগিয়ে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর রূপরেখার ওপরেও আলোকপাত করা হবে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, রাস্তায় যে ভাবে গাড়ির চাপ বাড়ছে তাতে জলপথই বিকল্প। সেজন্যেই এই মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়াতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন সুন্দরবনের বহু প্রত্যন্ত এলাকায় রো-রো ভেসেল পরিষেবা চালু হচ্ছে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় অনেক নতুন জেটি তৈরি করা হচ্ছে।

বি এন এস এস এক্টে রাজ্যে প্রথম খুনের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ডের ঘোষণা নদীয়ার রানাঘাট আদালতের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার নদীয়ার রানাঘাট আদালত চত্বরে সকাল থেকেই ছিলো ভীড়, সাথে ছিলো নানা কৌতুহল, অবশেষে সব কৌতুহলের অবসান ঘটিয়ে বি এন এস এস এক্টে রাজ্যে প্রথম কোন খুনের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন রানাঘাট আদালতের বিচারপতি মনোদিপ দাশগুপ্ত। জানা যায় গত ৮.৯.২৪ তারিখে নদীয়ার শান্তিপুরের কন্দখোলায় পেট্রোল পাম্প থেকে তেল নিয়ে টাকা না দিয়ে পালানোর সময় পেট্রোল পাম্পের এক কর্মীকে পিষে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরগামী একটি মাছ বোঝাই বোলেরো ম্যাক্স পিকআপ গাড়ির চালক সহ চারজনের বিরুদ্ধে। আর শুক্রবার সেই ঘটনায় গ্রেফতার ৩ জনকে আমৃত্যু কারা দণ্ডের নির্দেশ দিলো রানাঘাট ফাস্ট ট্রাক আদালত। ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় সেদিন (গত ৮.৯.২৪ তারিখ) গভীর রাতে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরগামী একটি মাছ বোঝাই বোলেরো মাক্স পিকআপ গাড়ি শান্তিপুর থানার কন্দখোলা পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে ঢোকে। অভিযোগ, তেল ভরার পর টাকা না দিয়েই পালানোর চেষ্টা করলে ওই গাড়িকে বাঁধা দেয় পাম্পের কর্মী বিশ্বজিত দাস। অভিযোগ, পাম্পের ওই কর্মী গাড়িটি আটকাতে গেলে তাকে কার্যত চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় ওই গাড়ি। সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে ঘটনার ৩ দিনের মধ্যেই ঘাতক গাড়ি ও গাড়ি চালক সহ ৪ জনকে হাসনাবাদ থানার বসিরহাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার মধ্যে একজন ছিল নাবালক। আর সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার ৩ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। আর শুক্রবার দোষী ৩ জনকে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন রানাঘাট ফাস্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক মনোদিপ দাশগুপ্ত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১০৩ এ, ৩০৯, ৩১১ সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে খুন, প্রমাণ লোপাট সহ একাধিক মামলা। এই বিষয়ে সরকারি পক্ষের আইনজীবী বিভাস চ্যাটার্জি বলেন, মূলতঃ এরা এতটাই নির্দয় ছিল সামান্য কিছু টাকার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই পেট্রোল পাম্পের ওই কর্মীকে গাড়িতে পিষে চলে যায়। তাই মহামান্য আদালতের কাছে প্রার্থনা ছিল এরা বেরিয়ে আসলে সমাজ মাধ্যমে ভুল বার্তা যাবে। সেই কারণেই মহামান্য আদালত এই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। অন্যদিকে এই বিষয়ে

রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ বলেন, এই ঘটনার পর আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল অভিযুক্তদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা। আমাদের পুলিশ টিম খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে সেটা করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আদালতকে ধন্যবাদ জানাই এই রায়দানের জন্য। আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়ে খুশি ছেলে হারানো পিতা। মৃত বিশ্বজিত দাসের পিতা দুলাল দাস বলেন, আমার ছেলেকে এরা যেভাবে নিঃসংশভাবে খুন করেছে আমরা আদালতের এই রায়দানে খুশি। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ওন্দায় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যার তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘর গোছাতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। ওন্দা বিধানসভা পুনরুদ্ধারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওন্দার চিঙানি অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে ওমরপুরের পূর্ব বুথের সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যা কাকলি মাঝি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এছাড়া শ্যামনগর বুথের ২০টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০২.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-০১-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বনগাঁ, দত্তপুকুর এবং রানাঘাট স্টেশন চত্বরে নতুন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,০২,৩১,০২২.৬০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫,০১,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার নথি এবং বিশদ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভারতীয় রেলওয়ের প্রামাণ্য সাধারণ শর্তাবলী চুক্তি ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। SDAH-05/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়ায় ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এজেন্সির ৪৬তম শোরুম উদ্বোধন

হুগলি, ৪ এপ্রিল ঃ ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এজেন্সির ৪৬ তম শোরুমের উদ্বোধন হল চুঁচুড়ায়, যা সংস্থার ৫৪ বছরের অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। শোরুমটি অবস্থিত যোতিষ চন্দ্র ঘোষ সরণী, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ওয়ার্ড নং ১৯, চুঁচুড়া - ৭১২১০১, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, এবং এর পরিসর ১০৭২ বর্গফুট, যেখানে সারা ভারত থেকে সংগ্রহ করা সাড়ির বিস্তৃত নির্বাচন প্রদর্শিত হচ্ছে, যার দাম মাত্র ১০০০ টাকা থেকে শুরু। আমাদের এই শোরুমে ১০০ বিশুদ্ধ সিল্ক এবং সিল্ক-মার্কড শাড়ি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন যেমন বানারসি, কঞ্জিভরাম, পটোলা, বান্ধনী, তুসার, মধুবনী, চন্দেরি, মহেশ্বরী, পৈঠানি, নৌভারি, বালুচরি, জামদানি, পোচমপল্লী, গাদওয়াল, সাম্বলপুরী, এবং বোমকাই। এছাড়াও, হালকা এবং শৈলিপূর্ণ অর্গ্যাজা, চিফন, এবং টিস্যু শাড়ি সহ বিভিন্ন নতুন সংগ্রহ রয়েছে। শোরুমে হাতে আঁকা ও এমব্রয়ড়ারি করা শাড়ি যেমন কালামকারি, কাঁথা, কাশ্মিরি তিল্লা, এবং আধুনিক ডিজাইনার ফিউশন শাড়িও পাওয়া যাবে, যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সুন্দর মিশ্রণ।

ঐতিহ্য বোনা একটি লিগ্যাসি ঃ পাঁচ দশক ধরে, ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এজেন্সি কেবল একটি শাড়ি বিক্রেতা নয়, বরং এটি একটি ঐতিহ্যবাহী গল্পকার প্রতিষ্ঠান। তাদের সাড়ি কেবল পোশাক নয়, বরং একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হেরিটেজ, যা তাঁদের অমর সৌন্দর্য্য এবং উৎকৃষ্ট কারুকাজের জন্য মূল্যবান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত সেরা শাড়িগুলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও ঐক্য উদ্‌যাপন করে।

কমনীয়তার ৫৪ বছর উদ্‌যাপন ঃ ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এজেন্সি তাদের ৫৪ বছর পূর্ণ করতে চলেছে, এবং তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ভারতীয় শাড়ি তৈরির ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবে। বাঙালিতে একমাত্র শোরুম থেকে শুরু করে আজ ভারতের ৯টি রাজ্যে প্রসারিত হওয়া ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এজেন্সির বিকাশ এই ব্র্যান্ডটির প্রতি গ্রাহকদের অবিচল বিশ্বাস ও আগ্রহের প্রমাণ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ঐতিহ্যবাহী যাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব বয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী।

মুরগির মাংসের চাহিদা মেটাতে রাজ্যে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ মুরগির মাংসের চাহিদা মেটাতে রাজ্যে অত্যাধুনিক মানের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস থেকে আনা যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত প্রায় ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীয়ার কল্যাণীতে এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি তৈরি করা হচ্ছে বলে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতর সূত্রে জানা গেছে। আগামী জুন মাসের মধ্যেই এই কারখানা তৈরি হয়ে যাবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা হরিণঘাটা মিটের বিপণি থেকে উন্নত গুণমানের এই মাংস বিক্রি করা হবে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের হাতে মোট দু'টি মুরগির মাংস প্রক্রিয়াকরণের কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটিতে রোজ গড়ে ১৫ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়। সেখানে নতুন কেন্দ্রটি তৈরি হলে সেখানে প্রতিদিন গড়ে ৩০ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়া করা যাবে। এর ফলে রাজ্যে মুরগির মাংসের জোগান অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Netaji Indoor Stadium, Kolkata on **07-04-2025 and 09-04-2025" [Job No. KIT/RW/001 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-001/KIT/Q of 25-26)
Bid Submission Closing : **05.04.2025 up to 03.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইসি/টি/ফায়ার ডিটেকশন/ওটি-১৩/২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কাঁচরাপাড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং ঃ ইসি_টি_এফডিএসএস_ওটি-১৩_২৪-২৫, তারিখ ২৬.০৩.২০২৫। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ডেপুটি সিইই (ডব্লু)/কাঁচরাপাড়া প্রতিষ্ঠান, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ের অধীনে মোট ২৪টি ১৪০০ এইচপি নন-সিএনজি ডিইএমইউ ডিপিসি-র উন্নত স্বয়ংক্রিয় অগ্নি সতর্কীকরণ এবং স্বয়ংক্রিয় সাপ্রেশন বা নির্বাপন ব্যবস্থার সার্বিক বন্দোবস্ত অর্থাৎ ডিজাইন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা, কর্মদক্ষতার পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** জিএসটি সহ ৯৮,৬৪,৬২০.৬৪ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৯৭,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়কাল ঃ** ২৬.০৩.২০২৫ থেকে ১৮.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের মেয়াদ ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ থেকে ১৮.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার নথি যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ** ২৬.০৩.২০২৫ থেকে ১৮.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ www. ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। MISC-06/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুর্গাপুরে পুকুর ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ এপ্রিল ঃ বড়বাঁধ এখন ছোটবাঁধ! সংস্কারের নামে পুকুরের একাংশে তৈরি হলো নতুন পাড়, আর বাকি অংশা জমছে আবর্জনা। অভিযোগ, দুর্গাপুরের মামড়া বাজার দক্ষিণপল্লী এলাকায় অবৈধভাবে পুকুর ভরাট করে নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। শিল্পশহর দুর্গাপুর ইতিমধ্যেই জলসংকটের মুখে। তবুও, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে চলছে পুকুর ভরাটের কাজ। স্থানীয়দের দাবি, মামড়া মৌজার ২৫৯ দাগ নম্বরে অবস্থিত প্রায় ১১ একরের এই পুকুরটি বড়বাঁধ বা পোদ্দার পুকুর নামে পরিচিত। এটি আশপাশের এলাকার জলনিকাশির একমাত্র ভরসা, পাশাপাশি গৃহস্থালি ও সামাজিক কাজেও ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে পুকুর ভরাটের চক্রান্ত চলছে। মাসখানেক আগে পুকুর ভরাট ও নির্মাণের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কিন্তু আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি, তিনি ওই পুকুরের ১ একর ৬৮ শতক অংশীদার এবং বৈধভাবে মাছ চাষ করতেন, যা গত বছর বন্ধ হয়ে যায়। দুর্গাপুর নগর নিগম জানিয়েছে, ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের এই পুকুর সংস্কারে ৬৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১৮ হাজার বর্গমিটার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু বাকি অংশ সংস্কার না হওয়ায় সেটি ধীরে ধীরে মজে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, পুকুর পুরোপুরি ভরাট হয়ে গেলে আশপাশের ৩-৪টি ওয়ার্ডে জলনিকাশির সমস্যা প্রকট হবে এবং বর্ষায় প্লাবনের আশঙ্কা বাড়বে। বিজেপি নেতা বুদ্ধদেব মণ্ডল ও কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তী পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিতভাবে প্রমোটারি ব্যবসার জন্য করা হচ্ছে। তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, পুকুরের বাকি অংশও সরকারি নথি অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে, অন্যথায় আন্দোলনে নামবেন। অন্যদিকে, দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুকুর ভরাটের কোনও অভিযোগ তাঁদের কাছে আসেনি।

মহামারীর কবল থেকে বাঁচতে আরাধনা শুরু, ১৫০ বছর ধরে এখানে পুজিত হন বাসন্তী দেবী

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ এপ্রিল ঃ দেড় শতাধিক বছর আগে বসন্ত মহামারীর কবল থেকে বাঁচতে বাসন্তী মায়ের আরাধনা শুরু করেছিলেন গ্রামবাসীরা । সেই থেকে আজও পুরোনো আচার বিধি মেনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বাসন্তী মায়ের পুজো করে আসছেন নদীয়াড়া গ্রামের মানুষজন। আজ সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত উৎসবের চারদিন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। বাসন্তী পুজো দেখতে ভিন জেলা এবং ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীদের ঠাসা ভিড় রয়েছে এই নদীয়াড়া গ্রামে।

পুজোর চারদিন ধরে গ্রামে আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ থাকে । কথিত আছে, দেড় শতাধিক বছর আগে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের নদীয়াড়া গ্রাম সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে । আতঙ্কে গ্রামছাড়া হতে শুরু করেছিলেন গ্রামবাসীরা । গ্রামে ঘটতে থাকে নানান অঘটন। সেই সময় বাসন্তী মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে এবং এক সন্ন্যাসী বাবার পরামর্শে নদীয়াড়া গ্রামের মাঝে বাসন্তী পুজোর আরাধনা শুরু করেন গ্রামবাসীরা । এরপরই মায়ের আরাধনার পর রোগমুক্ত হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামছাড়া মানুষেরাও ধীরে ধীরে গ্রামে ফিরে আসেন । আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেন গ্রামবাসীরা । সেই সময় থেকে এখনও পুরনো আচার বিধি মেনে বাসন্তী পুজোর আরাধনা করে আসছেন গ্রামবাসীরা । এই পুজো দেখতে ভিন জেলা তো বটেই ভিন রাজ্য থেকেও বহু পুণ্যার্থী এবং দর্শনার্থীরা ভিড় জমান পুজোর চারদিনে । আলাদা উৎসবের চেহারা নেয় গোটা গ্রাম । পুজোর চারদিনে জনপ্লাবন দেখা যায় গ্রামে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, শুদ্ধ মনে বাসন্তী মায়ের আরাধনা করলে ইচ্ছা পূরণ হয় মানুষের । আর তাই বাসন্তী পুজোয় মনোকামনা পূরণ করতে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ । বাসন্তী পুজোর চারদিন অর্থাৎ সপ্তমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত গ্রামীন যাত্রাপালা, সাংস্কৃতিক এবং ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে গ্রামে । পুজোর চারদিন গ্রামে কোনরকম আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ থাকে । প্রতি বছরের মতো এবছরও ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মায়ের আরাধনায় মেতে উঠেছেন নদীয়াড়া গ্রাম সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ ।

রাজারহাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার রাজারহাটে গোষ্ঠীসংঘর্ষে চলল এলোপাথাড়ি গুলি। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলের জেরে এই ঘটনা বলে প্রাথমিক ভাবে খবর। স্থানীয় সূত্রে দাবি, তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত এবং রাজারহাট-নিউটাউনের তৃণমূল বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গুলি চলেছে। তাপসবাবুর গোষ্ঠীই সব্যসাচী দত্তর অনুগামীদের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। সব্যসাচী বলেন, 'হামলার ঘটনার কথা শুনেছি। দুষ্কৃতীদের আলাদা কোনও পরিচয় হয় না। দুষ্কৃতীরা দুষ্কৃতীই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদের প্রশ্রয় দেন না।'' পাল্টা তাপস বলেন, 'নিউটাউনে সকলেই আমার অনুগামী। তাঁরা কেউ দুষ্কৃতী নয়। আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত করছে। দেখা যাক।''

মৃতদেহ হাসপাতালে রেখে পালাতে গিয়ে আটক এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ এপ্রিল ঃ নদীয়ায় এক যুবকের মৃতদেহ হাসপাতালে রেখে পলাতক অপর এক যুবক, পালাতে গিয়ে আটক এক মহিলা,! ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা হাসপাতাল চত্বরে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার নদীয়ার কল্যানী জহরলাল নেহেরু হাসপাতালে। জানা যায়, শুক্রবার সকালে এক মহিলা ও এক যুবক মিলে কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু হাসপাতালে মফিজুল গোলদার নামক যুবককে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দেখার পর মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত্যুর খবর পেয়েই হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায় ওই মহিলার সাথে থাকা অপর যুবক। এবং মহিলা পালানোর চেষ্টা করলে হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা ও স্থানীয়রা ধরে ফেলে। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় কল্যাণী থানায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার পর মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর মৃত যুবকে নাম মফিজুল গুলদার, বয়স আনুমানিক বছর ২৩ বছর। বাড়ি নদীয়া কল্যাণী থানার সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনডাঙ্গা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছিল মফিজুল। তারপর সারারাত আর বাড়ি ফেরেনি। শুক্রবার সকালে হাসপাতালের ফোন পেয়ে হাসপাতালে আসলে জানতে পারে মফিজুলের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর ঘটনায় ধৃত মহিলার নাম প্রিয়া খাতুন, বয়স আনুমানিক ২৭ বছর, তার সাথে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক ছিলো মফিজুলের, এবং প্রায় মাসখানেক আগেই ঘোড়াগাছা এলাকায় ধৃত মহিলা ও মফিজুল স্বামী - স্ত্রী পরিচয়ে একটি ঘর ভাড়া করেছিলো, এবং বৃহস্পতিবার তারা দুজনে ওই ভাড়া বাড়িতেই ছিলো। ওই যুবকের মৃত্যুর কারন সহ মহিলার সাথে থাকা পলাতক যুবকের পরিচয় ও সম্পর্ক সহ সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণী থানার পুলিশ।

কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ
আয়ূষ মন্ত্রক, ভারত সরকার
জওহরলাল নেহরু ভারতীয় চিকিৎসা এবং হোমিওপ্যাথি অনুসন্ধান ভবন
নং.-৬১-৬৫, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, 'ডি' ব্লক-এর বিপরীত, জানকপুরি, নয়াদিল্লি-১১০০৫৮

No.2-11/2023-CCRAS/Rectt.

Advt. No. 02/2025

কর্মসংস্থান সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) নির্ধারিত ফরম্যাটে, নয়াদিল্লির সিসিআরএএস হেড কোয়ার্টার-এ ডেপুটেশনের ভিত্তিতে পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-৮-এ অ্যাকাউন্টস অফিসার এবং পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-৭-এ অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর একটি করে পদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। অন্যান্য বিবরণ এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র কাউন্সিলের ওয়েবসাইট www.ccras.nic.in থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা (রিক্রুটমেন্ট)
সিসিআরএএস, নয়াদিল্লি

CBC 17216/11/0020/2425

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contactors/ suppliers for the different works as specified in **NIT No.- 470/BPM/N-184/2025 dated-04/04/2025**,**(Closing date-26/04/2025, 11.00 AM**. For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

SD/- Chairperson
Buniadpur Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, (W/S)/West, KMC invites e-tender for the following works :

1) NIT No. : KMC/WS/W80-10/T-01/25-26
Name of Work : **Development of F.W. Supply by Laying of 100 mm DIA. D.I. Pipe from Central record room High Court of Calcutta to Nicholas Church in Nimak Mahal Road in Ward No. 80**. Estimated Amount : **Rs. 1,76,665.00**; Earnest Money : **Rs. 3,550.00**; Period of Completion : **15 Days.**

2) NIT No. : KMC/WS/W80-11/T-02/25-26
Name of Work : **Development of F.W. supply by laying of 100mm DIA. D.I. Pipe from Goragacha Road to Hanuman Temple beside sports academy complex Majerhat Eastern Railway in Ward No. 80**. Estimated Amount : **Rs. 1,45,053.00**; Earnest Money : **Rs. 2,950.00**; Period of Completion : **14 Days.**

3) NIT No. : KMC/WS/W80-29/T-04/25-26
Name of Work : **Re-shifting of 150mm DIA existing F.W. Service Mains at 3 Dumayune Avenue to facilitate the laying of 1600 mm DIA M.S. Raw Water Rising Main by KMDA in Ward No. 80**. Estimated Amount : **Rs. 1,42,180.00**; Earnest Money : **Rs. 2,850.00**; Period of Completion : **07 Days.**

4) NIT No. : KMC/WS/W80-28/T-03/25-26
Name of Work : **Shifting of 150mm DIA existing F.W. Service Mains at 3 Dumayune Avenue to facilitate the laying of 1600 mm DIA M.S. Raw Water Rising Main by KMDA in Ward No. 80**. Estimated Amount : **Rs. 2,31,655.00**; Earnest Money : **Rs. 4,650.00**; Period of Completion : **07 Days.**

5) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-001/25-26
Name of Work : **Improvement of filtered Water Supply surrounding area at Topsia 1st Lane Adjacent to Topsia Road with other ancillary works in Ward 66**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,616.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **12 Days.**

6) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-002/25-26
Name of Work : **Improvement of filtered Water Supply surrounding area at Topsia 2nd Lane Adjacent with other ancillary works in Ward 66**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,844.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **16 Days.**

7) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-003/25-26
Name of Work : **Improvement of Water Supply in different localities in KMC Ward no. 66**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,493.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **16 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **23.04.2025 at 11 a.m./25.04.2025 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4) & **16.04.2025 at 12.30 p.m./19.04.2025 at 1 p.m.** (For Sl. No. 5 to 7) ; The bid forms and other details are available from the website : **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 7) and **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 5 to 7) **22/25-26**

গৃহকোণ

‘পর্যাপ্ত গাছ থাকলে সেখানকার বাতাস বিশুদ্ধ থাকে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই’

একটা কথা চালু আছে, নির্দিষ্ট কিছু গাছ ঘরে বা বাইরে বাতাসের দূষণকারী পদার্থগুলো কমিয়ে দিয়ে বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। আদতেই কি তা ঠিক?

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার গবেষণায় এমন গাছের ব্যাপারে জানা গেছে, যা বদ্ধ ঘরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে। তবে সেই গবেষণা নেহাতই ছোট্ট কুঠুরির মতো জায়গায় করা হয়েছে। বিজ্ঞানের সব জটিল হিসাব-নিকাশ করে এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি জানিয়েছে, সেই গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী আমাদের সাধারণ একটি বাড়ির বাতাসকে বিশুদ্ধ করতে ৬৮০টি গাছ প্রয়োজন হবে। বাস্তবে যা কার্যকর করা অসম্ভব।

তাহলে কি ঘরে, বারান্দায়, ছাদে কিংবা বাড়ির সামনের একচিলতে জায়গায় লাগানো গাছ স্বাস্থ্যগত দিক থেকে আমাদের কোনো উপকারেই আসে না?

দূষণের ভয়াবহ বার্তা

নগরায়ণ করতে গিয়ে আমরা নির্বিচারে গাছ কাটছি। তাই অক্সিজেনের উৎসই এখানে কম। আমাদের নিশ্বাসে ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে নেওয়ার মতো গাছবন্ধুদের আমরাই হত্যা করছি। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের নানা খাত থেকে বাতাসে অহরহ দূষণকারী পদার্থ যুক্ত হচ্ছে। নির্মাণাধীন ভবনের আশপাশের ধূসর বাতাস হয়তো আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। মোটরযানের ধোঁয়া তো আছেই, সিগারেট নামের নিষিদ্ধ বস্তুর ধোঁয়াতেও বোঝাই হয়ে থাকছে লোকালয়ের বাতাস। এসব ধোঁয়া বাতাসে মিশে যায়। চোখে দেখা না গেলেও বাতাস হয়ে থাকে দূষিত। সেই বাতাসেই শ্বাস নিচ্ছি আমি, আপনি, আমাদের সন্তানেরা।

গাছের পরশ বাতাসে

যত ধরনের দূষণকারী পদার্থ আমাদের চারপাশের বাতাসে মিশে আছে, সেগুলোর বড় একটা অংশ শোষণ করে নেওয়ার মতো নির্দিষ্ট কোনো গাছ আদতেই এই পৃথিবীতে আছে কি না, তা হলফ করে বলা মুশকিল! কারণ, এ পর্যন্ত হওয়া কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণাই এ বিষয়ে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারেনি। তবে কোনো জায়গায় পর্যাপ্ত গাছ থাকলে সেখানকার বাতাস যে তুলনামূলক বিশুদ্ধ থাকে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি ধুলাবালুর একটা পরতও কিন্তু আটকে যায় গাছে। আবার গরমের সময়টায় গাছের পরশে বাতাস খানিকটা ঠান্ডাও হয় বৈকি। এ ছাড়া গাছের উপস্থিতিতে মানসিক চাপ এবং অবসন্নতা দূর হয়। মনে আসে প্রশান্তি। বুঝতেই পারছেন, ঘরের চারপাশজুড়ে রাখা যেকোনো গাছই আপনার জন্য উপকারী হবে নিঃসন্দেহে।

দূষণের প্রভাব কমাতে জনপ্রিয় কিছু গাছ

কেউ কেউ বলেন, বাড়ির কাছে নিমগাছ কিংবা রাবারগাছ লাগানো হলে ঘরে পরিশুদ্ধ বাতাস ঢোকে। কারও কারও মতে, এরিকা পাম, ব্যাম্বু পাম, স্পাইডার, ড্রাসিনা, স্নেক প্ল্যান্ট, মানিপ্ল্যান্ট, অ্যালোভেরা, পিস লিলি, বস্টন ফার্ন প্রভৃতি গাছ ঘরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে। এমন ধারণার সপক্ষে কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা রয়েছে। তবে সেগুলোর কোনোটিই সন্দেহাতীত নয়।

যা করবেন

ঘরের ভেতরে, ছাদে কিংবা বাড়ির আশপাশে যতটুকু জায়গাই পাবেন, সেখানে গাছ লাগান। সেটি যে গাছই হোক না কেন। উপকার পাবেন নিশ্চয়ই। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, কিছু গাছের পাতা মুখে দেওয়া বিপজ্জনকও হতে পারে। তাই শিশু ও পোষা প্রাণী থাকলে ঘরে কোনো গাছ রাখার আগে সেটি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন। বিষাক্ত হতে পারে কিংবা বিষাক্ত কি না জানা নেই, এমন গাছ লাগানো হলে সেগুলো শিশু ও পোষা প্রাণীর নাগালের বাইরে রাখুন।

শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় শৌচাগার ব্যবহারসংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে এক ট্রান্সজেন্ডার নারী শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মাসে মার্সি রেইনটজেন নামের ওই শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মানবাধিকার আইনজীবীরা বলছেন, তাঁদের জানামতে দেশজুড়ে বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় পাস হওয়া ট্রান্সজেন্ডারদের শৌচাগার ব্যবহারসংক্রান্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের অভিযোগে এই প্রথম কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো। ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের আইনসভার শৌচাগারে প্রবেশের আগে ওই ট্রান্সজেন্ডার কলেজ শিক্ষার্থী ঘোষণা করেন, ‘আমি এখানে আইন ভাঙতে এসেছি’। পরে পুলিশ তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে সেখান থেকে বের করে আনে। গ্রেপ্তারের হলফনামা অনুসারে, গত ১৯ মার্চ ২০ বছর বয়সী রাইনটজেন যখন ফ্লোরিডার আইনসভা ভবনে প্রবেশ করেন, তখন ক্যাপিটল পুলিশ সতর্ক ছিল এবং তাঁর ফেরার অপেক্ষা করছিল। তারা তাঁকে বলেছিল, হাত ধোয়ার জন্য নারীদের শৌচাগারে প্রবেশ করলে তাঁকে অনুপ্রবেশের সতর্কতা দেওয়া হবে। পরে তিনি সেখান থেকে চলে যেতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রেইনটজেনের বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূতভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ ৬০ দিনের কারাদণ্ড হতে পারে। মে মাসে তাঁকে আদালতে হাজির হতে হবে। রাইনটজেন বলেন, ‘আমি চেয়েছিলাম এই আইনের অযৌক্তিকতা মানুষ বাস্তবে দেখুক। আমি যদি একজন অপরাধী হই, তাহলে আমার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন করা এত কঠিন হবে, কারণ আমি হাত ধুয়েছি।

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে আসামির কুড়ি বছরের কারাদন্ড

অমরপুর, ৪ এপ্রিলঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত যুবককে ২০ বছরের কারাদন্ডের সাজা ঘোষণা করলেন গোমতী জেলা ও দায়রা জজের আদালতের স্পেশাল জজ শঙ্করলাল দত্ত। ২০২৩ সালের লক্ষ্মীপূজার দুদিন আগে অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত গামাকু শিবটিলা এলাকার এক নাবালিকা আনুমানিক সকাল দশটা নাগাদ বাড়ির পার্শ্ববর্তী বিন্দাছড়া জঙ্গলে শামুক ও সবজি আনতে গিয়েছিল। তখন ওই এলাকার বাসিন্দা বিজয়মনি রূপিণী নাবালিকার পিছু পিছু জঙ্গলে যায়। পরবর্তী সময় নাবালিকাকে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করে ও ভয়-ভীতি দেখায়। ঘটনা কাউকে জানালে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। নাবালিকা প্রথমে ঘটনাটি কাউকে জানায়নি, পরবর্তীতে নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মা-বাবাকে বিষয়টি জানায়। তারপর সম্পূর্ণ ঘটনাটি মেয়ের কাছ থেকে জানতে পেরে বীরগঞ্জ থানায় বিজয়মনি রূপীনির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন অভিভাবক। মামলা নিয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ আসামি বিজয়মনি রূপীনিকে গ্রেফতার করে এবং আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান করে আদালতে। দীর্ঘদিন শুনানির পর জেলা ও দায়রা জজের আদালতে মামলার রায় ঘোষণা করা হয় শুক্রবার। সরকার পক্ষের আইনজীবী পল্টু দাস জানান, দীর্ঘ শুনানিতে আদালত ১৮ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করার পর স্পেশাল জজ শঙ্করলাল দত্ত শুক্রবার রায় ঘোষণা করেন। আসামি বিজয়মনি রূপিণীকে দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং পক্সো আইনে সর্বোচ্চ ২০ বছরের সাজা ঘোষণা করেন। তৎসঙ্গে ৭০০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। এই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ছিলেন বীরগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর অলঙ্গ বর্মন।

চুড়াইবাড়িতে পাচারের জন্য মজুত অবৈধ কাঠ বাজেয়াপ্ত

চুড়াইবাড়ি, ৪ এপ্রিলঃ পাচারের জন্য মজুত বিস্তর পরিমাণে চোরাই কাঠ উদ্ধার করেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি ফরেস্ট বীটের কর্মীরা। উদ্ধার করা কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন বীট ইনচার্জ আশুতোষ মালাকার। শুক্রবার কাঠ উদ্ধারের বিষয়ে বীট ইনচার্জ আশুতোষ মালাকার জানান, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বনকর্মীরা কালাচাঁদ গ্রামের বাসিন্দা দেবু দেবের বাড়ির পাশে এবং পূর্ব ফুলবাড়ির বাসিন্দা হান্নান মিয়ার বাড়ির পাশে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন। বাজেয়াপ্ত করা কাঠের বাজারমূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান বীট ইনচার্জ। তিনি আরও বলেন, এই কাঠের কোন মালিক বা দাবিদার পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে এই কাঠ দামছড়া কিংবা কাঞ্চনপুর এলাকা থেকে আনা হয়েছে এখানে। মজুত রাখা হয়েছিল পাচারের জন্য। মূলত অসমেই এই কাঠগুলি পাচার করার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের।

ত্রিপুরায় জমি কেলেঙ্কারির কথিত অভিযোগ, সিবিআই চাইল কংগ্রেস

আগরতলা, ৪ এপ্রিল ঃ সিপাহীজলা জেলার জমি দুর্নীতির সিবিআই তদন্তের দাবি জানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সিবিআইয়ের হাতে অর্পন না করেন, তবে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারী দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। শুক্রবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা দাবি করেন সিপাহীজলা জেলায় বড় মাপের জমি কেলেঙ্কারি হয়েছে। বিষয়টি জেলার তৎকালীন জেলাশাসক রাজস্ব দপ্তরকে অবগত করেন। রাজস্ব দপ্তরটি মুখ্যমন্ত্রীর পরিচালনাধীন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ আশীষ সাহার।পিসিসি সভাপতি আরও জানান, শুধু সিপাহীজলা জেলাতেই নয়, সদর এবং সাব্রুম সহ সবগুলি জেলায় এই জমি নিয়ে বড়সড় কেলেঙ্কারি হয়েছে। রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতি চলছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে টাকার মাধ্যমে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার দুর্নীতি, পূর্ত দপ্তরের জলজীবন মিশন প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতি হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দুর্নীতির সাগরে ভাসছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় স্বচ্ছতার কথা বলছেন। এই অবস্থায় আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জমি কেলেঙ্কারির বিষয়টি তদন্তের জন্য সিবিআই এর উপর দায়িত্বভার অর্পণ করার জন্য দাবি জানান তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি এই ঘটনার তদন্তভার সিবিআই এর উপর ন্যাস্ত না করেন তবে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলবে।

সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন একজন সুস্থসবল মানুষের ৩০ মিনিট হাঁটা উচিত

আমরা সবাই জানি, হাঁটা একটি উত্তম ব্যায়াম। যদিও কতক্ষণ কীভাবে হাঁটলে, কী পদক্ষেপে বা কত জোরে হাঁটলে উপকার মিলবে, তা নিয়ে আছে নানা কথা। হাঁটা যদি শুরুই করতে চান, তাহলে শুরুতে কম সময় নিয়ে হাঁটুন। ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে হাঁটারও গতি বাড়ান।

একজন সুস্থসবল মানুষের সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন ৩০ মিনিট হাঁটা উচিত। প্রথম ১০ মিনিট ধীরগতিতে হাঁটবেন, যাকে বলে ওয়ার্মআপ। এরপরের ১০ মিনিট দ্রুত হাঁটবেন। এ সময় নাড়ির গতি যেন স্বাভাবিক অবস্থায় যে গতি থাকে তার দ্বিগুণ হয়। ঘাম হলে, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস বাড়লে ব্যায়াম ঠিকমতো হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। শেষ ১০ মিনিট আবার ধীরগতিতে বা স্লো ডাউন করে হেঁটে ব্যায়াম শেষ করতে হবে। ৩০ মিনিট দ্রুত হাঁটলে ক্যালরি বার্ন হবে, যা ওজন কমাতে সাহায্য করবে। এটা হৃদরোগ ও ফুসফুসের জন্য কার্যকর। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস যাঁদের আছে, তাঁদের নিয়মিত হাঁটা খুব জরুরি। এতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত ধীরে হাঁটা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ভালো, যা দুশ্চিন্তা কমাতে ও স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করে। কোন সময়ে হাঁটা ভালো, তা নিয়েও নানা মত রয়েছে। ধারণা করা হয়, সূর্যোদয়ের আগে হাঁটলে মানসিক প্রশান্তি মেলে। সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে হাঁটা হজমে সহায়তা করে এবং রোদ থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। বিকেলে বা ঘুমানোর আগে হাঁটলে ওজন ও দুশ্চিন্তা কমে এবং ভালো ঘুম হয়।

কারা হাঁটতে পারবেন না

যাঁদের হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে নেই, তীব্র রক্তশূন্যতা আছে, কোনো কারণে মাথা ঘুরছে, তাঁরা হাঁটার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হাঁপানির রোগীদের হাঁটার আগে দুইবার ইনহেলার নিয়ে নিতে বলা হয়। ডায়াবেটিক রোগীরা হাঁটার আগে দুইটা বিস্কুট বা সামান্য ক্যালরিযুক্ত খাবার খেয়ে নিন। এতে রক্তে সুগার কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে। যাঁদের পক্ষে একটানা ৩০ মিনিট হাঁটা সম্ভব হয় না, তাঁরা মাইক্রো ওয়াকিং করতে পারেন, যার অর্থ হলো সারা দিনে কয়েকবার ৫ থেকে ১০ মিনিট করে হাঁটা।

কেন স্বেচ্ছায় মরতে চান এই কানাডীয়

অটোয়া, ৪ এপ্রিলঃ একটি নাট্যশালার মঞ্চে বসে আছেন এপ্রিল হাবার্ড। ওই মঞ্চে অনেকবার পারফর্ম করেছেন তিনি। চলতি বছরের শেষ দিকে সেখানেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার পরিকল্পনা করছেন এই নারী। প্রাণঘাতী কোনো রোগে আক্রান্ত নন এপ্রিল। তবে ৩৯ বছর বয়সী এই পারফরমার ও বার্লেস্ক শিল্পী কানাডার ক্রমবর্ধমান উদার আইনের অধীন সহায়তামূলক মৃত্যুর (স্বেচ্ছায় কারও সহায়তায় যন্ত্রণাহীন মৃত্যু) অনুমোদন পেয়েছেন। কানাডার নোভা স্কশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর হ্যালিফ্যাক্সের বাস স্টপ নাট্যশালায় বিবিসি নিউজের সঙ্গে কথা বলেন এপ্রিল। ছোট্ট ওই নাট্যশালার আসনসংখ্যা এক শটিরও কম। এপ্রিল বলেন, তাঁর আসন্ন ৪০তম জন্মদিনের ‘কয়েক মাসের মধ্যে’ তিনি ওই নাট্যশালার মঞ্চে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পরিকল্পনা করছেন। এ সময় তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের একটি ছোট দল উপস্থিত থাকবে। এপ্রিল বড় একটি আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর পরিকল্পনা করেছেন। এটিকে তিনি ‘উদ্‌যাপনের’ মুহূর্ত বলে মনে করছেন। একজন পেশাদার চিকিৎসক তাঁর রক্তপ্রবাহে একটি প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করবেন। তিনি চান, মৃত্যুর সময় তাঁর ভালোবাসার মানুষেরা যাতে তাঁকে ঘিরে থাকে ও জড়িয়ে থাকে। তাঁদের সমর্থন নিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে চান তিনি। এপ্রিল জন্ম থেকেই স্পাইনা বিফিডা নামের মেরুদণ্ডের একটি জটিল রোগে আক্রান্ত। তাঁর মেরুদণ্ডের গোড়ায় একটি টিউমার ধরা পড়েছে।

তিনি জানান, ওই টিউমারের কারণে তাঁকে অবিরত কাহিল করে দেওয়া যন্ত্রণা পোহাতে হচ্ছে। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শক্তিশালী ব্যথানাশক নিচ্ছেন এপ্রিল। তিনি ২০২৩ সালের মার্চে মরার জন্য চিকিৎসা সহায়তার (মেইড) আবেদন করেছিলেন। শরীরে এই রোগ নিয়ে তিনি কয়েক দশক বাঁচতে পারবেন। এরপরও আবেদন করার সাত মাসের মধ্যেই তাঁকে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ অনুমতি পাওয়া সম্ভব। এপ্রিল বলেন, ‘আমার ভোগান্তি ও যন্ত্রণা ক্রমে বাড়ছে। আমার জীবনযাত্রার সেই মান নেই, যা আমাকে সুখী ও পরিপূর্ণ করে তুলতে পারবে।’ এপ্রিল যেখানে আছেন, সেখান থেকে তিন হাজার মাইল দূরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের পার্লামেন্ট সদস্যরা সহায়তায় মৃত্যুকে বৈধ করার প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাই করছেন। তাঁরা ২০২৪ সালের নভেম্বরে নীতিগতভাবে এ পরিকল্পনার সমর্থনে ভোট দিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে বিস্তারিত যাচাই-বাছাই হয়েছে।

বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার আগে আইনসভার উভয় কক্ষে আরও ভোটের প্রয়োজন। সমালোচকেরা বলছেন, কানাডা ‘পিচ্ছিল ঢালু জায়গার’ মতো। এর অর্থ হলো, একবার আপনি সহায়তায় মৃত্যুর আইন পাস করলে এটি অনিবার্যভাবে পরিধি বাড়াবে ও এর সুরক্ষাও কম থাকবে। সহায়তায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উদারব্যবস্থা রয়েছে কানাডায়। নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামেও এই মৃত্যুর আইন আছে। ২০১৬ সালে তারা মেইড চালু করে।

ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু বাইক চালকের

আগরতলা, ৪ এপ্রিলঃ বেপরোয়া বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার পশ্চিম জেলার আমতলি থানার অধীন সূর্যমণিনগরে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটের সামনে। নিহত বাইক চালকরে নাম কিষাণ সরকার। বয়স আনুমানিক সতের বছর। বাড়ি আমতলির গাবতলী এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে একটি চলন্ত ট্রাকের সামনের চাকার নিচে ঢুকে পড়ে কিষাণ সরকার। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয় সে। সাথে সাথেই স্থানীয়রা খবর দেয় আমতলি থানায় এবং বাধারঘাট ফায়ার স্টেশনে। খবর পেয়েই দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এবং ট্রাকের চাকার নিচ থেকে টেনে বেড় করা হয় কিষাণকে। নিয়ে যাওয়া হয় হাপানিয়াস্থিত টিএমসিতে। সেখানে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা কিষাণ সরকারকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমতলি থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক ও ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। তবে, দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাক চালক পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। স্থানীয়ারা জানিয়েছেন, বাইক চালক দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল বলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের নিচে চলে যায়।

Name Change

I, Ashok Kedia @ Ashok Kkumar Kedia (old name) S/O Viswanath Kedia, residing at Block-4, Flat 5B, C, Prasad Exotica, 71/3, Canal Circular Road, Swabhumi, Kadapara, Kankurgachi, P.O.- Kankurgachi, Kolkata-700054, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Kedia (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 03/04/2025. Ashok Kumar Kedia (new name) and Ashok Kedia @ Ashok Kkumar Kedia (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Mofi (old name) S/O Mohammad Younus, residing at Vill- Dignagar, P.O- Charpur,P.S-Haripal, Dist- Hooghly, Pin-712706,, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Mofi (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 03/04/2025. Mohammad Mofi (new name) and Md Mofi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shruti Shaw D/o Ashoke Shaw residing at 57, Patterson Road, Hatinagar, PO.-Hazinagar, PS- Naihati, District-North 24 Parganas, declare that in my Admit Card & Certificate of M.P.Exam, and Admit Card & Certificate of H.S. Exam my father's name has been recorded as Ashok Shaw instead of his actual name Ashoke Shaw as mentioned in my Aadhaar Card. Ashok Shaw and Ashoke Shaw both are same and one identical person vide affidavit date 20.11.24 & 12.11.24 sworn before Judicial Magistrate 1st Class, Barrackpore, North 24 Parganas.

Name Change

I, TANMOY MONDAL resident of Vill.-Kalupur, P.O.-Kalupur, P.S.-Bongaon, Dist.=-North 24 Parganas, Pin-743235 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name TANMOY MONDAL instead of TANMAY MONDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Chief Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas on 04/04/2025. TANMOY MONDAL and TANMAY MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, ALAKA MULLICK (Old Name) W/O PRADIP MULLICK Residing at 114, Kankulia Road, P.S.-Lake, District - Kolkata, Pin - 700029, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ALOKA MULLICK (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 04-04-2025. ALAKA MULLICK (Old Name) and ALOKA MULLICK (New Name) both are same and identical person.

অনেক সময় শরীর যথেষ্ট ফিট থাকলেও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে

নির্দিষ্ট কিছু শরীরচর্চা আপনাকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময় শ্বাসকষ্ট হওয়ার মতো অস্বস্তিকর অনুভূতি থেকে মুক্তি দিতে পারে। অবশ্য যদি তাতেও কাজ না হয়, তবে কিন্তু আপনাকে নিতে হতে পারে চিকিৎসকের পরামর্শও।

কেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে কষ্ট হয়

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শ্বাসকষ্ট হওয়ার এই বিষয়টিকে চিকিৎসা বিদ্যার ভাষায় বলা হয় ‘এগজারশনাল ইনটলারেন্স’। একে বলা যেতে পারে, শারীরিক পরিশ্রমে অস্বস্তি বা পরিশ্রম সহ্য করতে না পারা।

চিকিৎসাবিদ্যা বলছে, যখন কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যায়, তখন সাধারণত তাঁর পেশি শিথিল থাকে, হৃদস্পন্দন থাকে ধীর। অর্থাৎ তাঁর শরীর সিঁড়ি ভাঙার জন্য প্রস্তুত থাকে না। এই অবস্থায় যখন কেউ সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করে, তাঁকে পর্যায়ক্রমে একেকবার একেক পায়ের ওপর ভর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। এতে হৃদস্পন্দন অনেকটা ‘রকেটগতি’তে বেড়ে যায়। সঙ্গে যুক্ত হয় কার্ডিওভাসকুলার নানা কার্যক্রম। তখন শরীরে হঠাৎ অক্সিজেনের চাহিদা যায় বেড়ে। এই বাড়তি অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ না হলেই তৈরি হয় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। সিঁড়ি ভাঙতে শ্বাসকষ্ট হওয়ার আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। সেটি হলো, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে আমরা সাধারণত সেসব পেশি ব্যবহার করি, যেসব দ্রুত গতির জন্য ব্যবহৃত হয়। এসবকে বলে ফাস্ট-টুইচ পেশি। এ ছাড়া সিঁড়ি ভাঙতে আমাদের পশ্চাৎপেশিও ব্যবহার করতে হয়, যেসব পেশির ব্যায়াম সাধারণত করা হয় না। আমরা সাধারণত যেসব ব্যায়াম করি, সেসব কম গতির এবং এসব ব্যায়ামে উপকৃত হয় আমাদের স্লো-টুইচ পেশিগুলো। এসব পেশি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে খুব একটা কাজে লাগে না। তাই সিঁড়ি ভাঙতে গেলে অ্যাথলেটদেরও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। আর আমরা যাঁরা তেমন কোনো ব্যায়ামই করি না, তাঁদের তো শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিই হবে!

তাহলে সহজে সিঁড়ি ভাঙা যাবে কীভাবে

যদি আপনাকে প্রায়ই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, তবে তা যথেষ্ট অস্বস্তিকর বটেই। সে ক্ষেত্রে সহজে সিঁড়ি বাইতে আপনি কিছু ব্যায়াম চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ঘাবড়াবেন না, আপনাকে কোনো ভবনে ওঠার আগে আগে সিঁড়িঘরের সামনে বুকডন দিতে বলা হবে না বা সিঁড়ির সামনে জগিংও করার পরামর্শ দেওয়া হবে না। তবে এ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের ভেতরেই কিছু ব্যায়াম যোগ করে নিতে হবে। দৌড়, লাফ বা দ্রুত গতি তুলতে সাহায্য করে, এ ধরনের ব্যায়াম আপনাকে হঠাৎ পরিশ্রমের অস্বস্তি কাটাতে সহায়তা করবে। পা ও পশ্চাৎপেশির ব্যায়াম আপনাকে এক পায়ে ভারসাম্য রাখার মতো কাজে সাহায্য করবে। এ ছাড়া সহনশীলতা বাড়াতে সাইকেল চালানো, পাহাড়ে ওঠা, দ্রুত হাঁটা, নৌকা বাওয়া ও সাঁতরানো খুব ভালো ব্যায়াম। আপনি যদি ধূমপান করেন, তবে তা-ও বাদ দিতে হবে। এমনকি যদি ই-সিগারেট টানেন, পরিত্যাগ করতে হবে সেটাও।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

বলা হয়, যদি কখনো চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়েছে কি না এমন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই নিরাপদ। তবুও নিচের কিছু লক্ষণ চিকিৎসক ডাকার ক্ষেত্রে খেয়াল করতে পারেন।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে যদি বুকে ব্যথা হয়, তবে আপনার হৃদরোগ বা ধমনিতে ব্লক আছে এমন শঙ্কা তৈরি করে। যদি শ্বাসকষ্টের কারণে আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয়, তবেও আপনার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। যেমন অল্প হাঁটতেও যদি আপনি হাঁপিয়ে যান কিংবা হালকা ব্যায়ামেও শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে চিকিৎসক বা কোনো থেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই নিরাপদ।

ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকশিত ও পরিপুষ্ট হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ এপ্রিলঃ ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকশিত এবং পরিপুষ্ট হবে। শুক্রবার বিকালে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ব্রহ্মকুন্ড মেলা কমিটি আয়োজিত ৩দিনব্যাপী ব্রহ্মাকুন্ড মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মেলা মানেই বিভিন্ন অংশের মানুষের মিলন। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মেলার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা যাবে। জাতি এবং জনজাতি অংশের মানুষের সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন বিভিন্ন মেলার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে। রাজ্যের বর্তমান সরকার এই সমস্ত মেলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, হেজামারা বিএসির চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা প্রমুখ।

বিপজ্জনক সেতু দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারপার করছেন মানুষ, হুঁশ নেই প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ এপ্রিল ঃ দিনহাটা মহকুমার পেটলা এলাকা। দীর্ঘ সময় ধরে এই এলাকার এক বিপজ্জনক সেতু দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারপার করছেন বহু মানুষ। সেতুর কাঠামোর মূল লোহার স্তম্ভ মরিচা ধরে ক্ষয়ে গেছে। ক্ষয়ে যাওয়া খুঁটির ওপর কোনরকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 'রাখাখোড়া এক নং সেতু'। বিপজ্জনক এই সেতুর ওপর দিয়েই অবাধে চলাচল করছে যানবাহন। ফলে যে কোন মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভারী যানবহন চলাচল করার সময় রীতিমত কাঁপতে থাকছে গোটা সেতু। এই পথে নিত্যচলাচলকারী এক ব্যক্তি জানান, দুই গ্রামের সংযোগ রক্ষাকারী এই সেতুটি একমাত্র ভরসা স্থানীয় মানুষদের। প্রায় ২৫ বছর আগে তৈরি করা হয়েছে এই সেতু। তবে কয়েক বছর আগে থেকেই সেতুর মূল স্তম্ভগুলিতে মরিচা ধরে ভেঙে পড়তে শুরু করে। সেতুর অবস্থা বর্তমানে একেবারেই বেহাল। তবে একপ্রকার নিরুপায় হয়ে জীবন হাতে নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা যাতায়াত করছেন এই সেতুর ওপর দিয়ে। যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তখন সেই দায় নেবেন কে? সেই উত্তর নেই কারো কাছে। এলাকার স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে বহুবার বিষয়টি নিয়ে জানানো হয়েছিল। তবে কোন সদুত্তর মেলেনি বিষয়টি নিয়ে। এছাড়াও ব্লক প্রশাসনের কাছেও বিষয়টি নিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। তবে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুধু মাত্র আশ্বাস দিয়ে জানানো হয়েছে বিষয়টি সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় যানচালক জানান, যদি এই সেতু পারাপারের সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তবে এর দায়িত্ব কে নেবেন? দীর্ঘ দিন আগে তৈরি করা এই সেতু নিয়ে এখন চিন্তায় থাকতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষদের। গোটা বিষয় নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত চিত্ত বিশ্বাস জানান, রাখাখোরা এক নং সেতু সংস্কার নিয়ে চিন্তাভাবনা রয়েছে। কিছুটা সময়ের মধ্যেই কাজটি করা হবে। তবে আদতে কবে এই সেতুর সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই প্রশ্ন উঠছে শুরু করেছে সকলের মধ্যে। বর্তমানে এই সেতু সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই সেতু পারাপার করে চলাচল করতে হচ্ছে গ্রামের মানুষদের।

জীবন দায়ী ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নদীয়ায় প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ এপ্রিল ঃ ১৪৭ টি জীবন দায়ী ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইতিমধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি অবিলম্বে এই অতিরিক্ত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে দলীয়ভাবে জেলা স্তর থেকে ব্লক স্তরে প্রতিবাদে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মোতাবেক গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শুক্রবার নদীয়ার কৃষ্ণনগর গভমেন্ট কলেজ থেকে কৃষ্ণনগর এভি হাইস্কুল পর্যন্ত এক প্রতিবাদী মিছিলের কর্মসূচী নেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে। নদীয়া উত্তর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাধিপতি সম্রাট পাল জানান জীবনদায়ী ওষুধের উপর যে অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তা এক প্রকার চক্রান্ত, গরিব মানুষের কথা না ভেবেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত! অত্যন্ত জীবন দায়ী ওষুধের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি হওয়ায় আরো বিপাকে পড়েছে আমজনতা। সাধারণ মানুষ কিভাবে ওষুধ কিনে খাবে। অবিলম্বে এই বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করতে হবে, এই দাবীতে এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে পথে নেমেছে। এদিন নদীয়ার কৃষ্ণনগর ছাড়াও জেলার একাধিক এলাকায় এই কর্মসূচি পালিত হয়।

ছেলে-বৌমার চাকরি চলে যাওয়ায় হৃদরোগে মৃত মা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ছেলে ও বৌমা দুজনেই চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বৃদ্ধ মা। শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় থানার সোনাকুড়ি যশ পরিবারে। একইসঙ্গে ছেলে ও বৌমার চাকরি চলে যাওয়ার কারণেই দুশ্চিন্তায় কারণেই মায়ের মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। জানা গেছে, বৃহস্পতিবারে এসএসসি নিয়োগ মামলার রায়ে চাকরি গেছে শক্তিগড় থানার এলাকার বাসিন্দা অর্ণব যশ ও তার স্ত্রী চন্দ্রানী দত্তের। অর্ণব বীরভূমের চাতরা গণেশলাল হাইস্কুলের ভূগোলের একমাত্র শিক্ষকতা করতেন। চন্দ্রানী দত্ত বীরভূমের নওয়াপাড়া হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা ছিলেন। তারা দুজনেই কর্মসূত্রে বীরভূমে থাকতেন। বাড়িতে বৃদ্ধ মা মঞ্জুলা যশ ও বাবা থাকতেন। কয়েকবছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন অর্ণবের দাদা। তারপর থেকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী অর্ণবের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন তারা বাবা, মা। অর্ণবের বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তার ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। অর্ণব জানান, চাকরি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন তার মা। গত বছর হাই কোর্টের রায় শোনার পর থেকেই প্রায় চাকরির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করত। বৃহস্পতিবার রায়ের আগেই হঠাৎ করে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৃহস্পতিবার রাতে বামচাঁদাইতলা এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোম এ ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়। অর্ণব যশ জানান, মায়ের মৃত্যুর জন্য এসএসসি দায়ী। কাঠগড়ায় রায় ঝুলে থাকার কারণেই দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন মা। দুশ্চিন্তার কারণেই তার শারীরিক অসুস্থতা বেড়ে যায়। সেই কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে।

জল যোগান ফিল্টার প্ল্যান্টের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/ইএনজিজি./১৮ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০২-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডেপুট ডিভিশন/। কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ মাসের জন্য জল যোগান ফিল্টার প্ল্যান্টের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৩,৯২,৭৪৫.৫৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০২,০০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিগন্যাল স্টেশনে ... লাইন পর্যন্ত সম্প্রসারণ (অবশিষ্ট কার্য)। টেন্ডার রাশিঃ ৮৬,০৪,৪৯১.৬৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৭২,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./১৬ অফ ২০২৫, তারিখ ২৮-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনে কানকি রেলওয়ে স্টেশনে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং ২-এর এক্সটেনশন এবং প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর ২০০ মিটার এক্সটেনশন। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,০৪,৬০,৭৬০.৫৫ টাকা, বিড সিকিউরিটি ৪,৫২,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইয়ার্ডের উন্নয়ন- হাটোয়ার, কানকি, সুরজকমল, ভালখোলা, তেলতা, সুধানি, বারসই, মুকুরিয়া, আজমনগর, খুদিরাম, কুমেদপুর, ডালকোলা, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি, কুমারগঞ্জ, একলাখি, আদিনা, অন্ড মালদা। (টিটিআর পি ডব্লিউআই এবং ডব্লিউইএমএসপি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯৭,৬৬৯.৭৭ টাকা, বিড সিকিউরিটি ৬,৪৮,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

পাবলিক নোটিশ

আমাদের গ্রাহকদের এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের **কোচবিহার শাখাটি** দ্বিতীয় তল, বাণী মহল, ধর্মতলা মোড়, চৌরাস্তা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১০১-এ অবস্থিত, ৯ জুলাই, ২০২৫ থেকে তৃতীয় তল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের উপরে, শিববাড়ি রোড, এনএন পার্ক মেইন গেটের বিপরীতে, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১০১-এ স্থানান্তরিত হবে।

গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গণে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
FRESERGANJ, P.O.- FRESERGANJ, P.S. –FRESERGANJ COASTAL, DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS E-mail: pradhanfreserganj@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER ; Tender Reference Number : NIeT No-01/(25-26), Date-04/04/25.

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 1(One)no work. Date & Time of submission: **04.04.2025 at 11:55 AM to 11.04.2025 at 16:30 PM**.; Date & Time of technical bid opening: **16.04.2025 at 10.00 AM**. For details please visit Website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে লাভ করছেন কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে হচ্ছে সূর্যমুখী ফুলের চাষ। বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে খাতড়া এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের উপরে। সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে লাভের মুখ দেখতে চাইছেন কৃষকরা। এবং হলুদ এই ফুল যে সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করেছে তা এক কথায় অসাধারণ। সূর্যমুখী ফুলের চাষ করা যেতে পারে, যা তেল এবং খাদ্যশস্য উভয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। চাষের জন্য উপযুক্ত সময় হল ভাদ্র-আশ্বিন মাস (মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর) এবং খরিফ-১ মরশুমে জ্যৈষ্ঠ্য মাসেও চাষ করা যেতে পারে। এখানে সূর্যমুখী চাষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হবে, জমিতে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হবে। কৃষি দফতর সূত্রে খবর সূর্যমুখী বীজ সারিতে বুনতে হয়। প্রতি হেক্টরে (২৪৭ শতকে) ৮-১০ কেজি বীজ লাগে। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ মাস বীজ বপনের জন্য ভাল সময়।

তোর্সা নদীর পাশে প্রাচীন মন্দিরে বাসন্তী পুজোয় ভক্ত সমাগম, চলছে মেলা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ এপ্রিল ঃ জেলা কোচবিহারের ২ নং কালীঘাট রোডের একেবারে শেষ প্রান্ত। তোর্সা নদীর ধারে রয়েছে এক বাসন্তী মন্দির। দীর্ঘ সময়ের এই মন্দিরে প্রতিবছর নিয়ম রীতি মেনে বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে এই পুজোর দিনগুলিতে এখানে অনেকটাই জাঁকজমক দেখতে পাওয়া যায়। বহু ভক্তের সমাগম হয় এই মন্দিরের পুজোর দিন গুলিতে। অষ্টমী স্নানের মেলা উপলক্ষ্যে এখানে বহু পুণ্যার্থী আসেন স্নান করতে। দিনের পর দিন ভক্তদের সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই। বর্তমানে এখানে পুজোর সময় মেলার আয়োজন করা হয়। পুজো কমিটির সদস্য দেবজিত রায় জানান, দীর্ঘ প্রায় ৭৬ বছর ধরে এই পুজো জাঁকজমক ভাবে হচ্ছে এখানে। ষষ্ঠী থেকে শুরু হয় পুজো। দশমী পর্যন্ত চলে পুজোর কর্মকাণ্ড। অষ্টমীতে স্নানের মেলা হয়। বহু মানুষ আসে স্নান করতে। তারপর ভক্তরা মন্দিরে ভিড় করেন পুজো দিতে। দিনের পর দিন এই নিয়মেই চলছে। আগে একটা সময় মন্দির কাঁচা ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে মন্দির পাকা করা হয়। বর্তমান সময়ে মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে পুজো উপলক্ষ্যে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে মন্দির চত্বরে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, এই মন্দিরের পুজোয় স্থানীয়রা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। অষ্টমী স্নানের মেলায় বহু মানুষ এখানে আসেন। নদীর ধারে বহু মানুষের সমাগম হয়। মেলার

আয়োজন হয় জাঁকজমক ভাবে। মেলার এক ব্যবসায়ী জানালেন, দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি এই মেলায় আসেন। আগের থেকে বর্তমান সময়ে মেলার আয়োজন বেড়েছে অনেকটাই। এছাড়া মেলার জাঁকজমক বেড়েছে অনেকটা। বর্তমান সময়ে অনেক মানুষের সমাগম হয় এই পুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে। তাই তাঁরাও দীর্ঘ সময় ধরে আসেন প্রতিবছর মেলায়। বর্তমান সময়ে এই বাসন্তী মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭৫ বছরের পুরনো এই বাসন্তী মন্দির দূরদূরান্তের ভক্তদের আকর্ষণ করে অষ্টম স্নানের মেলা উপলক্ষ্যে। বিভিন্ন রকম দোকান এবং আলোর রোশনাইয়ে রীতিমত মেতে ওঠে এই মন্দির চত্বর এই ক'টি দিন।

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

পাবলিক নোটিশ

আমাদের গ্রাহকদের এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের **বারাসত-২ শাখাটি** বলাই মণ্ডল, সরোনী মধ্যগ্রাম, মধ্যগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৯-এ অবস্থিত, ৯ জুলাই, ২০২৫ থেকে তৃতীয় তল, গণেশ ভবন, ২৫০, যশোর রোড (দক্ষিণ), এমপি জুয়েলার্সের উপরে, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪-এ স্থানান্তরিত হবে।

গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গণে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/IX/074/011/2025-2026
Name of work : **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H Cover, G.P Cover, C. P Cover & Inspection PIT Cover as and when required within 24 hours in Ward No. 74**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/074/012/2025-2026
Name of work : **Removal of chokage by repairing S.W pipe line & ancillary work at different places in Ward No. 74**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.
3. NIT No. : KMC/IX/077/010/2025-2026
Name of work : **Repairing of potholes and ancillary work at different road in Ward No. 77**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.
4. NIT No. : KMC/IX/077/011/2025-2026
Name of work : **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H Cover, G.P Cover, C. P Cover & Inspection PIT Cover as and when required within 24 hours in Ward No. 77**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 4). Tender will be opened on: **21.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 4).
5. NIT No. : KMC/IX/071/091/2024-2025/R
Name of work : **Renovation of 76 Pally Club Building at 27 Dhirendra Nath Ghosh Road at Ward No. 71**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,99,997.47**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.04.2025 - 12 noon**. Tender will be opened on: **19.04.2025 - 12 noon**.
6. NIT No. : KMC/IX/076/001/2025-2026
Name of work : **Removal of chokage by repairing S.W pipe line & ancillary work at different places in Ward No. 76**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.
7. NIT No. : KMC/IX/076/002/2025-2026
Name of work : **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H Cover, G.P Cover, C. P Cover & Inspection PIT Cover as and when required within 24 hours in Ward No. 76**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 6 & 7). Tender will be opened on: **24.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 6 & 7). The bid forms and other details are available on and from **05.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4) / **04.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 5) and **08.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 6 & 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/E131/24-25/R
Name of work : **Repairs to concrete, I.P passage and footpath at 156 Ramdulal Sarkar St, 7 Dayal Mitra Lane and other places in Ward No. 26 under Borough-IV**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,03,779.20**. Earnest Money: **Rs. 8,076.00**. Period of Completion: **50 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.04.2025 : 11 a.m.** The tender will be opened on: **16.04.2025 : 11 a.m.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/34/24-25/R
Name of work : **Repairs to I.P.S, concrete footpath and passages at 121/B, A.P.C. Road, 70/A, Maniktala Street, 19/1/8/A, Madan Mitra Lane and other places in Ward No. 27 under Br-IV**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,75,145.89**. Earnest Money: **Rs. 9,510.00**. Period of Completion: **180 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/38/29/24-25/R
Name of work : **Repairing of paver block passages at 18, Badur Bagan St, 61, K.C. Sen St, 38/B, Kailash Bose St and other places in Ward No. 38**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,31,981.97**. Earnest Money: **Rs. 6,650.00**. Period of Completion: **35 Days**. Last date and time of submission of bid: **16.04.2025 : 11 a.m.** (for sl. no. 2 & 3). The tender will be opened on: **19.04.2025 : 11 a.m.** (for sl. no. 2 & 3).
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/38/B-10/24-25/R
Name of work : **Repairs to IP and concrrete passages at 82/1, Bechu Chatterjee St., 28/1, Fakir Chand Mitra St., 147/H/18, K.C. Sen St. and others bustee area in Ward No. 38**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,96,670.09**. Earnest Money: **Rs. 5,950.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.04.2025 : 11 a.m.** The tender will be opened on: **21.04.2025 : 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

CORRIGENDUM

NIT No. : (1) KMC/DR/PBPS/SS/E/08/2024-25, (2) KMC/DR/PBPS/SS/E/04/2024-25, (3) KMC/DR/PBPS/SS/E/03/2024-25, published in this Newspaper on **22.03.2025 (Key No. 1514/24-25)** of **PBPS (S&D) Department. (Sl. No. 1 to 3)** Last date and time of submission of the bid will be **23.04.2025 (3 p.m.)** instead of 04.04.2025 (3 p.m.) for Sl. No. 1 to 3, and the bid forms and other details are available on and from will be **11.04.2025 (5 p.m.)** instead of 24.03.2025 (5 p.m.) (for Sl. No. 1 to 3). Other terms and conditions will remain unchanged.

Corrigendum of NIT No. : (1) KMC/SWM-II/E/24-25/68R, (2) KMC/SWM-II/E/24-25/17R, published in this Newspaper on **27.03.2025 (Key No. 1538/24-25)** of **SWM-II Department.** Last date and time of bid to be read as **17.04.2025 at 5 p.m.** instead of 03.04.2025 at 5 p.m.

24/25-26

গরম পড়তেই বালুরঘাটে বাড়ছে ডাবের চাহিদা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৪ এপ্রিল ঃ গরম পড়তেই বালুরঘাটে বাড়ছে ডাবের চাহিদা। ফলের দোকানগুলিতে দেদারে বিক্রি হচ্ছে ডাব। এক একটি ডাব ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তুলনামূলক গতবারের চেয়ে ডাবের দাম কম থাকায় দেদারে ফলের দোকানে ডাব কিনছে সাধারণ মানুষ। শীত কমতেই সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে চলছে প্রচন্ড তাপপ্রবাহ। দিনের বেলায় তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই করছে। রৌদ্রের প্রখর তাপ। আর এই গরমে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ মানুষ কাজে বেরিয়ে তেষ্টায় ছুটছে ঠান্ডা পানীয় বা ডাবের দোকানে। সুযোগ পেলেই মানুষজন ডাব কিনে খাচ্ছে। এখন ডাব ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এক ডাব বিক্রেতা জানান, সারাদিনে বালুরঘাট শহরে প্রায় দু থেকে তিন হাজার ডাব বিক্রি হচ্ছে। শহরের আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে ডাব সংগ্রহ করে শহরে এসে বিক্রি করছেন তারা। লাভ হচ্ছে ভালোই। গরম পড়তেই মানুষ ডাব কিনে খাচ্ছে।

তিন জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ৪ এপ্রিল ঃ আসন্ন গ্রীষ্মে যাত্রীদের প্রত্যাশিত প্রচণ্ড ভিড় সামাল দিতে, নিম্নে উল্লিখিত তিন জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং. ০৩০২৭ (হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি) সামার স্পেশাল ৯ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ৭ মে, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে ২৩.৫৫ ঘন্টায় হাওড়া থেকে রওনা দিবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৩০২৮ (নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া) সামার স্পেশাল ১০ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ৮ মে, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ১২.৪৫ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রওনা দিবে। ট্রেন নং. ০৩১০৫ (শিয়ালদহ - জাগীরোড) সামার স্পেশাল ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ৯ মে, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে ০৯.০০ ঘন্টায় শিয়ালদহ থেকে রওনা দিবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৩১০৬ (জাগীরোড - শিয়ালদহ) সামার স্পেশাল ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ১০ মে, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে ১৩.০০ ঘন্টায় জাগীরোড থেকে রওনা দিবে। অন্য একটি ট্রেন নং. ০৯৬২৩ (উদয়পুর সিটী- ফরবেসগঞ্জ) সামার স্পেশাল ৮ থেকে ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবারে ১৬.০৫ ঘন্টায় উদয়পুর সিটী থেকে রওনা দিবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৯৬২৪ (ফরবেসগঞ্জ - উদয়পুর সিটী) সামার স্পেশাল ১০ এপ্রিল থেকে ১ মে, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ০৯.০০ ঘন্টায় ফরবেসগঞ্জ থেকে রওনা দিবে। এছাড়াও, যাত্রীদের সুবিধার্থে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের মেয়াদ ও পরিষেবা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং. ০৭০৪৬ / ০৭০৪৭ (চারলাপল্লী - নাহরলগুন - চরলাপল্লী) এবং ট্রেন নং. ০৯১৮৯/ ০৯১৯০ (মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাটিহার - মুম্বাই সেন্ট্রাল) স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ উভয় দিক থেকে ৪টি করে ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়, গঠন ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৭০৪৬ (চারলাপল্লী - নাহরলগুন) সাপ্তাহিক স্পেশাল-এর মেয়াদ ৫ থোকে ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত এবং ট্রেন নং. ০৭০৪৭ (নাহরলগুন - চারলাপল্লী) সাপ্তাহিক স্পেশাল-এর মেয়াদ ৮ থেকে ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৯১৮৯ (মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাটিহার) সাপ্তাহিক স্পেশাল-এর মেয়াদ ৫ থোকে ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত এবং ট্রেন নং. ০৯১৯০ (কাটিহার - মুম্বাই সেন্ট্রাল) সাপ্তাহিক স্পেশাল-এর মেয়াদ ৮ থেকে ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির রুট, স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet

E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-**NIT MEMO No. JBPUR-II/76/2025, Date: 02/04/2025,** Last date of Tender droping: **12/04/2025, 05.30PM ,** Date of opening of Bibs: **16/04/2025, 11.30 AM,** Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-৪৪-এলএমজি-২০২৪-২৫-আরটি, তারিখ ঃ ০১-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ১২ মাসের জন্য এসএসই/এসআইজি/আগরতলার এখতিয়ারাধীন চুরাইবাড়ি-আগরতলা-উদয়পুর-সাব্রুম বাজার-সাব্রুম সেকশনে পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত করা। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১৪,৯৮,৫০৬.৬৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি** ঃ ৩০,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় ১৫:০০ টায় এবং **খোলা ২৩-০৪-২০২৫** তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে প্রতিবাদ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ জীবনদায়ী ওষুধের বর্ধিত মূল্য এবং স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়ামের উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ কর্মসূচি। শুক্রবার এই প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (সমতল)। এদিন শিলিগুড়ির হাসপাতাল মোড়ে জমায়েত হয়ে এক মিছিলের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি সফদর হাসমি চকে এসে পৌঁছায় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। পরে সফদর হাসমি চকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করে তারা। তাদের দাবি অবিলম্বে যদি ওষুধের দাম না কমানো হয় তাহলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, the 14th day of April, 2025 at 11:00 A.M.** to take on record the Unaudited Financial Results for the 4th quarter ended on 31st March, 2025 at its Registered Office.

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
DIN:00612517

Place : Kolkata
Date : 4.4.2025

চম্পাসরি এলাকায় বোমাতঙ্ক, পৌঁছাল সেনা বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়িতে ফের বোমাতঙ্ক। এবার শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার অন্তর্গত চম্পাশাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পবিত্র নগরে ছড়ালো বোমাতঙ্ক। জানা যায় গতকাল দুপুর নাগাদ পবিত্র নগর এলাকায় এক ফাকা জমিতে জনাকয়েক যুবক ওই গ্রেনেড পড়ে থাকতে দেখে। গ্রেনেডের ছবি তুলে প্রধান নগর থানার পুলিশের কাছে পাঠায় তারা। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ বাহিনী এবং খবর দেওয়া হয় সিআইডি কেও। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ জানতে পারে গ্রেনেডটি হাতে তৈরি নয়, বরং ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে। তৎক্ষণা ওই জায়গাটিকে খালি করে দেয় পুলিশ এবং সিল করে দেওয়া হয় জায়গাটিকে। শুক্রবার ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেলে ওই পরিত্যক্ত জমিতে গ্রেনেড উদ্ধার করতে পৌঁছায় সেনাকর্মীরা। গ্রেনেড উদ্ধার করে তা নিষ্ক্রিয় করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম রায়ে চাকরি খোয়ালেন এক ধাক্কায় আটজন শিক্ষক, বন্ধুর মুখে শীতলপুর হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ এপ্রিল ঃ এর আগে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করতে হতো চাঁচলে থেকে।গ্রামীণ এলাকার অনেকেই সমস্যায় পড়তেন। সেই কথা মাথায় রেখে দুই বছর আগে মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের শীতলপুর মোবারকপুর হাই স্কুলে চালু করা হয়েছিল বিজ্ঞান বিভাগ। কিন্তু সুপ্রিম রায়ে এক ধাক্কায় এই স্কুলের আটজন শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি খুইয়েছেন। যারা প্রত্যেকেই বিজ্ঞান বিভাগের। যার ফলে কার্যত ওই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ কিভাবে চলবে তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। আটজনের মধ্যে ছয়জন ভৌত বিজ্ঞানের এবং দুইজন জীবন বিজ্ঞানের। এই মুহূর্তে ওই স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান এবং নিউট্রেশনের কোন শিক্ষক শিক্ষিকা নেই। সব থেকে বড় সমস্যায় পড়েছে বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ারা। কিভাবে এই বিষয়গুলোর ক্লাস হবে এই নিয়ে শঙ্কায় ছাত্রছাত্রীরা। এই স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী খেটে খাওয়া গরিব পরিবার থেকে উঠে এসেছে। যাদের পক্ষে চাঁচল সদর এলাকায় গিয়ে প্রাইভেট টিউশন পড়া সম্ভব নয়। এমনিতেও বিজ্ঞান বিভাগের প্রাইভেট টিউশনের ফিস প্রতিটি বিষয়ের জন্য নূন্যতম ৫০০ টাকা মাসে। তাদের ভরসা ছিল স্কুলের ক্লাস। তারা কার্যত দিশেহারা। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র বিট্টু মন্ডল বলেন, প্রত্যেকটা স্যার ম্যাডাম খুব ভালো ছিলেন। আমাদের যত্ন সহকারে পড়াতেন। এটা মেনে নিতে পারছি না। আমাদের এখন কি হবে। ছাত্রী জাহানারা খাতুনের বক্তব্য, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঠিকভাবে না বুঝতে পারলে পড়া সম্ভব নয়। আমার কোন প্রাইভেট টিউশন নেই। তাহলে এখন আমাদের ক্লাসগুলো কি হবে। প্রধান শিক্ষক শাহেনুর হকের বক্তব্য, আমাদের স্কুলে বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগের মাত্র দুই জন শিক্ষক থাকলো। তারা আপার প্রাইমারির। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কি হবে ভেবে পাচ্ছিনা। পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞানের কোনো শিক্ষকই নেই। খুব সংকটময় পরিস্থিতি। প্রসঙ্গত, স্কুলে মোট ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা ২৮১০। শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৩৭ জন।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে যুব মোর্চার বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে মাচানতলা মোড়ে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি যুব মোর্চা। বিক্ষোভে বিধায়ক নিলাদ্রী দানা, যুব মোর্চার সভাপতি সুদর্শন দে ও সম্পাদক সোমনাথ দাস রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। সুদর্শন দে জানান, বিজেপি যোগ্য শিক্ষকদের পাশে আছে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

পাবলিক নোটিশ

আমাদের গ্রাহকদের এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের **চুঁচুড়া শাখা** দ্বিতীয় তল, মোনালিসা লজ, খাদিনামোর চুঁচুড়া স্টেশন রোড, পোস্ট অফিস ময়নাডাঙ্গা, চুঁচুড়া (আর.এস), জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০২, ৯ জুলাই, ২০২৫ থেকে বড়বাজার, পাথুর কুন্তী চন্দর, নাগোর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১৩৬-এ স্থানান্তরিত হবে।

গ্রাহকদের তাদের পয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গণে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ডব্লুএলটি-০১০১-এলএইচবি-সিটিআরবি-টিমকেন৮। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোডাকশন), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** সিঙ্গল টেন্ডারের ভিত্তিতে ওইএম মেসার্স টিমকেন ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর থেকে দুই (০২) বছরের জন্য খড়গপুর ওয়ার্কশপের হুইল শপে ১২৯০০টি এলএইচবি কোচের সিটিআরবি ইউআইসি ১৩০-এর সংস্কার। **১৮% হারে জিএসটি সমেত কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩০,৭৮,৫৬,১৭৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৬,৮৯,৩০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দরপ্রস্তাব দাখিলের মেয়াদকাল ঃ** টেন্ডার বন্ধের পনেরো দিন পূর্বে থেকে টেন্ডারদাতা(রা) তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন।

(PR-18)

এআইএফএফ-এর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে অনিলকুমারের নিয়োগে কোর্টের স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিলঃ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন সেক্রেটারি জেনারেল পদে অনিলকুমার প্রভাকরণের নিয়োগে বড় ধাক্কা লেগেছে। দিল্লি হাইকোর্ট এই নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপে ভারতীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (এমওয়াইএএস) নির্দেশিকা মেনে চলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আদালতের এই সিদ্ধান্ত এআইএফএফ-এর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জারি করা একটি পুরনো সার্কুলারের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এসেছে। দিল্লি ফুটবল ক্লাবের ডিরেক্টর রঞ্জিত বাজাজ এই নিয়োগের বিরুদ্ধে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। বিচারপতি সচিন দত্তের সামনে এই মামলার শুনানি হয়। আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে অনিলকুমার প্রভাকরণের নিয়োগ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মন্ত্রণালয়ের জারি করা একটি সার্কুলারের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। এই সার্কুলারে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর (এনএসএফ) মধ্যে সুশাসনের নীতি জোর দেওয়া হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যিনি একবার কোনো এনএসএফ-এ নির্বাচিত পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁকে সেই ফেডারেশনের প্রশাসনিক পদে, যেমন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) বা সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। রঞ্জিত বাজাজের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাহুল মেহরা আদালতে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি জানান, অনিলকুমার প্রভাকরণ এআইএফএফ-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। এরপর তিনি সেই পদ থেকে পদত্যাগ করে বেতনভিত্তিক সেক্রেটারি জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। মেহরার দাবি, এই পদক্ষেপ মন্ত্রণালয়ের ২০২২ সালের সার্কুলারের চেতনা ও অক্ষর উভয়েরই লঙ্ঘন।

সুপার কাপে কেরালাকে চ্যাম্পিয়ন করতে কাতালার কৌশলগত পরিবর্তন!

কোচি, ৪ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি ২০২৫ সুপার কাপের আগে একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছে। সম্প্রতি নিযুক্ত হওয়া প্রধান কোচ ডেভিড কাতালা এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাঁর কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করতে চলেছেন। ২০২৪-২৫ মরসুম হতাশাজনক ফলাফলের পর 'টাস্কার্স' নামে পরিচিত এই দলটি স্পেনীয় এই কোচের নেতৃত্বে নতুন করে উঠে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ৪৪ বছর বয়সী কাতালা ইতিমধ্যেই দলকে একত্রিত করার এবং আগামী মরসুমর জন্য প্রস্তুত করার জন্য তাঁর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস এবং স্পেনের মতো দেশে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকা এই কোচ বিভিন্ন লিগে চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে পারদর্শী। তাঁর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তিনি আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে দলের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্পেনীয় এই কৌশলবিদ বছরের পর বছর ধরে তাঁর কৌশলগত উদ্ভাবনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তিনি ব্লাস্টার্স দলে একটি আক্রমণাত্মক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ খেলার ধরন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ফুটবল দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাতালা বলেন, ''আমি এমন একটি ফুটবল দর্শনে বিশ্বাসী যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আগ্রাসন এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে সৃজনশীলতার মিশ্রণ ঘটায়। কেরালা ব্লাস্টার্সের একটি সমৃদ্ধ ফুটবল সংস্কৃতি এবং উৎসাহী সমর্থক রয়েছে, যারা এমন একটি দলের প্রাপ্য যারা শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত লড়াই করে।'' তিনি দলের খেলার ধরনে কাঠামোগত প্রেসিং এবং বলের দখল বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে এই পরিবর্তনের ফলে সাফল্য শীঘ্রই আসবে। তবে, তিনি জানিয়েছেন যে আগামী সপ্তাহগুলোতে দলটি একটি তীব্র কৌশলগত সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাবে। কাতালার লক্ষ্য শুধু ফলাফল নয়, বরং দলের মধ্যে একটি নতুন পরিচয় গড়ে তোলা। কাতালার সংবাদ সম্মেলনের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল বর্তমান দলের খেলোয়াড়দের উন্নয়নর প্রতি তাঁর মনোযোগ। ৪৪ বছর বয়সী এই কোচ তরুণ প্রতিভাদের লালন-পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের দক্ষতার ওপর ভরসা করে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেন, ''আমি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেখানে প্রতিটি খেলোয়াড় বেড়ে উঠবে, যেখানে তরুণরা অভিজ্ঞদের কাছ থেকে শিখবে এবং যেখানে জায়গা পাওয়ার প্রতিযোগিতা

পারফরম্যান্সকে উন্নত করবে।'' কেরালা ব্লাস্টার্সের তরুণ তারকা কোরৌ সিং থিঙ্গুজামের মতো খেলোয়াড়দের উন্নতির দিকে বিশেষ নজর থাকবে বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত থাকলেও, কাতালা সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন যে ক্লাব ২০২৫ সুপার কাপের আগে গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে দলকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। তিনি সম্ভাব্য নতুন সই নিয়ে বিস্তারিত কিছু না বললেও, অফ-সিজনে কিছু খেলোয়াড়ের বিদায় এবং নতুন মুখের আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে। সমর্থকরা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন কীভাবে কাতালা দলটিকে গড়ে তোলেন। কাতালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর প্রথম লক্ষ্য ২০২৫ সুপার কাপে দলকে শক্তিশালীভাবে প্রস্তুত করা। ২০২৫-২৬ মরসুমর প্রাক-মরসুম প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তিনি দলের মধ্যে সমন্বয় এবং ফিটনেস স্তর উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন, যাতে প্রতি মরসুম ট্রফির জন্য লড়াই করা সম্ভব হয়। সুপার কাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ''সুপার কাপ আমাদের জন্য আগামী মরসুমর সুর নির্ধারণের একটি দারুণ সুযোগ। আমরা প্রথম ম্যাচ থেকেই প্রতিযোগিতামূলক হতে চাই এবং আমাদের পরিচয় প্রকাশ করতে চাই।'' অতীতে সুপার কাপে ব্লাস্টার্সের ফলাফল মিশ্র ছিল। তবে, নতুন কোচের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কৌশলগত পদ্ধতির কারণে সমর্থকরা এবার টুর্নামেন্টে দলের গভীর অগ্রযাত্রার আশা করছেন। কাতালা দলের উৎসাহী সমর্থক গোষ্ঠী 'মঞ্জপ্পড়া'র অবিচল সমর্থনের গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। তিনি দল এবং সমর্থকদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''মঞ্জপ্পড়ার সমর্থন আমাদের শক্তি। আমি তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে চাই এবং দলের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে চাই।'' ২০২৪-২৫ মরসুম কেরালা ব্লাস্টার্স আইএসএল-এ সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই হতাশার পর দলটির সমর্থকরা একটি নতুন শুরুর জন্য মুখিয়ে আছেন। কাতালার আগমন এই প্রত্যাশাকে নতুন আশার আলো দেখিয়েছে। তাঁর আক্রমণাত্মক ফুটবল দর্শন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ কৌশল দলটির খেলার ধরনে পরিবর্তন আনতে পারে। তবে, তাঁর এই কৌশলগুলো কত দ্রুত দলের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং এটি ট্রফিতে রূপান্তরিত হয় কিনা, তা দেখার জন্য সমর্থকদের অপেক্ষা করতে হবে। কাতালার অভিজ্ঞতা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দলের জন্য একটি বড় সম্পদ হতে পারে। তিনি যে তীব্র প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগত পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তা বাস্তবায়িত হলে কেরালা ব্লাস্টার্স সুপার কাপে শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে উঠে আসতে পারে। তবে, দলের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিশ্চিত করা তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে। কেরালা ব্লাস্টার্সের সমর্থক গোষ্ঠী 'মঞ্জপ্পড়া' ভারতের ফুটবল দলগুলোর মধ্যে অন্যতম উৎসাহী এবং নিবেদিত। তারা দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য একটি ট্রফির অপেক্ষায় রয়েছেন। কাতালার আগমন এবং তাঁর উচ্চাশা তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। সমর্থকরা আশা করছেন যে নতুন কোচের নেতৃত্বে দলটি সুপার কাপে শিরোপা জিতে তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাবে। বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা কেরালা ব্লাস্টার্সের এই নতুন যাত্রার দিকে নজর রাখছেন। কলকাতার ক্লাবগুলোর সঙ্গে কেরালার দলটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবসময়ই উত্তেজনাপূর্ণ। কাতালার আগমন এবং তাঁর কৌশলগত পরিবর্তন কীভাবে আইএসএল এবং সুপার কাপে বাংলার দলগুলোর বিরুদ্ধে প্রভাব ফেলে, তা দেখার জন্য বাঙালি সমর্থকরাও অপেক্ষায় রয়েছেন। ডেভিড কাতালার নেতৃত্বে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি ২০২৫ সুপার কাপে একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে প্রস্তুত। তাঁর আক্রমণাত্মক দর্শন, খেলোয়াড় উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ এবং সমর্থকদের সঙ্গে ঐক্যের আহ্বান দলটির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করছে। সুপার কাপের দিনগুলো যত এগিয়ে আসছে, ততই সবার নজর থাকবে কাতালার কৌশল কতটা সফল হয় এবং কেরালা ব্লাস্টার্স তাদের উচ্চাশাকে মাঠে সাফল্যে রূপান্তরিত করতে পারে কিনা। সমর্থকরা আশা করছেন, এই নতুন নেতৃত্ব দলটির দীর্ঘদিনের ট্রফি খরা শেষ করবে।

প্রস্তুতি ম্যাচ ছাড়াই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামবে টিম ইন্ডিয়া!

মুম্বই, ৪ এপ্রিলঃ আইপিএলের পরে ভারত যাবে ইংল্যান্ডে। সেখানে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ২০ জুন থেকে শুরু হবে এই টেস্ট সিরিজ। এর আগে কি প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে বিরাট-বুমরাহদের? আইপিএলের মাঝেই জানা গেল এর উত্তর। জানা গিয়েছে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে কোনও কাউন্টি দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না ভারত। প্রশ্ন হল, তাহলে কি টিম ইন্ডিয়া কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ ছাড়াই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেমে পড়বে? উত্তর হল, হ্যাঁ, ভারত প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। কিন্তু সেটা ভারত 'এ' দলের বিরুদ্ধে। যদিও এক্ষেত্রে একটা শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওই ম্যাচের কোনও সম্প্রচার হবে না। ম্যাচটি হবে ক্লোজড ডোর। পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সার্কেল শুরু হবে এই টেস্ট সিরিজ থেকেই। সিরিজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে বিরাট কোহলিদের আরও প্রস্তুতি ম্যাচের দরকার ছিল। একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে বিরাটরা কতটা সফল হতে পারবেন, সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১-৩ ব্যবধানে হেরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল ভারতকে। তাই নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সার্কেলে ভারত চাইবে পুরনো ব্যর্থতা ভুলে যেতে। কিন্তু মাত্র একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে কতটা সেই সাফল্য পাওয়া সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল। এদিকে লাল বলের ক্রিকেটে রোহিত শর্মার সাম্প্রতিক ফর্ম জঘন্য। শেষ ১০ টেস্টে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১৬৪ রান। ফর্ম এতটাই খারাপ যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির একটি ম্যাচে রোহিত নিজেকেই বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্বাভাবিকভাবেই ফের তাঁর হাতে নেতৃত্ব দেওয়া হবে কিনা সেটা নিয়ে বোর্ডের অন্দরে বিস্তর দ্বিমত ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে শোনা যায়, রোহিত নিজেই নাকি ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন। জানা গিয়েছিল, ২৯ মার্চ গুয়াহাটিতে বিসিসিআইয়ের বৈঠকে ঠিক হবে রোহিতের ভবিষ্যৎ। যদিও সেই বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় রোহিতের ভবিষ্যৎ এখনও ঝুলে রয়েছে।

সামনে এল তরুণ ওপেনারের মুম্বই-ত্যাগের আসল কারণ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চলতি আইপিএলের মধ্যে খবরটা সত্যি আচমকা ও অপ্রত্যাশিত ছিল মুম্বইয়ের রঞ্জি টিম ছাড়তে চলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। সংবাদটা হাওয়ায় ভাসছে সবে, তখনও সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি, সেই সময় চাউর হয় দ্বিতীয় ঝটকা-যশস্বী নাকি ইতিমধ্যে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দফতরে দলত্যাগের চিঠি পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর সেটা গৃহীতও হয়েছে। মঙ্গলবারের এই খবরে মান্যতা দেয় মুম্বইয় ক্রিকেট সংস্থা। পাশাপাশি সামনে আসে, পুরনো টিম ছেড়ে নতুন দল গোয়ার জার্সি গায়ে পরের মরশুমে মাঠে নামতে পারেন ভারতের উদীয়মান ওপেনার। আগামি সিজন থেকেই দেশের প্রথম সারির সমস্ত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে গোয়া। প্রথমবারের জন্য। আর অভিষেক বছরই নাকি টিমের অধিনায়ক বাছা হয়েছে যশস্বীকে। হঠাৎ কেন মুম্বই ছেড়ে গোয়াভিমুখী? গোড়ায় 'ব্যক্তিগত কারণ' বলে দায় সারলেও কোনও মহলই এই 'যুক্তি' মানতে রাজি হয়নি। বিশেষত, যে-মুম্বইয়ের হয়ে তাঁর উত্থান, জাতীয় দলে সুযোগের রাস্তা খুলে যাওয়া-কেরিয়ারের উন্মেষলগ্নে কেন এমন হঠকারি সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন যশস্বী? রহস্যের গন্ধ জমে ওঠে। এরপর খোলস কিছুটা খোলে। তরুণ ওপেনার জানান, যেহেতু গোয়া ম্যানেজমেন্ট তাঁকে অধিনায়কত্বের প্রস্তাব দিচ্ছে, সেই কারণেই পুরনো দল ছেড়ে নতুন অফার লুফে নেওয়া। আর কিছু নয়। বলেন, ''গোয়া টিম আমায় নতুন সুযোগ দিয়েছে। সেটা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ নিয়ে। তবে আমার প্রথম লক্ষ্য ভারতের হয়ে ভাল খেলা এবং যখন যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নেই, তখন তখন গোয়ার হয়ে খেলতে নেমে টুর্নামেন্টে যত দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, তার চেষ্টা চালানো।'' এই যুক্তিতেও চিঁড়ে ভেজে না। পাল্টা প্রশ্ন ওঠে- টিম ইন্ডিয়ার আগামী অধিনায়ক হওয়ার লাইনে নেই যশস্বী, এমনকী তাঁর আইপিএল দল রাজস্থান রয়্যালসের না অধিনায়ক না সহ-

রাহানের কিট ব্যাগে লাথি মারেন যশস্বী!

অধিনায়ক-কোনও তালিকাতেই তাঁর নাম নেই। সঞ্জু স্যামসন চোটের জন্য বাদ পড়ার পর নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়া হয়েছে রিয়ান পরাগের হাতে। তাহলে কেন রঞ্জি টুর্নামেন্টে গোয়ার অধিনায়ক হওয়া নিয়ে এতটা উতলা হয়ে উঠবেন যশস্বী? এটাই কি দলবদলের একমাত্র কারণ? নাকি অজুহাত মাত্র? এরপরই সামনে উঠে আসে একটি খবর, যা বিশেষজ্ঞদের মতে, যশস্বীর মুম্বইত্যাগের আসল কারণ হতে পারে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, টিম ম্যানেজমেন্ট এবং অজিঙ্ক রাহানের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতির জেরেই মুম্বইয়ের 'প্রাক্তন' ওপেনার গোয়ার সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন। বিশেষ করে রাহানের সঙ্গে চাপান-উতর নাকি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন দুজনে। বিষয়টা এতদূর গড়ায় যে, অধিনায়কের কিট ব্যাগে লাথি পর্যন্ত মেরেছিলেন যশস্বী। এই নিয়ে সমালোচনায় সরব হন কোচ ওঙ্কার সাওঘভি। যাঁর সঙ্গেও বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন যশস্বী জয়সওয়াল। এই প্রথম নয়। এর আগে দলীপ ট্রফি চলাকালীন পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে খেলতে নেমে অধিনায়ক রাহানের রোষে পড়েছিলেন যশস্বী। দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে মাত্রাতিরিক্ত স্লেজিং করছিলেন তিনি। এই নিয়ে আম্পায়ার তাঁকে বারবার সতর্ক করেন। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে যশস্বী স্লেজিং চালিয়ে যান। এরপর আচমকা রাহানের হস্তক্ষেপ। দলের ক্রিকেটারকে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যে কারণে দুজনের সম্পর্কে অবনতি দানা বাঁধে। সূত্রের খবর, এরপরই মুম্বই দলে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েন যশস্বী। জাতীয় দলে অভিষেকের পরেও ঘরোয়া ক্রিকেটে সুযোগ কমতে থাকে। এই নিয়ে বারবার অসন্তোষ জানান। যে কারণে মুম্বইয়ের নির্বাচক প্রধান সঞ্জয় পাতিল তাঁকে সতর্কও করেন। জাতীয় ক্রিকেটে মুম্বইয়ের অবদান নিয়ে যশস্বীকে স্মরণও করিয়ে দেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, নামতে নামতে একেবারে তলানিতে ঠেকা সম্পর্কেরই ফলশ্রুতি যশস্বীর মুম্বই-ত্যাগ। অধিনায়কত্বের প্রস্তাব স্রেফ অজুহাত মাত্র।

২০৩১ বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্রে, ২০৩৫ আসর যুক্তরাজ্যে

বেলগ্রেড, ৪ এপ্রিলঃ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বৃহস্পতিবার এই দুই বিশ্বকাপের আয়োজকের নাম ঘোষণা করেন। আগামী বছর ফিফা কংগ্রেসে অবশ্য অনুমোদনের ব্যাপার আছে দুই আয়োজকের। তবে সেটা এখন কেবলই আনুষ্ঠানিকতা। সার্বিয়ার বেলগ্রেডে উয়েফা কংগ্রেসে ইনফান্তিনো জানান, ২০৩১ আসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো দেশ প্রস্তাব করেনি। ২০৩৫ বিশ্বকাপের জন্যও একমাত্র বৈধ বিড যুক্তরাজ্যের। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও নর্দান আয়ারল্যান্ড মিলে যুক্তরাজ্য গঠিত।

খেলা হবে এই চার দেশেই। ২০৩১ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কনক্যাকাফ অঞ্চলের অন্য কোনো দেশ যুক্ত হতে পারে। প্রথম দেশ হিসেবে তৃতীয়বার মহিলা বিশ্বকাপের আয়োজক হতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। আগে ১৯৯৯ ও ২০০৩ আসর তারা আয়োজন করেছিল পরপর। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ডও তাদের। যুক্তরাজ্য মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজন করবে প্রথমবার। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে সেখানে বিশ্বকাপ হবে ৬৯ বছর পর। সবশেষ ১৯৬৬ সালে ছেলেদের বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল ইংল্যান্ড। মহিলা বিশ্বকাপের আগামী আসরের আয়োজক ব্রাজিল। ২০২৭ সালের ২৪ জুন থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত ৩২ দলের আসরে ম্যাচ হবে ৬৪টি। ২০৩১ আসর থেকেই ৩২ দল থেকে বেড়ে বিশ্বকাপ হবে ৪৮ দলের। মহিলা বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন। ২০২৩ সালে যৌথভাবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের ফাইনালে সিডনিতে প্রায় ৭৬ হাজার দর্শকের সামনে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপার স্বাদ পায় স্প্যানিশরা।

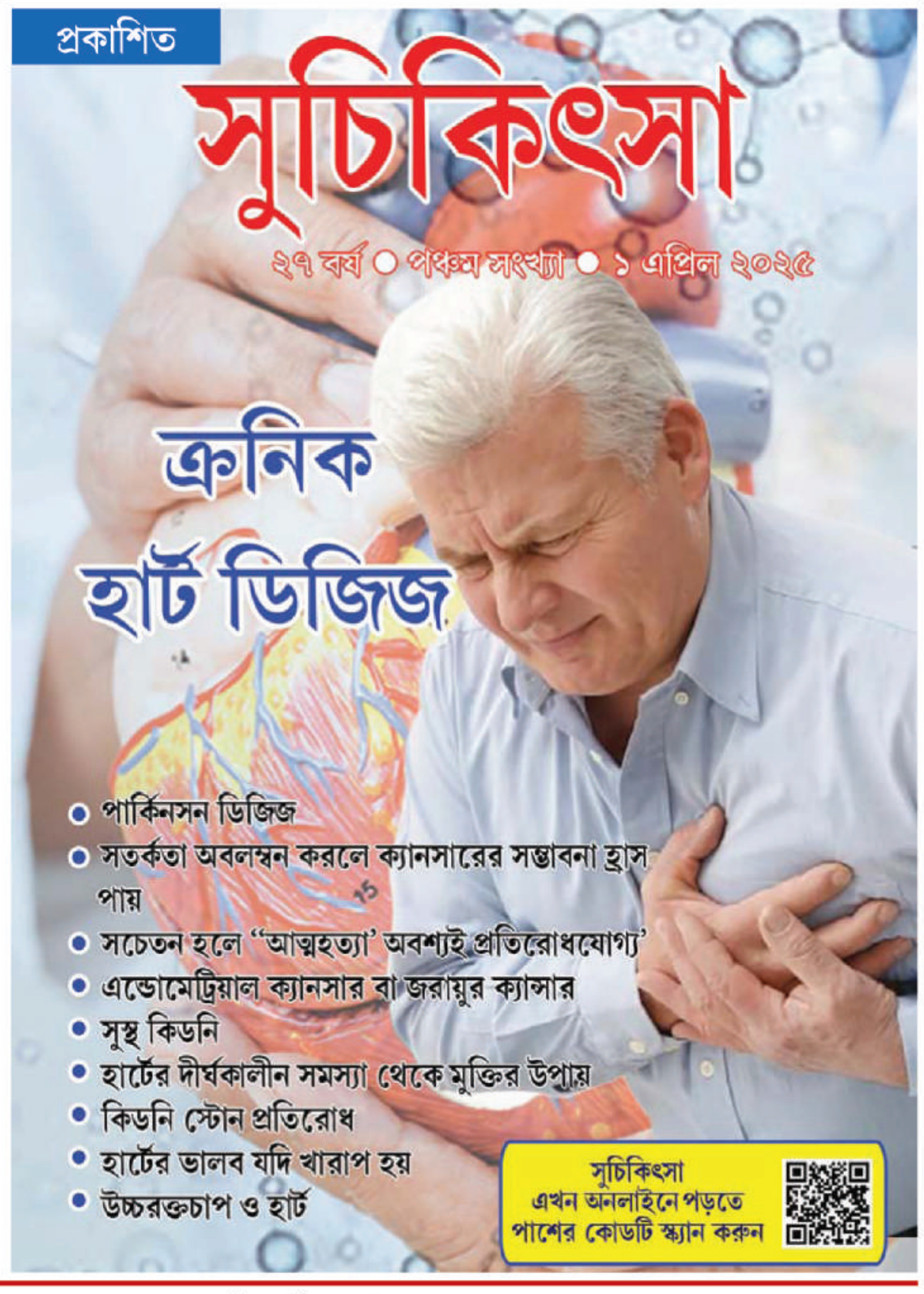

ফার্নান্দেজের গোলে চেলসির জয়, 'ভুলের' পরও ম্যাচ জিতে কোচের স্বস্তি

১২ মিনিটের যোগ করা সময় গিয়ে ঠেকল শেষ পর্যন্ত ১৪ মিনিটে। এরপর শেষ বাঁশি বাজতেই দু হাত মুষ্টিবদ্ধ করে হুঙ্কার ছুড়লেন এন্টসো মারেস্কা। প্রবল আবেগে আলিঙ্গনে জড়ালেন তিনি কোচিং স্টাফের অন্যদেরকে। তিন পয়েন্ট পাওয়ার আনন্দ তো আছেই, পাশাপাশি চেলসি কোচের উদযাপনে মিশে থাকল যেন বড় স্বস্তির ছোঁয়াও। তিনি নিজেই বলছেন, বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন ভুল করেও!

লন্ডন, ৪ এপ্রিলঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে চেলসি ১-০ গোলে হারায় টটেনহ্যাম হটস্পারকে। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে কোল পালমারের ক্রসে কাছ থেকে হেড করে গোল করেন ফাঁকায় থাকা আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এঙ্গো ফার্নান্দেজ। এরপর দুই দলই একবার করে বল জালে পাঠায়। কিন্তু ভিএআর পরীক্ষায় বাতিল হয়ে যায় দুটি গোলই। ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর পালমার ও ফার্নান্দেজকে উঠিয়ে দুজন ডিফেন্ডার নামান চেলসি কোচ মারেস্কা। উদ্দেশ্যটা ছিল পরিস্কার, গোল হজম না করা। কিন্তু যখন তিনি খেয়াল করেন, যোগ করা হয়েছে আরও ১২ মিনিট, তখনই তার মনে শুরু হয় অস্বস্তির ঝড়। উইঙ্গার ও মিডফিল্ডারকে সরিয়ে নেওয়ায় ম্যাচ হয়ে পড়ে অনেকটাই একমুখি। বাকি সময়টায় টটেনহ্যামের একের পর এক আক্রমণ সামলাতে হয় চেলসিকে। ম্যাচের পর চেলসি কোচ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেনে নেন নিজের

ভুল। ''প্রথমার্ধে আমরা যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করে কাজে লাগাতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ওই গোলের পর সত্যি বলতে, ভুলটা আমারই, কারণ অতিরিক্ত সময় দেখার আগেই আমি ওই দুটি বদল করে ফেলি। যখন দেখলাম ১২ মিনিট যোগ করা হয়েছে, আমার মনে হলো, একটু বেশি আগেভাগেই অমন পরিবর্তন করে ফেলেছি। তবে সৌভাগ্যজনকভাবে ম্যাচটি আমরা জিততে পেরেছি এবং এটিই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খুবই খুশি।'' শেষ সময়টায় রক্ষণে যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সেটিও দলকে আরও পরিণত করবে বলে বিশ্বাস কোচের। ''দল হিসেবে গড়ে উঠতে হলে এবং বেড়ে উঠতে হলে, শেষ ১০ মিনিটে আমরা যেভাবে খেলেছি, এটা শেখাটা জরুরি দৃষ্টিকটূ পথে হলেও কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়।'' হারের পর ভিএআর প্রযুক্তির কড়া সমালোচনা করে টটেনহ্যাম কোচ পোস্তেকোগলু বলেন, ''এটা (ভিএআর) খেলাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিন্তু কেউই এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না।'' খেলোয়াড়ি জীবনে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে রক্ষণ সামলানো পোস্তেকোগলু বলছেন, ভিএআর নিয়ে বিতর্কটা সবাই উপভোগ করছেন, ''আমার মনে হয় সবাই নাটক-বিতর্ক পছন্দ করে। আমি নিশ্চিত যে এটি নিয়ে ২৪ ঘণ্টা আলোচনা হবে, সবাই তো এটাই চায়। এটা খেলার জৌলুস নষ্ট করে দিচ্ছে।'' গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ জিতে ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে চারে উঠে এসেছে চেলসি। ৩০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫২, সিটির পয়েন্ট ৫১। ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নটিংহ্যাম ফরেস্ট, ৬১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আর্সেনাল। সবার ধরাছোঁর বাইরে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুলের শিরোপা জয় এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com